বাংলা ওয়ার্ক বুক

সাহিত্য মালঞ্চ-৩

একাদশ শ্রেণি

প্রস্তুতকরণ

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, ত্রিপুরা সরকার।

© এস সি ই আর টি, ত্রিপুরা কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

একাদশ শ্রেণির বাংলা ওয়ার্কবুক

প্রথম প্রকাশ- সেপ্টেম্বর, ২০২১

প্রচ্ছদ : অশোক দেব, শিক্ষক

অক্ষর বিন্যাস : এস সি ই আর টি, ত্রিপুরা
সহযোগিতায় জেলা শিক্ষা আধিকারিকের কার্যালয়,
খোয়াই জেলা।

মুদ্রক :

প্রকাশক

অধিকর্তা

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, ত্রিপুরা।

রতন লাল নাথ
মন্ত্রী
শিক্ষা দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার

বার্তা

শিক্ষার প্রকৃত বিকাশের জন্য, শিক্ষাকে যুগোপযোগী করে তোলার জন্য প্রয়োজন শিক্ষাসংক্রান্ত নিরন্তর গবেষণা। প্রয়োজন শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সকলকে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রশিক্ষিত করা এবং প্রয়োজনীয় শিখন সামগ্রী, পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিকাশ সাধন করা। এস সি ই আর টি ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষার বিকাশে এসব কাজ সুনামের সঙ্গে করে আসছে। শিক্ষার্থীর মানসিক, বৌদ্ধিক ও সামাজিক বিকাশের জন্য এস সি ই আর টি পাঠ্যক্রমকে আরো বিজ্ঞানসম্মত, নান্দনিক এবং কার্যকর করবার কাজ করে চলেছে। করা হচ্ছে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার অধীনে।

এই পরিকল্পনার আওতায় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি শিশুদের শিখন সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য তৈরি করা হয়েছে ওয়ার্ক বুক বা অনুশীলন পুস্তক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্যার সমাধানকে সহজতর করার লক্ষ্যে এবং তাদের শিখনকে আরো সহজ ও সাবলীল করার জন্য রাজ্য সরকার একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যার নাম 'প্রয়াস'। এই প্রকল্পের অধীনে এস সি ই আর টি এবং জেলা শিক্ষা আধিকারিকরা বিশিষ্ট শিক্ষকদের সহায়তা গ্রহণের মাধ্যমে প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ওয়ার্ক বুকগুলো সুচারুভাবে তৈরি করেছেন। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বিজ্ঞান, গণিত, ইংরেজি, বাংলা ও সমাজবিদ্যার ওয়ার্ক বুক তৈরি হয়েছে। নবম দশম শ্রেণির জন্য হয়েছে গণিত, বিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা, ইংরেজি ও বাংলা। একাদশ দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ইংরেজি, বাংলা, হিসাবশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, অর্থনীতি এবং গণিত ইত্যাদি বিষয়ের জন্য তৈরি হয়েছে ওয়ার্ক বুক। এইসব ওয়ার্ক বুকের সাহায্যে ছাত্র-ছাত্রীরা জ্ঞানমূলক বিভিন্ন কার্য সম্পাদন করতে পারবে এবং তাদের চিন্তা প্রক্রিয়ার যে স্বাভাবিক ছন্দ রয়েছে, তাকে ব্যবহার করে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে পারবে। বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় লিখিত এইসব অনুশীলন পুস্তক ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে।

এই উদ্যোগে সকল শিক্ষার্থী অতিশয় উপকৃত হবে। আমার বিশ্বাস, আমাদের সকলের সক্রিয় এবং নিরলস অংশগ্রহণের মাধ্যমে ত্রিপুরার শিক্ষাজগতে একটি নতুন দিগন্তের উন্মেষ ঘটবে। ব্যক্তিগত ভাবে আমি চাই যথাযথ জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশ ঘটুক এবং তার আলো রাজ্যের প্রতিটি কোণে ছড়িয়ে পড়ুক।

(রতন লাল নাথ)

পুস্তকটি যারা তৈরি করেছেন

শ্রী অমিত কুমার দাস, শিক্ষক
শ্রী মিঠু দে, শিক্ষক
শ্রী প্রশান্ত দেবনাথ, শিক্ষক
শ্রীমতি দীপা রুদ্রপাল, শিক্ষিকা
শ্রী নিতাই পাল, শিক্ষক
শ্রী অমিত দাস, শিক্ষক
শ্রী সুশান্ত শুক্ল দাস, শিক্ষক

পরিমার্জনায়

শ্রীমতি এমেলি নাগ, শিক্ষিকা
শ্রীমতি অর্পিতা সাহা, শিক্ষিকা
শ্রী গৌতম রুদ্র পাল, শিক্ষক

সূচিপত্র

একক - ১ ঃ- কবিতা	
ক) ফুল্লরার বারমাস্যা - মুকুন্দরাম চক্রবর্তী।	০৭ - ১৭
খ) বঙ্গভাষা - মাইকেল মধুসূদন দত্ত।	১৮ - ২৩
গ) প্রার্থনা - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।	২৪ - ৩০
ঘ) মধ্যাহ্ন - অনঙ্গ মোহিনী দেবী।	৩১ - ৩৭
ঙ) মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে - শঙ্খ ঘোষ।	৩৮ - ৪৩
একক - ২ ঃ- গদ্য	
ক) সিংহল ও বৌদ্ধ ধর্ম - স্বামী বিবেকানন্দ।	৪৪ - ৫৪
খ) বসন্তের কোকিল - বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।	৫৫ - ৬৪
গ) স্বাদেশিকতা - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।	৬৫ - ৭৬
ঘ) ভারতবর্ষ - এস. ওয়াজেদ, আলি।	৭৭ - ৮৫
একক - ৩ ঃ- ছোটো গল্প	
ক) ডাইনি - তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।	৮৭ - ৯৬
খ) ঘূর্ণমান পৃথিবী - আশাপূর্ণা দেবী।	৯৭ - ১০৪
একক - ৪ ঃ- বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস	
আদিযুগ	
ক) চর্যাপদ ঃ- ঐতিহাসিক গুরুত্ব, সাহিত্যমূল্য, কয়েকজন, প্রধান কবির নাম।	১০৬ - ১১০
মধ্যযুগ	
খ) শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন - এর সংক্ষিপ্ত পরিচয়।	১১১ - ১১৭
গ) বৈষ্ণব পদাবলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় ঃ আলোচ্য কবি ঃ বিদ্যাপতি, চন্ডীদাস, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস।	১১৮ - ১২৩
ঘ) অনুবাদকাব্য ঃ রামায়ণ ও মহাভারত আলোচ্য কবি ঃ কৃত্তিবাস ওঝা ও কাশীরাম দাস	১২৪ - ১৩০

সূচিপত্র

ঙ) মঙ্গলকাব্য ঃ- মনসামঙ্গল, চন্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল - এর সাধারণ আলোচনা। আলোচ্য কবি ঃ- নারায়ণ দেব, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, ঘনরাম চক্রবর্তী।	১৩১ - ১৪০
চ) অন্নদামঙ্গলের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। আলোচ্য কবি - ভারতচন্দ্র রায়।	১৪১ - ১৪৫
ছ) চৈতন্যজীবনী কাব্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। আলোচ্য কবি -কৃষ্ণদাস কবিরাজ।	১৪৬ - ১৪৯
জ) আরাকান রাজসভার কবিদের কাব্যচর্চার গুরুত্ব। আলোচ্য কবিঃ- দৌলত কাজী ও সৈয়দআলাউল।	১৫০ - ১৫৬
ঝ) শাক্ত - পদাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়। আলোচ্য কবি ঃ- রামপ্রসাদ সেন ও কমলাকান্ত ভট্টাচার্য।	১৫৭ - ১৬৩
একক - ৫ ঃ- নাটক	১৬৪ - ১৮০
ক) মুকুট - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (সম্পূর্ণ)	
একক - ৬ ঃ - অলংকার	১৮১ - ১৮২
শব্দালংকার ঃ- অনুপ্রাস, যমক, বক্রোক্তি, শ্লেষ অর্থালংকার ঃ- উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, সমাসোক্তি (কোনো অলংকারের বিভাজন থাকবে না)	
একক - ৭ ঃ- নির্মিতি	১৮৩ - ২০০
ক) পত্র রচনা (ব্যক্তিগত পত্র, আবেদন পত্র, প্রতিষ্ঠানিক পত্র)	
খ) প্রদত্ত সংকেত অনুসারে গল্প রচনা।	
গ) প্রতিবেদন রচনা।	
একক - ৮ ঃ- আদর্শ প্রশ্নমালা	২০১ - ২০৩

ফুল্লরার বারমাস্যা

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

কবি পরিচিতি ঃ

মধ্যযুগের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। কবির কাব্যে আত্মবিবরণী অংশ থেকে জানা যায়, ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে বর্ধমান জেলার দামুন্যা গ্রামে কবির জন্ম হয়। কবির পিতামহ জগন্নাথ মিশ্র, পিতার নাম হৃদয় মিশ্র এবং মাতা দৈবকী। ডিহিদার মামুদ শরিফের অত্যাচারে কবি সপরিবারে দেশত্যাগ করেন। মেদিনীপুরের জমিদার বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয় লাভ করেন এবং তার পুত্র রঘুনাথ রায়ের শিক্ষার ভার নেন। দেবী চণ্ডীর স্বপ্নাদেশে এবং রঘুনাথ রায়ের পৃষ্ঠপোষকতাই তিনি 'অভয়ামঙ্গল' কাব্যটি রচনা করেন। রঘুনাথ রায় কবিকে 'কবিকঙ্কন' উপাধিতে ভূষিত করেন। মুকুন্দরামের কাব্য মানবজীবনরসে পূর্ণ। চরিত্রসৃষ্টিতে মুকুন্দরাম অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে তিনি প্রথম মানবতার জয়গান করেছেন। এসব কারণে তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যটি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এক অভিনব সৃষ্টি।

কবিতার ভাববস্তু

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে **বাস্তবধর্মী** রচনার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত কবিকঙ্কণ রচিত 'চন্ডীমঙ্গল কাব্যে'র 'ফুল্লরার বারমাস্যা' কবিতাটি। ফুল্লরার বারমাস্যার মধ্যে আছে তৎকালীন গ্রাম বাংলার একটি যুগের প্রতিচ্ছবি। অভাব অনটন ছিল সাধারণ মানুষের প্রতিদিনের সাথী। তাই ছদ্মবেশিনী চন্ডীকে **সতীন** ভেবে ফুল্লরা তার সামনে বলে যায় তার বারোমাসের প্রতিদিনের **যন্ত্রণার** কথা। **দারিদ্র্য** যে কত ভয়ঙ্কর, তা জীবনকে কেমন পঙ্গু করে দেয়, তার জলন্ত বিবরণ ফুটে উঠেছে ফুল্লরার বর্ণনায়। তবে একথা সত্য যে কারো সহানুভূতি আকর্ষণের জন্য ফুল্লরা বারোমাসের দু:খের বিবরণ দেয়নি। এক অবাঞ্ছিত আগন্তুককে বিদায় করার জন্য এই প্রসঙ্গের অবতারণা। বস্তুত: এই **'বারমাস্যা'র** মধ্যে আছে কবিচিত্তের কৌতুক প্রবণতা, পরিবেশ সচেতনতা এবং দার্শনিক সুলভ নির্লিপ্ততা **প্রকাশ পেয়েছে।**

I. সঠিক উত্তর বাছাই : প্রতিটি প্রশ্নের মান : ১

১। 'ফুল্লরার বারমাস্যা' কবিতাটি 'চন্ডীমঙ্গল কাব্যে'র যে খন্ডের অন্তর্গত :-

(ক) দেব খন্ড, (খ) আখোটিক খন্ড, (গ) বনিক খন্ড, (ঘ) অন্ত্য খন্ড।

উঃ- (খ) আখেটিক খন্ড।

২। যে মাসের বর্ণনা দিয়ে ফুল্লরার বারমাস্যার সূচনা -

(ক) বৈশাখ, (খ) আষাঢ়, (গ) ভাদ্র, (ঘ) আশ্বিন।

উঃ- (ক) বৈশাখ।

নীচের সঠিক উত্তর বাছাই করো ঃ (✔)

১। নিরামিষ আহারের কথা কোন্ মাসে বলা হয়েছে ?

(ক) ভাদ্র মাসে (খ) বৈশাখ মাসে (গ) আশ্বিন মাসে (ঘ) অগ্রহায়ণ মাসে।

২। ফুল্লরা পাপিষ্ট বলেছে -

(ক) বৈশাখ মাসকে, (খ) জ্যৈষ্ঠ মাসকে, (গ) আষাঢ় মাসকে, (ঘ) শ্রাবণ মাসকে।

৩। জ্যৈষ্ঠ মাসে ফুল্লরা উপবাস যাপন করে -

(ক) বেঙচের ফল খেয়ে, (খ) আমানি খেয়ে, (গ) মাংস খেয়ে, (ঘ) খুদ-কুড়া খেয়ে।

৪। পৃথিবী জলময় হয়ে পড়ে -

(ক) জ্যৈষ্ঠ মাসে, (খ) আষাঢ় মাসে, (গ) ভাদ্র মাসে, (ঘ) চৈত্র মাসে।

৫। "সিতাসিত দুই পক্ষ একই না জানি" - 'সিতাসিত' হল -

(ক) ঠান্ডা ও গরম, (খ) ঝড়-বৃষ্টি, (গ) শুক্ল-কৃষ্ণ, (ঘ) রাত-দিন।

৬। শ্রাবণ মাসে ফুল্লরার আচ্ছাদনহীন শরীরে পড়ে -

(ক) মাংস জল, (খ) বৃষ্টির জল, (গ) কুয়াশার জল, (ঘ) ঘাম।

৭। নদনদী জলে একাকার হয়ে যায় -

(ক) আষাঢ় মাসে, (খ) শ্রাবণ মাসে, (গ) ভাদ্র মাসে, (ঘ) আশ্বিন মাসে।

৮। "কিরাত পাড়াতে বসি না মেলে উধার।" - কিরাত শব্দের অর্থ -

(ক) কর্মকার, (খ) তাঁতি, (গ) ব্যাধ, (ঘ) মিস্ত্রি।

৯। অম্বিকা পূজা যে মাসে হয় -

(ক) আশ্বিন, (খ) অগ্রহায়ণ, (গ) মাঘ, (ঘ) চৈত্র।

১০। শীত নিবারণের জন্য অভাগী ফুল্লরা পরে -

(ক) কাপড়, (খ) চাদর, (গ) কাঁথা, (ঘ) হরিণের ছড়।

১১। "মাস মধ্যে মাইশর আপনি ভগবান।" - "মাইশর' হল -

(ক) জ্যৈষ্ঠ মাস, (খ) অগ্রহায়ণ মাস, (গ) শ্রাবণ মাস, (ঘ) কার্তিক মাস।

১২। "পুরাণ খোসলা গায় দিতে করে পানি।" - 'খোসলা' হল -

(ক) কাঁথা, (খ) ছিন্নবস্ত্র, (গ) গাছের ছাল, (ঘ) হরিণের ছড়।

১৩। "তৈল তুলা তনূনপাৎ তাম্বুল তপন।" - 'তনূনপাৎ' শব্দের অর্থ -

(ক) পান, (খ) আগুন, (গ) শরীর, (ঘ) সূর্য।

১৪। মাঘ মাসে সর্বদাই পরিলক্ষিত হয় -

(ক) বৃষ্টি, (খ) কুয়াশা, (গ) রৌদ্র, (ঘ) মেঘ।

১৫। কাননে শাক তুলতে নেই যে মাসে -

(ক) শ্রাবণ, (খ) আশ্বিন, (গ) কার্তিক, (ঘ) মাঘ।

১৬। "শুন মোর বাণী রামা শুন মোর বানী" - 'রামা' বলে সম্বোধন করা হয়েছে -

(ক) ফুল্লরাকে, (খ) ছদ্মবেশিনী দেবী চন্ডীকে,

(গ) প্রতিবেশিনীকে, (ঘ) ফুল্লরার সতীনকে।

১৭। রমনীগণের যা পোড়ে —

(ক) মনের আগুনে, (খ) রৌদ্রে, (গ) আগুনে, (ঘ) বসন্ত-বাতাসে।

১৮। "মধুমাসে মলয়-মারুত বহে মন্দ।" - মধুমাস হল -

(ক) বৈশাখ মাস, (খ) ভাদ্র মাস, (গ) ফাল্গুন মাস, (ঘ) চৈত্র মাস।

১৯। "বনিতা-পুরুষ যত পীড়য়ে _____।" শূন্যস্থান পূরণ করো।

(ক) আগুনে, (খ) মদনে, (গ) অহংকার, (ঘ) ঈর্ষায়।

২০। "আমানি খাবার গর্ত দেখ বিদ্যমান।।" - 'আমনি' হল -

(ক) ভাত, (খ) জল, (গ) পান্তাভাতের জল। (ঘ) ফেন।

II. পূর্ণাঙ্গ বাক্যে উত্তর লেখো ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান : ১

১) 'ফুল্লরার বারমাস্যা' কবিতাটির উৎস গ্রন্থের নাম কী?

উঃ- **'চন্ডীমঙ্গল কাব্যের আখেটিক খন্ড' থেকে গৃহীত।**

২) "বেঙচের ফল খায়্যা করি উপবাস।।" - 'বেঙচের ফল' কী?

উঃ- **বঁইচিফলকে বোঝানো হয়েছে।**

নীচের প্রশ্নগুলি পূর্ণাঙ্গ বাক্যে উত্তর লেখো ঃ

১। 'ফুল্লরার বারমাস্যা' কবিতাটি চন্ডীমঙ্গলকাব্যে কী নামে উল্লেখিত আছে?

উত্তর ঃ .....

২। বৈশাখ মাস ফুল্লরার কাছে বড়ো বিষাক্ত কেন ?

উত্তর ঃ .....

৩। "খরতর পোড়ে অঙ্গ রবির কিরণ।।" - এটি কোন্ মাসের কথা বলা হয়েছে?

উত্তর ঃ .....

৪। আষাঢ় মাসে গৃহস্থের কী অবস্থা হয় ?

উত্তর ঃ .....

৫। "মাংসের পসরা লয়্যা বুলি ঘরে ঘরে।" - কে মাংসের পসরা নিয়ে ঘরে ঘরে যায়?

উত্তর ঃ .....

৬। "কি কহিব দুঃখ মোর কহনে না যায়।" - কার দুঃখের কথা বলা হয়েছে?

উত্তর ঃ .....

৭। কোন্ মাসে দিন রাত বর্ষণ হয়?

উত্তর ঃ .....

৮। "কত মাছি খায় অঙ্গে করমের ফল।।" - কার কর্মের ফল?

উত্তর ঃ .....

৯। "কত শত খায় জোঁক" _____ কিন্তু কে দংশন করে না?

উত্তর ঃ .....

১০। "_____ মাসে বড় দুরন্ত বাদল।" - কোন্ মাসে?

উত্তর ঃ .....

১১। লঘুবৃষ্টি কুড়াতে সর্বদা কী বয়?

উত্তর ঃ .....

১২। অম্বিকা পূজা কী?

উত্তর ঃ .....

১৩। অম্বিকা পূজায় কী কী বলি দেওয়া হয়?

উত্তর ঃ .....

১৪। অম্বিকা পূজার সময় সবার ঘরে ঘরে কী থাকে?

উত্তর ঃ .....

১৫। হিমের জন্ম কোন্ মাসে?

উত্তর ঃ .....

১৬। "হাটে মাঠে গৃহে গোঠে সবাকার ধান।।" - কোন্ মাসে?

উত্তর ঃ .....

১৭। কোন্ মাসে সকলে সুখী?

উত্তর ঃ .....

১৮। "তুলি পাড়ি পাছুড়ি শীতের নিবারণ।।" - 'পাছুড়ি" শব্দের অর্থ কী?

উত্তর ঃ .....

১৯। কীসের ভয়ে ফুল্লরা শয়নকালে নয়ন মেলতে পারে না?

উত্তর ঃ .....

২০। "জানু ভানু কৃশানু শীতের পরিত্রান।।" - 'জানু ভানু কৃশানু' কী?

উত্তর ঃ .....

২১। "আন্ধারে লুকায় মৃগ না পায় আক্ষটি।" - 'আক্ষটি' শব্দের অর্থ কী?

উত্তর ঃ .....

২২। "সহজে শীতল ঋতু _____ যে মাসে।" - 'কোন্ মাসে?

উত্তর ঃ .....

২৩। মালতীর মধুকর কী পান করে?

উত্তর ঃ .....

২৪। কীসের দহনে ফুল্লরার অঙ্গ পোড়ে?

উত্তর ঃ .....

২৫। একত্র শয়ন করেও ফুল্লরার অঙ্গ পোড়ে?

উত্তর ঃ .....

২৬। "অনল সমান পোড়ে _____।" - কী?

উত্তর ঃ .....

২৭। "চালুসেরে বান্ধা দিনু _____।" - কী বান্ধক ছিল?

উত্তর ঃ .....

২৮। ফুল্লরার অভিলাষ কে বুঝেছিল?

উত্তর ঃ .....

২৯। "আজি হইতে মোর ধনে আছে তোর অংশ।" - কে কাকে একথা বলেছে?

উত্তর ঃ .....

৩০। কোন্ মাসে ফুল্লরা খুদ-কুড়া খেয়ে জীবন ধারণ করে?

উত্তর ঃ .....

৩১। শীতের সময় ফুল্লরা কী গায়ে দেয়?

উত্তর ঃ .....

III. সংক্ষেপে উত্তর লেখো ঃ

প্রতিটি প্রশ্নের মান : ৩ (৮০ শব্দের মধ্যে)

১। "পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাস পাপিষ্ট জ্যৈষ্ঠ মাস।"

- প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করো।

উঃ- 'চন্ডীমঙ্গল কাব্যে'র আখেটিক খন্ডের নায়িকা ফুল্লরা তার **বারোমাসের** দুঃখের বর্ণনা প্রসঙ্গে আলোচ্য

উক্তিটি করেছে। বৈশাখ থেকে চৈত্র এই প্রত্যেকটি মাসে তাকে কতটা প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে বাঁচতে হয় সে কথাই সে সবিস্তারে জানিয়েছে। এই প্রসঙ্গে জ্যৈষ্ট মাসের বর্ণনায় ফুল্লরার ভাষায় - "পাপিষ্ট জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রচন্ড তপন।" অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ মাসে রয়েছে প্রচন্ড গরমের দাপট। উপরন্তু লোভী চিল এসে ছোঁ মেরে মাংস নিয়ে যাওয়ার ভয়ে পিপাসার্ত অবস্থাতেই কাটাতে হয় তাকে। মাংস কেনার লোকও নেই হাটে। তাই তাদের সংসার চলে বেঙচের ফল খেয়ে।

নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষেপে উত্তর লেখো ঃ **মান — ৩**

১। "খরতর পোড়ে অঙ্গ রবির কিরণ।।"

- মাসটির বর্ণনা দাও।

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

২। "কিছু খুদ-কুড়া মিলে উদর না পুরে।।"

- প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করো।

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

৩। "কত মাছি খায় অঙ্গে করমের ফল।।"

- উদ্ধৃতিটিতে বক্তার মানসিকতার স্বরূপ তুলে ধরো।

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

৪। "লঘুবৃষ্টি কুড়াতে কুড়াতে সদাই বহে বান।।"

- তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো।

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

৫। "কেহ না আদরে মাংস কেহ না আদরে।" -

- মাংস না কেনার কারন কী?

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

৬। "মাস মধ্যে মাইশর আপনি ভগবান।"

- বক্তা কেন 'মাইশর' কে শ্রেষ্ঠ বলেছে?

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

৭। 'বৃথা বনিতা-জনম বৃথা বনিতা-জনম।"

- নারীজন্মকে বৃথা বলার কারণ কী?

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

৮। "আন্ধারে লুকায় মৃগ না পায় আক্ষটি।"

- প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করো।

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

৯। "মধুমাসে মলয়-মারুত বহে মন্দ।"

- এই মাস ফুল্লরার জীবনে কী বার্তা বয়ে আনে?

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

১০। "আমানি খাবার গর্ত দেখ বিদ্যমান।।"

- উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

IV. রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ **প্রতিটি প্রশ্নের মান : ৬ (১৫০ শব্দের মধ্যে)**

১। বারোমাসের দুঃখের বর্ণনা কে কাকে শুনিয়েছে? বর্ণনাটি সংক্ষেপে বিবৃত করো।

উঃ- ফুল্লরার জীবন ভীষণ দুঃখের। সে একথা কাউকে বলে সহানুভূতি কুড়োতে চায়নি এতদিন। কিন্তু আজ বিশেষ প্রসঙ্গে **সে** তার **বারোমাসের** দুঃখের বর্ণনা অসঙ্কোচে জানায় ছদ্মবেশিনী দেবী চন্ডীকে।

ফুল্লরা ষোড়শীকে তার **বারোমাসের** দুঃখ জানাতে গিয়ে বলেছে বৈশাখ মাসে **কেউ মাংস খায় না, তাই তার অভাব, জ্যৈষ্ঠ** মাসে প্রচন্ড গরম, আষাঢ়ে নতুন মেঘের জল, শ্রাবণে মুষল ধারে বয়, আর ভাদ্র মাসের মেঘ বড় দুরন্ত। আশ্বিনে অম্বিকা পূজায় বলি দেওয়ার ফলে কেউ মাংস কেনে না, তাই উপবাস করে থাকতে হয়। কার্তিক অগ্রহায়ণ মাসের শীতে গায়ে দেবার মত কোনো কাপড় থাকে না। পৌষ মাসে আগুনে শীত নিবারণ করে। মাঘ মাসে সর্বদা কুয়াশার জন্য হরিণ লুকিয়ে পড়ে। ফাল্গুন চৈত্র মাসে অন্যান্য নারী পুরুষ যখন 'পীড়য়ে মদনে' তখন ফুল্লরার অঙ্গ

পোড়ে পেটের খিদেয়। আগুন সমান চৈত্র মাসের খড়া। তাকে একসের চাল আনার জন্য শেষ সম্বল মাটির পাথর বন্ধক দিতে হয়। এ সবই তার কর্মফল। ফুল্লরা তার দুঃখ অবধানের কথা বলেছে। আরও বলেছে সব বাঁধা দেবার ফলে আমানি খায় গর্ত করে। এইভাবে **বারোমাসের** দুঃখের বর্ণনার মধ্য দিয়ে দারিদ্র্যের যে জলন্ত ছবি কবি এঁকেছেন মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে তা তুলনা রহিত।

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লেখো ঃ

১। "ফুল্লরার বারমাস্যা' কবিতাটি অবলম্বনে মধ্যযুগের সমাজ জীবনের পরিচয় দাও। ৬

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

২। 'ফুল্লরার বারমাস্যা' কবিতায় ফুল্লরার যে চারিত্রিক **বৈশিষ্ট্য** ফুটে উঠেছে তা নিজের ভাষায় **বিশ্লেষণ** করো। ৬

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৩। 'ফুল্লরার বারমাস্যা' কবিতায় বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসের যে বর্ণনা রয়েছে তা নিজের ভাষায় তুলে ধরো। ৩+৩=৬

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৪। 'উদর ভরিয়া অন্ন দৈবে ছিল যদি।

যম সম শীত তথি নিরমিল বিধি।।"

- উদ্ধৃতিটির উৎস নির্ণয় করো। এখানে কোন্ মাসের কথা বলা হয়েছে? 'যম সম শীত' ফুল্লরার জীবনে কী প্রভাব ফেলেছিল? ১+১+৪=৬

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৫। "বনিতা পুরুষ যত পীড়য়ে মদনে।

ফুল্লরার অঙ্গ পুড়ে উদর দহনে।।" ১+২+৩=৬

- উদ্ধৃতাংশটি কোন্ কবিতার অংশ? কে কাকে একথা বলেছে? সপ্রসঙ্গ উদ্ধৃতাংশটির অর্থ বুঝিয়ে দাও।

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৬। "দুঃখ কর অবধান দুঃখ কর অবধান।

আমানি খাবার গর্ত দেখ বিদ্যমান।।"

- উদ্ধৃতাংশটির উৎস নির্দেশ করো। বক্তা কাকে একথা বলেছে? তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। ১+২+৩=৬

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

বঙ্গভাষা

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

(১৮২৪-১৮৭৩)

কবি পরিচিতি ঃ

মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা কাব্য জগতে সনেট ও অমিত্রাক্ষর ছন্দের সূচনা করেন। ১৮২৪ সালে ২৫ জানুয়ারী যশোর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামে এক জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা রাজনারায়ণ দত্ত ছিলেন কোলকাতার একজন প্রতিষ্ঠিত উকিল এবং মাতা জাহ্নবী দেবী। হিন্দু কলেজে অধ্যয়নকালেই মধুসূদনের প্রতিভার বিকাশ ঘটে। মধুসূদন যৌবনে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে মাইকেল মধুসূদন নাম গ্রহণ করেন এবং পাশ্চাত্য সাহিত্যের দুর্নিবার আকর্ষণবশত ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করেন। জীবনের দ্বিতীয় পর্বে মধুসূদন আকৃষ্ট হয়েছিলেন নিজের মাতৃভাষা বাংলার প্রতি। এই সময়ে তিনি বাংলা ভাষায় নাটক, প্রহসন ও কাব্যরচনা করে বাংলা সাহিত্যে নব যুগের উন্মেষ ঘটান। তাঁর রচিত সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য 'মেঘনাদবধ কাব্য'। এছাড়া তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য', বীরাঙ্গনা', 'ব্রজাঙ্গনা', 'চতুর্দশপদী' কবিতাবলী ইত্যাদি। 'শর্মিষ্ঠা', 'কৃষ্ণকুমারী', 'পদ্মাবতী', 'একেই কি বলে সভ্যতা' তাঁর উল্লেখযোগ্য নাট্যসাহিত্য, মাইকেলের ব্যক্তিগত জীবন ছিল নাটকীয় এবং বেদনাঘন। মাত্র ৪৯ বছর বয়সে এই মহাকবির মৃত্যু হয়।

কবিতার ভাববস্তু

বাংলা সাহিত্যের প্রথম সনেট রূপে মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'বঙ্গভাষা' একটি বিশিষ্ট কবিতা। কবিতাটি 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' গ্রন্থ থেকে সংকলিত। অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত এই কবিতায় কবির সুগভীর হৃদয়াবেগ তাঁর নিজের জীবনের দুঃখ দুর্দশার বর্ণনার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত। স্বদেশ ও মাতৃভাষার প্রতি কবির গভীর অনুরাগ ও শ্রদ্ধাবোধ ফুটে উঠেছে কবিতার প্রতি ছত্রে। একই সঙ্গে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিপুল ঐশ্বর্য ও সম্ভাবনার কথা ব্যক্ত হয়েছে কবির সুনিপুন বর্ননায়।

I. সঠিক উত্তর বাছাই করো ঃ

প্রতিটি প্রশ্নের মান : ১

১। 'বঙ্গভাষা' কবিতাটি -

(ক) চতুর্দশপদী কবিতা, (খ) ত্রিপদী কবিতা, (গ) চৌপদী কবিতা, (ঘ) কোনোটিই নয়।

উঃ- (ক) চতুর্দশপদী কবিতা।

২। 'বঙ্গভাষা' কবিতায় কবির উপলব্ধি -

(ক) বিদেশে গিয়ে ভুল করেছেন।

(খ) বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রচনা সম্ভব নয়।

(গ) পদ্মবন ভুলে গিয়ে শ্যাওলা নিয়ে খেলা করেছেন।

(ঘ) বাংলা শ্যাওলা আর বিদেশি ভাষা পদ্ম।

উঃ- (গ) পদ্মবন ভুলে গিয়ে শ্যাওলা নিয়ে খেলা করেছেন।

নীচের প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর বাছাই করো ঃ (✔)

১। 'বঙ্গভাষা' কবিতায় প্রতি চরণে মাত্রা সংখ্যা -

(ক) ১০টি, (খ) ১২টি, (গ) ১৪টি, (ঘ) ১৬টি।

২। "হে বঙ্গ! _____ তব বিবিধ রতন" - কোথায়?

(ক) গর্ভে, (খ) খনিতে, (গ) জলে, (ঘ) ভান্ডারে।

৩। "পর-ধন লোভে মত্ত" - 'পর-ধন' বলতে কবি বুঝিয়েছেন?

(ক) পাশ্চাত্য সাহিত্য, (খ) বাংলা ভাষা, (গ) সোনা-রূপা, (ঘ) মণি-মুক্তা।

৪। "পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি" - - পরদেশ মানে _____

(ক) বিদেশ, (খ) স্বদেশ, (গ) (ঘ) প্রতিবেশী দেশ।

৫। কবি কায়, মন সঁপেছেন _____

(ক) সাধনায়, (খ) আহারে, (গ) নিদ্রায়, (ঘ) অনিদ্রায়, নিরাহারে।

৬। "কেলিনু শৈবালে;" _____ 'কেলিনু' শব্দের অর্থ -

(ক) নৃত্য করলাম, (খ) খেলা করলাম, (গ) জড়ো করলাম, (ঘ) তুলে নিলাম।

৭। কবিকে ঘরে ফিরে যেতে বলেছেন -

(ক) কাব্যলক্ষ্মী, (খ) দেবী সরস্বতী, (গ) কুললক্ষ্মী, (ঘ) দেবী তারা।

৮। মাতৃভাষা রূপ খনি পরিপূর্ণ -

(ক) স্বর্ণে, (খ) মনিজালে, (গ) মুক্তায়, (ঘ) হীরায়।

II. পূর্ণাঙ্গ বাক্যে উত্তর লেখো ঃ প্রতিটি প্রশ্নের মান : ১

১। 'বঙ্গভাষা' কবিতাটি কোন্ ছন্দে রচিত?

উঃ- অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত।

২। বাংলা ভাষাকে কবি কীসের সঙ্গে তুলনা করেছেন?

উঃ- কমল-কানন এর সঙ্গে তুলনা করেছেন।

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লেখো ঃ

১। 'বঙ্গভাষা' সনেট প্রথমে কী নামে লেখা হয়?

উত্তর ঃ .....

২। 'বঙ্গভাষা' কবিতার কোন্ চরণগুলো সেক্সপীয়রীয় রীতিতে লেখা?

উত্তর ঃ .....

৩। 'হে বঙ্গ! ভান্ডরে তব বিবিধ রতন," - 'বঙ্গ ভান্ডার' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

উত্তর ঃ .....

৪। কবি নিজেকে কী বলে ধিক্কার দিয়েছেন?

উত্তর ঃ .....

৫। "মজিনু বিফল তপে **অবরেণ্যে** বরি," - **'অবরেণ্যে'** বলতে কবি কী **বুঝিয়েছেন**?

উত্তর ঃ .....

৬। "কেলুনি শৈবালে; ভুলি কমল-কানন!"- শৈবাল শব্দটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

উত্তর ঃ .....

৭। "ভুলি কমল-কানন!" - এখানে 'কমল-কানন! 'শব্দের ব্যঞ্জনার্থ কী?

উত্তর ঃ .....

৮। 'বঙ্গভাষা' কবিতায় 'কুললক্ষ্মী' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?

উত্তর ঃ .....

৯। "পালিলাম আজ্ঞা সুখে; পাইলাম কালে" - কে পেয়েছেন?

উত্তর ঃ .....

১০। "**পাইলাম** কালে' - কী পেয়েছিন।?

উত্তর ঃ .....

১১। মনিজাল শব্দের অর্থ কী?

উত্তর ঃ .....

১২। "যা ফিরি, অজ্ঞান - তুই, যা রে ফিরি ঘরে!" - কে কাকে একথা বলেছেন?

উত্তর ঃ .....

III. সংক্ষেপে উত্তর লেখো ঃ **প্রতিটি প্রশ্নের মান : ৩ (৮০ শব্দের মধ্যে)**

১.। "কেলুনি শৈবাল; ভুলি কমল-কানন!"

- 'শৈবাল' ও 'কমল-কানন' এর তাৎপর্য কী?

উঃ- 'বঙ্গভাষা' কবিতা থেকে গৃহীত উদ্ধৃতাংশটিতে কবি বাংলা ভাষাকে পদ্মের আর ইংরেজি ভাষাকে শ্যাওলার সঙ্গে তুলনা করেছেন। কবির বক্তব্য অনুযায়ী, স্বদেশ ও মাতৃভাষাকে অবহেলা করে তিনি বিদেশী সাহিত্যে খ্যাতি অর্জনের চেষ্টা করেছেন এবং এতে তিনি বিফল হয়েছেন। ক্রমে তিনি বুঝতে পেরেছেন যে মাতৃভাষাকে বাদ দিয়ে বিদেশী ভাষা চর্চার মাধ্যমে পূর্ণ সফলতা সম্ভব নয়। এযেন পদ্মবনকে উপেক্ষা করে শ্যাওলা নিয়ে খেলা করা।

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লেখো ঃ **মান : ৩**

১। "হে বঙ্গ! ভান্ডারে তব বিবিধ রতন,"

- 'ভান্ডারে' ও 'বিবিধ রতন' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

২। "ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি'- ভিক্ষাবৃত্তি আচরণের কারণ কী?

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

৩। মজিনু বিফল তপে **অবরেণ্যে** বরি, বলতে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

৪। "স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী, কয়ে দিলা পরে" - কুললক্ষ্মী কী বলে দিলেন?

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

৫। "এ ভিখারি-দশা **তবে** কেন তোর আজি?" - 'ভিখারি-দশা'র কারণ কী?

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

IV. রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ **প্রতিটি প্রশ্নের মান : ৬ (১৫০ শব্দের মধ্যে)**

১। 'বঙ্গভাষা' কবিতায় কবির মাতৃভাষার প্রতি যে গভীর অনুরাগ ব্যক্ত হয়েছে তা লেখো।

উঃ- 'বঙ্গভাষা' কবিতাটি কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের মাতৃভাষা বাংলার প্রতি অপরিমেয় ভালোবাসার প্রকাশ করেছেন। কবিতাটিতে বাংলা ভাষার মাধুর্য ও এর প্রতি কবির গভীর অনুরাগ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু একসময় এই মাতৃভাষাকে উপেক্ষা করে ইরেজি ভাষায় কাব্য রচনার যে প্রয়াস সে সময়ে তিনি করেছিলেন তা যে ব্যর্থ ছিল তা তিনি শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারেন। তাই বিদেশি সাহিত্যকে পরধন বিবেচনা করে তিনি ভিক্ষাবৃত্তির সমতুল্য মনে করেছেন। নিজের **ভাষাকে** উপেক্ষা করে অন্য ভাষার সম্পদের দারস্থ হওয়ার জন্য কবির অনুশোচনা ও আত্মসমালোচনার বোধ কবিতায় প্রকাশিত। মাতৃভাষা ও সাহিত্যের ভান্ডার যে খনির মতো **অনন্ত** রত্নসম্পদের আকর। খনি থেকে যেমন বহু বিচিত্র রত্ন লাভ করা যায় তেমনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিপুল ঐশ্বর্য ও সম্ভাবনায় ভরপুর। আর এই মাতৃভাষায় সাহিত্য রচনার পরিতৃপ্তির কথাই কবি কবিতায় বলেছেন। মাতৃভাষা সাহিত্য চর্চার **মূলে** কবি যে গভীর **প্রেরণা** অনুভব করেছিলেন তাকে তিনি বাংলা ভাষার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর স্বপ্নাদেশ বলে কল্পনা করেছেন।

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লেখো ঃ

১। 'বঙ্গভাষা' কবিতার ভাববস্তু নিজের ভাষায় লেখো। ৬

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

২। "তা সবে, অবোধ আসি! অবহেলা করি,"

- 'তা সবে' বলেতে কবি কী বুঝিয়েছেন? তিনি নিজেকে অবোধ বলেছেন কেন? অবহেলা করে কবি কী করেছেন? ১+২+৩=৬

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৩। "পালিলাম আজ্ঞা সুখে; পাইলাম কালে"

- কে কী আজ্ঞা পালন করলেন? কী পাওয়ার কথা বলা হয়েছে? ২+৪=৬

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

প্রার্থনা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবি পরিচিতি : (১৮৬১-১৯৪১)

বাংলা সাহিত্যের প্রাণপুরুষ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙালির চিরন্তন গর্ব। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে ৭ই মে (১২৬৮ বঙ্গাব্দ, ২৫শে বৈশাখ) উত্তর কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে। পিতামহ ছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মাতা সারদা দেবী। স্কুল কলেজের প্রথাগত শিক্ষালাভ না করলেও ঠাকুরবাড়ির ঐতিহ্যময় পরিবেশে গৃহশিক্ষকের কাছে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাশিক্ষার পাশাপাশি সংগীত এবং অঙ্কনে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। শৈশবকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথ কবিতা রচনা শুরু করেন। ছাপার অক্ষরে তাঁর প্রথম কবিতা 'হিন্দুমেলার উপহার'। বাংলা সাহিত্যের সব শাখাতেই তাঁর দান বিস্ময়কর ও অপরিমেয়। কবিতা ছাড়াও ছোট গল্প, উপন্যাস, পত্র সাহিত্য, নাটক, প্রবন্ধ, সংগীত প্রভৃতি নানা বিষয়ে সাহিত্য রাশি রচনা করে বাংলা সাহিত্যকে বিশ্বের অন্যতম সাহিত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলি হল- 'প্রভাত সংগীত', 'সন্ধ্যাসংগীত' 'কড়ি ও কোমল', 'মানসী', 'সোনারতরী', 'চিত্রা', 'চৈতালী', 'গীতাঞ্জলি', 'গীতালি', 'গীতিমাল্য', 'বলাকা', 'মহুয়া', 'খেয়া', 'পূরবী', 'প্রান্তিক', 'নৈবেদ্য', 'আরোগ্য', প্রভৃতি। ১৯১৩ সালে 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের ইংরেজী অনুবাদ '**Song offerings**' এর জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ১৯০১ সালে শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা করেন যা বিশ্বভারতীরূপে তাঁর গঠনমূলক কর্মপ্রতিভার অবিস্মরণীয় কীর্তি। ভারত ও বাংলাদেশ দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের 'জাতীয় সংগীত' এর রচয়িতা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাই কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যথার্থ বলেছেন, "কবিগুরু তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই" এই প্রকৃতি প্রেমী কবির প্রয়ান ঘটে ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে ৮ই অগাস্ট (১৩৪৮ বঙ্গাব্দ ২২শে শ্রাবন)।

উৎসগ্রন্থ - কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত 'প্রার্থনা' কবিতাটি 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।

কবিতার ভাববস্তু

কবি মানবজীবনকে ভালোবাসেন। তাই তিনি তার বিকাশের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা চান। আচার-সংস্কার প্রথা রীতি যেখানে জীবনের স্বাভাবিক গতিকে রুদ্ধ করে সেখানে কবি তাকে নির্মম আঘাত করেন। 'প্রার্থনা' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ যে, প্রার্থনা করেছেন তা সর্বসংস্কারযুক্ত বলিষ্ট হৃদয়ের প্রার্থনা। যে ভারতবর্ষের কল্পনা তিনি করেছেন সেখানে থাকবে নির্ভীক চিত্ত, উচ্চ শির, উন্মুক্ত জ্ঞানচর্চা, হৃদয়ে সত্য ভাষণ, উপেক্ষিত কুসংস্কারহীন সমাজ ও দীপ্ত, পৌরুষ। তাই কবি ঈশ্বর তথা সর্বশক্তিমানের কাছে প্রার্থনা করেছেন যেন তিনি তাঁর নিজ হাতে ভারতবর্ষকে সেইরকম একটি মুক্ত দেশে পরিণত করেন। যে ভারতবর্ষ থেকে মুক্ত হবে। ভেদাভেদ, উচ্চ-নীচ, মিথ্যা, অত্যাচার, কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাস। আর তখনই ভারত হয়ে উঠবে স্বর্গরাজ্য।

I. সঠিক উত্তর বাছাই করো ঃ **প্রতিটি প্রশ্নের মান : ১**

১। কবির স্বপ্নময় ভারতবর্ষ জ্ঞান হবে -

(ক) মুক্ত, (খ) ভয়শূন্য, (গ) খন্ড, (ঘ) তুচ্ছ।

উঃ- (ক) মুক্ত।

২। "আপন প্রাঙ্গনতলে _____।" শূন্যস্থান পূরণ করো।

(ক) বসুধা, (খ) রাত্রিদিন, (গ) দিবসশর্বরী, (ঘ) দিনশর্বরী।

উঃ- (গ) দিবসশর্বরী।

নীচের প্রশ্নগুলির সটিক উত্তর বাছাই করো ঃ (✔)

১। কবির ধ্যানের ভারতবর্ষে চিত্ত হবে -

(ক) খন্ড, (খ) ভয়শূন্য, (গ) **মুক্ত,** (ঘ) প্রসারিত।

২। "উচ্চ যেথা _____।" শূন্যস্থান পূরণ করো।

(ক) শির, (খ) হাত, (গ) প্রাসাদ, (ঘ) মন।

৩। বসুধাকে খন্ড ক্ষুদ্র করে রাখে নি -

(ক) গৃহের প্রাচীর, (খ) দেওয়াল, (গ) প্রাচীর, (ঘ) সীমানা।

৪। গৃহের প্রাচীরের অন্তর্গত -

(ক) কুটির, (খ) প্রাঙ্গনতল, (গ) উঠোন, (ঘ) বারান্দা।

৫। বাক্য **উচ্ছ্বসিত** হয়ে উঠে -

(ক) অন্তঃস্থল, (খ) হৃদয় থেকে, (গ) হৃদয়ের উৎসমুখ থেকে, (ঘ) মন থেকে।

৬। কর্মধারা ধায় -

(ক) দিশে দিশে, (খ) দেশে দেশে দিশে দিশে, (গ) দেশে, (ঘ) দেশে দেশে।

৭। 'তুচ্ছ আচার'কে তুলনা করা হয়েছে -

(ক) মরুবালুরাশির সঙ্গে, (খ) মরুভূমির সঙ্গে, (গ) বালির সঙ্গে, (ঘ) মরুদেশের সঙ্গে।

৮। বিচারের স্রোতঃপথ গ্রাস করেনি -

(ক) তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি, (খ) তুচ্ছ আচার, (গ) কুসংস্কার, (ঘ) নিয়ম নীতি।

৯। 'তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি' শতধা করেনি -

(ক) পুরুষত্বকে, (খ) বীর্যকে, (গ) পৌরুষেরে , (ঘ) পুরুষকে।

১০। 'বিচারের _____ ফেলে নাই গ্রাসি।" শূন্যস্থান পূরণ করো।

(ক) মরুপথ, (খ) স্রোতঃপথ, (গ) জলপথ, (ঘ) **স্থলপথ**।

১১। "নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি," - যাকে সম্বোধন করে একথা বলা হয়েছে -

(ক) পিতা, (খ) মাতঃ, (গ) পিতঃ, (ঘ) ভ্রাতা।

II. পূর্ণাঙ্গ বাক্যে উত্তর দাও ঃ **প্রতিটি প্রশ্নের মান : ১**

১। 'দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা' কীভাবে ধায়?

উঃ- নির্বারিত স্রোতে।

২। "ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।।" - কোন্ স্বর্গের কথা কবি বলেছেন।?

উঃ- যে স্বর্গে থাকবে নির্ভীক চিত্ত, উন্নত শির, মুক্ত জ্ঞানচর্চা, অকপট হৃদয়ের সত্য ভাষণ, উপেক্ষিত কুসংস্কার ও দীপ্ত পৌরুষ।

পূর্ণাঙ্গ বাক্যে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লেখো ঃ **মান — ১**

১। 'প্রার্থনা' 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের কত সংখ্যক কবিতা?

উত্তর ঃ .....

২। 'প্রার্থনা' কী জাতীয় কবিতা?

উত্তর ঃ .....

৩। কবি তাঁর ধ্যানের ভারতবর্ষে প্রথমেই কী দেখতে চান?

উত্তর ঃ .....

৪। গৃহের প্রাচীর কোথায় বসুধাকে খন্ড ক্ষুদ্র করে রাখবে না?

উত্তর ঃ .....

৫। বাক্য কোথা থেকে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে?

উত্তর ঃ .....

৬। কী লক্ষ্যে দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধাবিত হয়?

উত্তর ঃ .....

৭। মরুবালুরাশি কীসের সঙ্গে তুলনীয়?

উত্তর ঃ .....

৮। বিচারের স্রোতঃপথকে কে গ্রাস করে ফেলেনি?

উত্তর ঃ .....

৯। 'তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি' পৌরুষকে কী করেনি?

উত্তর ঃ .....

১০। 'সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা' কে?

উত্তর ঃ .....

১১। কবি কাকে নিজ হাতে নির্দয় আঘাত করার কথা বলেছেন?

উত্তর ঃ .....

১২। "ভারতেরে সেই _____ করো জাগরিত।" - কোথায় জাগরিত করার কথা বলা হয়েছে?

উত্তর ঃ .....

III. সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ

প্রতিটি প্রশ্নের মান : ৩ (৮০ শব্দের মধ্যে)

১। "চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির," - উদ্ধৃতিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।

উঃ- আলোচ্য উদ্ধৃতাংশটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি নতুন এবং জাগ্রত ভারত সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় বহন করে। তাঁর সেই ধ্যানের ভারত কেমন হবে তারই বর্ণনা 'প্রার্থনা' কবিতায় দিয়েছেন। কবি যে স্বপ্নময় ভারতবর্ষকে দেখতে চান সেখানে ভারতবাসী হৃদয় হবে ভয়শূন্য অর্থাৎ এক নির্ভীক চিত্ত ভারতবাসীর কল্পনা তিনি করেছেন। এই ভারতবাসীরা ভয়ের কাছে মাথা নত করবে না, বরং তারা সর্বদা মাথা উঁচু করে সম্মানের সঙ্গে বাঁচতে শিখবে।

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লেখো ঃ

মান — ৩

১। "জ্ঞান যেথা মুক্ত," - কবি কোথায় মুক্ত জ্ঞানের কল্পনা করেছেন?

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

২। "তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি..."- উদ্ধৃতাংশটির মধ্য দিয়ে কবি কী বলতে চেয়েছেন?

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

৩। "বসুধারে রাখে নাই খন্ড ক্ষুদ্র করি" - উদ্ধৃতিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো।

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

৪। পৌরুষরে করেনি শতধা...."- কে, কার পৌরুষেরে শতধা করেনি?

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

৫। "ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।।" - ব্যাখ্যা করো ?

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

IV. সংক্ষেপে উত্তর : **প্রতিটি প্রশ্নের মান : ৬ (১৫০ শব্দের মধ্যে)**

১। 'প্রার্থনা' কবিতার ভাববস্তু নিজের ভাষায় লেখো।

উঃ- 'প্রার্থনা' কবিতায় কবি এক ধ্যানের ভারতবর্ষকে চিত্রায়িত করেছেন, সেখানে থাকবে নির্ভীক চিত্ত, উচ্চ শির, উন্মুক্ত জ্ঞানচর্চা। যেখানে মানুষ ভেদাভেদ ছাড়া বসবাস করবে একত্রে। সেখানে ধনী দরিদ্র বলে কোনো সীমারেখা থাকবে না। যেখানে মানুষ হৃদয়ের কথা বলবে নির্দ্বিধায়। অর্থাৎ যেখানে হৃদয় থেকে সত্য উচ্ছ্বসিত হবে। যেখানে মানুষের কর্মধারা অবাধ স্রোতের মত দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়বে। যেখানে তুচ্ছ আচার-আচরণ, অযৌক্তিক প্রথা ও রীতি-নীতি দিয়ে জ্ঞান ও বিচারকে আটকে দেওয়া অসম্ভব। অর্থাৎ যেখানে মুক্তি ও জ্ঞান কুসংস্কার অন্ধ বিশ্বাসের কাছে হেরে যাবে না। এই মর্মে কবি ঈশ্বর তথা সর্বশক্তিমানের কাছে প্রার্থনা করেছেন, তিনি যেন তাঁর নিজ হাতে নির্দয় আঘাত করে ভারতবাসীর চেতনা-চৈতন্যকে জাগরিত করেন। কবিতায় কবির এই প্রার্থনা এক সর্বসংস্কারমুক্ত বলিষ্ট হৃদয়ের প্রার্থনা। আচার-সংস্কার প্রথা-রীতি যেখানে জীবনের স্বাভাবিক মহিমাকে খর্ব করে সেখানে কবি তাকে নির্মম আঘাত করেন। কবিহৃদয়ের এই ভাবই প্রার্থনা কবিতায় পরিস্ফুট।

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লেখো ঃ **মান : ৬**

১। "যেথা গৃহের প্রাচীর/আপন প্রাঙ্গনতলে দিবসশর্বরী / বসুধারে রাখে নাই খন্ড ক্ষুদ্র করি," - ১+১+৪=৬

- উদ্ধৃতাংশটির উৎস নির্দেশ করো। যেথা বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? উদ্ধৃতাংশটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো।

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

২। "যেথা নির্বারিত স্রোতে / দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়...."

- 'নির্বারিত স্রোতে, বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? কর্মধারা কীভাবে ধাবিত হয়? ২+৪=৬

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৩। "নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত কবি, পিতঃ,

ভারতের সেই স্বর্গে করো জাগরিত।।"

- উদ্ধৃতাংশটি কোন্ কবিতার অন্তর্গত ? কবি কাকে 'পিতঃ' বলে সম্বোধন করেছেন? তিনি কাকে আঘাত করবেন? এখানে ভারতকে কোন্ স্বর্গে জাগাবার কথা কবি বলেছেন? ১+১+১+৩=৬

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

মধ্যাহ্ন

অনঙ্গমোহিনী দেবী

(১৮৬৪-১৯১৮)

কবি পরিচিতি ঃ

ত্রিপুরার একজন বিখ্যাত লেখিকা রাজকুমারী অনঙ্গ মোহিনী দেবী। ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ কন্যা ছিলেন রাজকুমারী অনঙ্গ মোহিনী দেবী। শৈশবকাল থেকেই তিনি কবিতা লিখতে শুরু করেন এবং পিতা মহারাজার উৎসাহে তাঁর কবিত্ব শক্তির বিকাশ ঘটে। অনঙ্গ মোহিনী দেবীর কবিতার ভাষারীতি সহজ, সরল এবং আন্তরিক। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবি অনঙ্গ মোহিনী দেবীর কাব্য প্রতিভার প্রশংসা করেছেন। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থগুলি 'কণিকা', 'শোকগাথা', 'প্রীতি' প্রভৃতি।

উৎসগ্রন্থ ঃ কবি অনঙ্গ মোহিনী দেবীর রচিত 'কণিকা' কাব্যগ্রন্থ থেকে 'মধ্যাহ্ন' কবিতাটি গৃহীত হয়েছে।

কবিতার ভাববস্তু

আমাদের সুখ দুঃখের জগৎ ছেড়ে প্রকৃতি কেন্দ্রিক একটি ঝোঁক রোমান্টিক কবিদের মধ্যে দেখা যায়। কবি অনঙ্গমোহিনীর মধ্যেও আমরা তাই দেখি। 'কণিকা'য় যে বারোটি কবিতা রয়েছে তার মধ্যে 'মধ্যাহ্ন' কবিতাটি প্রকৃতিকে কেন্দ্র করেই রচিত। কবিতাটিতে প্রকৃতিকে নিবিড়ভাবে **পর্যবেক্ষণের** প্রয়াস বিশেষভাবে পরিলক্ষিত। কবির **প্রকৃতির প্রতি** ভাবাবেগ এখানে বেশ সক্রিয়। কবিতায় সুন্দর চিত্রকল্পের ব্যবহারও বিশেষ লক্ষণীয়। কবি কবিতায় মধ্যাহ্নের ক্লান্ত **প্রকৃতির** অবস্থার যে ছবি এঁকেছেন, তাতে ভাষার কোনো কারুকার্য নেই, নেই কোনো উপমা অলংকারের প্রাচুর্য শুধু আন্তরিকতার গুণে চিত্রটি হয়ে উঠেছে সজীব ও প্রাণবন্ত।

I. সঠিক উত্তর বাছাই করো : *প্রতিটি প্রশ্নের মান : ১*

১। "প্রখর রবির তাপ বেলা _____।" শূন্যস্থান পূরণ করো।

(ক) চারপ্রহর (খ) একপ্রহর, (গ) দ্বিপ্রহর, (ঘ) দ্বিপ্রহর।

উঃ- (ঘ) দ্বিপ্রহর।

২। পান্থ ঘুমিয়ে পড়েছে -

(ক) শস্যক্ষেত্রে, (খ) অশ্বত্থ তরুর মূলে, (গ) পথপ্রান্তে, (ঘ) গাছের ছায়ায়।

উঃ- অশ্বত্থ তরুর মূলে।

নীচের প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর বাছাই করো ঃ (✔)

১। উষ্ণ বায়ু বইছে -

(ক) সর সর, (খ) তর তর, (গ) শন্, শন্, (ঘ) ঝম্ ঝম্।

২। শুভ্র মেঘখন্ডগুলি ভেসে ভেসে যায় -

(ক) পাহাড়ের গায়, (খ) শরতের সুনীলিম আকাশের গায়।

(গ) বসন্তের সুনীলিম আকাশের গায়, (ঘ) নীলাকাশের গায়।

৩। ডেকে ডেকে উড়ে যায় -

(ক) শালিক, (খ) পায়রা, (গ) চিল, (ঘ) খঞ্জন।

৪। শস্যক্ষেত্র -

(ক) সবুজ, (খ) পীতবর্ণ, (গ) লাল, (ঘ) নীল।

৫। প্রভাকর বর্ষণ করছে -

(ক) তপ্তকর, (খ) আলো, (গ) রশ্মি, (ঘ) জ্যোতি।

৬। শরতের ভরা নদীর স্রোত -

(ক) বেগবান, (খ) ধীর, (গ) খরতর, (ঘ) প্রখর।

৭। কৃষকের ছোট ঘর শোভা পায় -

(ক) তীরে, (খ) পথের ধারে, (গ) মাঠে, (ঘ) কোনোটিই নয়।

৮। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ক্ষুদ্র অঙ্গিনায় নেচে বেড়ায় -

(ক) পায়রা, (খ) শালিক, (গ) খঞ্জন, (ঘ) দোয়েল।

৯। বকুলের ঘনপত্র ছায়ায় বসে শিস্ দেয় -

(ক) দোয়েল, (খ) কোকিল, (গ) ময়না, (ঘ) টিয়া।

১০। নদীর তীরে বসে আছে -

(ক) মানুষ, (খ) যাত্রী, (গ) বক, (ঘ) মাছরাঙ্গা পাখি।

১১। রাখাল ছেলে জলপান করাচ্ছে -

(ক) গাভিদলে, (খ) মাহিষদের, (গ) মেষদের, (ঘ) বাদুরদের।

১২। বাঁকা পথ -

(ক) মাটির, (খ) আঁকাবাঁকা, (গ) তাপে তপ্ত, (ঘ) সরল।

১৩। কাঁখে কলসি নিয়ে চলেছে -

(ক) নারী, (খ) বধূ, (গ) নর্তকী, (ঘ) গ্রাম্য বালিকা।

১৪। পরপাড়ে বনশ্রেণি _____। শূন্যস্থান পূরণ করো।

(ক) ঘন, (খ) সুদীর্ঘ, (গ) সুনিবিড়তর, (ঘ) ছায়া ঘেরা।

১৫। "_____ মধ্যাহ্ন বেলা দীপ্ত চারিদিক।" শূন্যস্থান পূরণ করো।

(ক) দীপ্ত, (খ) প্রখর, (গ) তপ্ত, (ঘ) শান্ত।

II. পূর্ণাঙ্গ বাক্যে উত্তর দাও ঃ *প্রতিটি প্রশ্নের মান : ১*

১। 'মধ্যাহ্ন' কবিতাটি কবির কোন্ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত?

উঃ- 'কনিকা'।

২। 'মধ্যাহ্ন' কবিতায় কোন্ ঋতুর উল্লেখ রয়েছে?

উঃ- শরৎ।

পূর্ণাঙ্গ বাক্যে উত্তর লেখো ঃ **মান — ১**

১। 'মধ্যাহ্ন' কী জাতীয় কবিতা?

উত্তর ঃ .....

২। শরতের আকাশ কী রকম?

উত্তর ঃ .....

৩। 'শুভ্র মেঘখন্ডগুলি' কোথায় ভেসে যায়?

উত্তর ঃ .....

৪। পাখা প্রসারিত করে চিল কোথায় যেকে যায়?

উত্তর ঃ .....

৫। কে শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে ঘুমিয়ে পড়েছে?

উত্তর ঃ .....

৬। **পীতবর্ণ** কী?

উত্তর ঃ .....

৭। "প্রভাকর তপ্তকর রবষণে রত" - প্রভাকর কী?

উত্তর ঃ .....

৮। শরতের ভরা নদী কীরকম?

উত্তর ঃ .....

৯। "নাচিয়ে খঞ্জন দ্রুত **চারিদিকে** চায়" - খঞ্জন কোথায় নাচছে?

উত্তর ঃ .....

১০। দোয়েল কোথায় বসে শিস্ দেয়?

উত্তর ঃ .....

১১। "যেন গণিতেছে ঢেউ অনিমেশ আঁখি;" - 'অনিমেশ আঁখি' কার?

উত্তর ঃ .....

১২। ক্ষুদ্র তরি কোথায় বাঁধা?

উত্তর ঃ .....

১৩। ক্ষুদ্র তরি কীভাবে ভাসে?

উত্তর ঃ .....

১৪। তরির উপর বসে কে নিরিবিলি ডেকে যায়?

উত্তর ঃ .....

১৫। অদূরে রাখাল ছেলে কী করছে?

উত্তর ঃ .....

১৬। কে পতি সম্ভাষণে দ্রুত চলেছে?

উত্তর ঃ .....

১৭। সকরুণ স্বরে কে ডাকে?

উত্তর ঃ .....

১৮। দীপ্ত মাঠ কোথায় ধু ধু করে?

উত্তর ঃ .....

১৯। তপ্ত বায়ু কোথায় বয়ে যায়?

উত্তর ঃ .....

২০। থেকে থেকে কে তপ্ত শ্বাস ফেলে?

উত্তর ঃ .....

২১। প্রকৃতি সতী কীরূপ?

উত্তর ঃ .....

III. সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ

প্রতিটি প্রশ্নের মান : ৩ (৮০ শব্দের মধ্যে)

১। 'মধ্যাহ্ন' কবিতায় কবি মধ্যাহ্নের যে রূদ্ররূপ এঁকেছেন তার দু-একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরো।

উঃ- 'মধ্যাহ্ন' কবিতায় কবি অনঙ্গমোহিনী সর্বত্র মধ্যাহ্নের **রুদ্ররূপ** এঁকেছেন। দুপুরবেলা প্রচন্ড সূর্যের তাপে। সর সর করে চারদিকে গরম বাতাস বইছে। শরতের সুনীল আকাশের গায়ে সাদা মেঘ ভাসছে। সুদূর আকাশে পাখা মেলে চিৎকার করে চিল উড়ে যাচ্ছে। পথিক ক্লান্ত শরীরে অশ্বত্থ গাছের শীতল ছায়ায় **ঘুমিয়ে** পড়েছে।

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও ঃ

মান — ৩

১। 'মধ্যাহ্ন' কবিতায় কবি পান্থ ও রাখাল ছেলে সম্পর্কে বলেছেন তা লেখো।

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

২। 'মধ্যাহ্ন' কবিতায় বর্ণিত পাখিদের কার্যকলাপ তুলে ধরো।

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

৩। 'মধ্যাহ্ন' কবিতায় বর্ণিত নদ-নদীর দৃশ্য তুলে ধরো।

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

৪। "কোথা হতে ডাকে ঘুঘু সকরুল স্বর" - তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো।

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

IV. রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ **প্রতিটি প্রশ্নের মান : ৬ (১৫০ শব্দের মধ্যে)**

১। 'মধ্যাহ্ন' কবিতায় নিসর্গলোকের যে রূপময় চিত্র বর্ণিত হয়েছে তা নিজের ভাষায় লেখো।

উঃ- 'মধ্যাহ্ন' কবিতায় প্রকৃতিকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণের প্রসায় সর্বত্র পরিলক্ষিত। কবি অনঙ্গমোহিনীর রোমান্টিক ভাবাবেগ কবিতা বেশ সক্রিয়। কবির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও তাকে হৃদয়ের জারক রসে জারিত করে সৃষ্টি করেছেন মধ্যাহ্নের এবং সামগ্রিক চিত্র। আর এর অনুসঙ্গ হিসেবে কবিতায় এসেছে নদ-নদী, মাট-ঘাট, পাখি, সূর্যতাপ, স্নিগ্ধছায়া, তপ্ত বাতাস প্রভৃতি। **প্রকৃতির এক নিবিড় চিত্রকল্প।**

কবিতার শুরুতেই প্রখর সূর্যতাপের দৃশ্য বর্ণিত। দুপুরবেলা সর সর করে গরম বাতাস বইছে। নীল আকাশে ভাসমান সাদা মেঘ। চিল ডানা মেলে উড়ে যাচ্ছে। ক্লান্ত পথিক অশ্বত্থের শীতল ছায়ায় ঘুমিয়ে পড়েছে। পীতবর্ণ

শস্যক্ষেত্র শস্য ভারে নত। খরতর বেড়ে প্রবাহিত ভরা নদী। কৃষকের ক্ষুদ্র আঙিনায় খঞ্জন পাখি নেচে বেড়াচ্ছে। বকুল গাছের ছায়ায় বসে দোয়েল শিস দিচ্ছে। নদীতীরে মাছরাঙ্গা পাখি যেন ঢেউ গুনে চলেছে। ঘাটে বাঁধা ক্ষুদ্র তরি দুলছে। গোমতীর পরপাড়ে দৃশ্যমান ঘন বনের সারি। ঘুঘুর করুণ ডাক শোনা যাচ্ছে। শূন্য মাঠ যেন দাউ দাউ করে জ্বলছে। নিস্তব্ধতা প্রকৃতি সতী যেন পলকহীন।

এভাবেই কবি মধ্যাহ্নের ক্লান্ত অবস্থার যে সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরেছেন, তাতে নিসর্গলোকের রূপময় চিত্রই বর্ণিত হয়েছে।

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লেখো ঃ

১। 'মধ্যাহ্ন' কবিতায় কোন্ ঋতুর কথা আছে? কবিতায় বর্ণিত মধ্যাহ্নের এক রূপময় চিত্র নিজের ভাষায় প্রকাশ করো। ১+৫=৬

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

২। "প্রভাকর তপ্তকর বরিষণে রত।" উদ্ধৃতাংশটির উৎস নির্দেশ করো। প্রভাকর কী? উদ্ধৃতাংশটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো। ১+১+৪=৬

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৩। "নিঝুম প্রকৃতি সতী **স্তব্ধ** অনিমিখ!" - উদ্ধৃতাংশটি **কোন্** কবিতার অংশ? প্রকৃতি সতী বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? ১+২+৩=৬

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে

শঙ্খ ঘোষ

(১৯৩২-২০২১)

কবি পরিচিতি ঃ

শঙ্খ ঘোষ ছিলেন একজন বিখ্যাত কবি, বিশিষ্ট রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ ও সাহিত্য সমালোচক। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে ৫ ফেব্রুয়ারী অবিভক্ত বাংলার চাঁদপুরে জন্মগ্রহণ করেন। আসল নাম চিত্তপ্রিয় ঘোষ। পিতা সুশিক্ষক বাংলা ভাষার বিশেষজ্ঞ মনীন্দ্র কুমার ঘোষ এবং মাতা অমলাবালা ঘোষ। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতক এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন অধ্যাপনার কাজ। যাদবপুর, দিল্লী ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। 'বাবরের প্রার্থনা' কাব্যগ্রন্থটির জন্য তিনি ভারতের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সাহিত্য পুরস্কার 'সাহিত্য অ্যাকাডেমি' পুরস্কার লাভ করেন। ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'বটপাকুড়ের ফেনা'র জন্য লাভ করেন ভারতের সর্বোচ্চ সাহিত্য পুরস্কার 'জ্ঞানপীঠ পুরস্কার'। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হলো — 'মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে', উবর্শীর হাসি', 'ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ' 'ধুম লেগেছে হৃদয়কমলে' ইত্যাদি। ২০২১ সালের ২১ এপ্রিল করোনা আক্রান্ত হয়ে মহান সাহিত্যিক শঙ্খ ঘোষ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

উৎসগ্রন্থ ঃ 'মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে' কবিতাটি কবি শঙ্খ ঘোষের 'মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। এই কাব্যগ্রন্থটি ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত হয়।

কবিতার ভাববস্তু

জীবন, সমাজ ও পারিপার্শ্বিকের এক নিপুন চিত্র কবি শঙ্খ ঘোষের কবিতায় প্রতিফলিত। বর্তমান যুগ বিজ্ঞাপনের যুগ। আর বর্তমান সমাজে বিজ্ঞাপনের যে কী অপরিসীম প্রভাব সে বিষয়ে মানুষকে সচেতন করার এক প্রয়াস কবির 'মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনের **কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে।** বিজ্ঞাপনের জৌলুশে মানুষকে বিভ্রান্ত করে ফলস্বরূপ বিজ্ঞাপনের **আধুনিকীকরণ** সম্পর্কে কবি দুটো একটা সহজ কথাই বলতে চেয়েছেন। সমাজ সচেতন কবির এই প্রয়াস সহজ সরল ভাষায় কবিতায় প্রকাশিত।

I. সঠিক উত্তর বাছাই করো ঃ **প্রতিটি প্রশ্নের মান : ১**

১। "একলা হয়ে দাঁড়িয়ে আছি" _____। যে দাঁড়িয়ে আছে

(ক) কবি (খ) বিজ্ঞাপনে মুখ ঢাকা পণ্য, (গ) বিজ্ঞাপন দাতা, (ঘ) **সাধারণ** পথচারী।

উঃ- (খ) বিজ্ঞাপনে মুখ ঢাকা পণ্য।

২। ক্লান্ত অবস্থায় ঝুলতে থাকে _____।

(ক) বিজ্ঞাপন, (খ) ছবি, (গ) মুখোশ, (ঘ) বিজ্ঞাপনের কাগজ।

নীচের প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর বাছাই করো ঃ (✔)

১। "একলা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে" - যেখানে দাঁড়িয়ে আছে -

(ক) গলির কোণে, (খ) গলির মোড়ে, (গ) রাস্তায়, (ঘ) চৌমাথায়।

২। মুখ ঢেকে যায় _____

(ক) বিজ্ঞাপনে, (খ) রংবাহারে, (গ) কাগজে, (ঘ) পত্রিকায়।

৩। একটা দুটো _____

(ক) সহজ কথা, (খ) সরল কথা, (গ) কঠিন কথা, (ঘ) মুখের কথা।

৪। সহজ কথা যেভাবে বলা হবে _____

(ক) মুখ দিয়ে, (খ) চোখের আড়ে, (গ) সত্য করে, (ঘ) সহজ করে।

৫। জৌলুশে যা ঝলসে ওঠে _____

(ক) **পণ্য** সামগ্রী, (খ) **বিজ্ঞাপন,** (গ) সত্য করে, (ঘ) সহজ করে।

৬। বিজ্ঞাপনে, _____। শূন্যস্থান পূরণ করো।

(ক) রংবাহারে, (খ) বিজ্ঞাপনে, (গ) আলোয়, (ঘ) পণ্য সামগ্রী।

৭। "হা রে আমার _____।" শূন্যস্থান পূরণ করো

(ক) চোখের চাওয়া, (খ) সহজ কথা, (গ) মুখ, (ঘ) জন্মভূমি।

৮। "নিওন আলোয় **পণ্য** হল"- নিওন আলো বলতে যা বোঝায় -

(ক) ত্যাগের আলো, (খ) নতুন আলো, (গ) নিয়ন গ্যাসে জ্বলানো আলো, (ঘ) চাকচিক্য।

৯। "নিওন আলোয় **পণ্য** হল" - যা **পণ্য** হল -

(ক) যা কিছু আজ ব্যক্তিগত, (খ) সব কিছু, (গ) পণ্য সামগ্রী, (ঘ) সামগ্রী।

১০। মুখের কথা একলা হয়ে পড়ে রইল -

(ক) রাস্তার মোড়ে, (খ) চৌমাথায়, (গ) গলির **কোণে,** (ঘ) ঘরে।

II. পূর্ণাঙ্গ বাক্যে উত্তর দাও ঃ

প্রতিটি প্রশ্নের মান : ১

১। বিজ্ঞাপনে কী ঢেকে যায়?

উঃ- **মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে।**

২। কী বিকিয়ে গেছে?

উঃ- **চোখের চাওয়া আজ বিকিয়ে গেছে।**

নীচের প্রশ্নগুলির পূর্ণাঙ্গ বাক্যে উত্তর দাও ঃ

১। "তোমার জন্য গলির কোণে।" - তোমার বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?

উত্তর ঃ .....

২। "ভাবি আমার মুখ দেখাব।" - কার মুখের কথা বলা হয়েছে?

উত্তর ঃ .....

৩। কতগুলো সহজ কথা বলার কথা বলা হয়েছে?

উত্তর ঃ .....

৪। সহজ কথা কীভাবে বলা হয়?

উত্তর ঃ .....

৫। কী বুঝতে পারা শক্ত?

উত্তর ঃ .....

৬। 'হা রে আমার বাড়িয়ে বলা" - এই আক্ষেপ কার?

উত্তর ঃ .....

৭। নিওন আলোয় কী পণ্য হল?

উত্তর ঃ .....

৮। মুখের কথা একলা হয়ে কোথায় পড়ে রইল?

উত্তর ঃ .....

৯। একলা হয়ে গলির কোণে কী পড়ে রইল?

উত্তর ঃ .....

১০। "ক্লান্ত আমার মুখোশ শুধু" - আমার বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

উত্তর ঃ .....

১১। বিজ্ঞাপনে কী ঝুলতে থাকে?

উত্তর ঃ .....

১২। "তোমার সঙ্গে ওতপ্রোত" - "তোমার" বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

উত্তর ঃ .....

III. সংক্ষেপে উত্তর ঃ

প্রতিটি প্রশ্নের মান : ৩ (৮০ শব্দের মধ্যে)

১। "একলা হয়ে দাঁড়িয়ে আছি" - কোথায়, কেন দাঁড়িয়ে আছে?

উঃ- বর্তমান সমাজ সভ্যতায় বিজ্ঞাপনের প্রভাব লক্ষ্য করার মতো। **বিজ্ঞাপন** ব্যতীত কোনো **পণ্য** সামগ্রী বর্তমানে বাজারে বিক্রি হয় না। তাই ব্যবসায়ীদের বিজ্ঞাপনের প্রতি এত আকৃষ্ট হতে দেখা যায়। বিজ্ঞাপনের এই রংবাহারেই তারা মানুষের দৃষ্টিকে আকর্ষিত করতে চায়। সেই বিজ্ঞাপনের **পণ্য** সামগ্রীই গলির কোণে সাধারণ ক্রেতার জন্য একলা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রশ্নগুলির উত্তর লেখো ঃ মান : ৩

১। "মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে" - কার মুখ, কীভাবে ঢেকে যায়?

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

২। "নিওন আলোয় পণ্য হল" - 'নিওন আলোয়' কী পণ্য হল এবং কেন?

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

৩। "জৌলুশে তা ঝলসে ওঠে" - জৌলুশে কী ঝলসে ওঠে?

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

IV. রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ *প্রতিটি প্রশ্নের মান : ৬ (১৫০ শব্দের মধ্যে)*

১। "ক্লান্ত আমার মুখোশ শুধু

ঝুলতে থাকে বিজ্ঞাপনে।"

- উদ্ধৃতাংশটির উৎস নির্দেশ করো। মুখোশ ক্লান্ত কেন? তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। ১+২+৩=৬

উঃ- উদ্ধৃতাংশটি কবি শঙ্খ ঘোষ রচিত 'মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে' কবিতা থেকে গৃহীত।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞাপনের সঙ্গে আমরা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়ছি। বর্তমান সমাজ, সভ্যতা ও জীবনকে বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রিত করছে। তাই বর্তমান বাজার ধরার জন্য রংবাহারি বিজ্ঞাপনের মুখোশ পরে পণ্য সামগ্রী আজ ক্লান্ত।

বর্তমানে এই বিজ্ঞাপনের প্রভাবে মানুষের চোখের দৃষ্টিও যেন বিকৃত, বিভ্রান্ত। তারা শুধু চায় চটকদার বিজ্ঞাপন দেওয়া পণ্য ক্রয় করতে। পরিস্থিতি আজ এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, প্রকৃত গুণাগুণ সম্পন্ন খাঁটি **পণ্যের**

কদর মানুষ বুঝতে পারছে না। তাই মানুষের এই বর্তমান চাহিদা পূরণ করতে সর্বদা রংবাহারি মুখোশ পরে পণ্য সামগ্রী আজ ক্লান্ত। এভাবেই কোনো জিনিসের বাজার তৈরি করার জন্য সে দ্রব্যসামগ্রীর ওপর রং চড়িয়ে, মুখোশ পরিয়ে তাকে মিথ্যের সামিল করে তুলতে হয় বলেই মুখোশ ক্লান্ত হয়।

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লেখো ঃ *মান : ৬*

২। 'মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে' কবিতায় কবির সমাজ চেতনার পরিচয় দাও। ৬

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৩। 'বিকিয়ে গেছে চোখের চাওয়া
তোমার সঙ্গে ওতপ্রোত' —
কার কোন্ কবিতার অন্তর্গত? প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করো। ২+৪=৬

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৪। 'হারে আমার বাড়িয়ে বলা
হারে আমার জন্মভূমি'
কোন্ কবিতার অংশ ? কবির নাম লেখো ? উদ্ধৃতিটি ব্যাখ্যা করো ? ১+১+৪=৬

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

সিংহল ও বৌদ্ধধর্ম

স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১২০২)

লেখক পরিচিতি ঃ- স্বামী বিবেকানন্দ জন্মগ্রহণ করেন ১৮৬৩ খ্রিষ্ঠাব্দে ১২ জানুয়ারী, মৃত্যু ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দের ৪ জুলাই। জন্মস্থান কলকাতার সিমুলিয়া। বাবার নাম বিশ্বনাথ দত্ত। মা ভুবনেশ্বরী দেবী। বিবেকানন্দের বৈষয়িক নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং ডাক নাম বিলে। তিনি পড়াশোনা করেন মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন ও প্রেসিডেন্সি কলেজে। বিবেকানন্দ বি.এ পাশ করেন ১৮৮৪ খ্রীঃ জেনারেলে অ্যাসেমব্লিজ থেকে। তিনি রামমোহন ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সান্নিধ্য লাভ করেন। ১৮৮৬ খ্রীঃ ১৬ই আগষ্ট রামকৃষ্ণদেবের **কাছ থেকে** সন্ন্যাস গ্রহণ করে বিবেকানন্দ নামে পরিচিত হন।

বিবেকানন্দ ১৮৯৩ খ্রীঃ ৩১ মে মাদ্রাজ থাকাকালে শিষ্যদের অনুরোধে আমেরিকার শিকাগোয় যান। লক্ষ্য সেখানকার ধর্ম মহাসভায় যোগ দেওয়া। সেখানে তাঁর বক্তৃতায় আকৃষ্ট হয় মার্গারেট নোবেল ভারতে চলে আসেন এবং স্বামী বিবেকানন্দের পথ অনুসরণ করেন। **মার্গারেটের** নামকরণ হয় ভগিনী নিবেদিতা।

বিবেকানন্দ বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় বহু গ্রন্থ রচনা করেন। **তাঁর** মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল - 'পরিব্রাজক' 'ভাববার কথা' 'বর্তমান ভারত', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' 'karmayoga', 'rajayoga', 'Jnanayoga', 'baktiyoga' প্রভৃতি।

উৎস ঃ- স্বামী বিবেকানন্দের 'সিংহল ও বৌদ্ধধর্ম' প্রবন্ধটি 'পরিব্রাজক' গ্রন্থের ৭নং রচনা।

প্রবন্ধের সারাংশ ঃ- প্রাবন্ধিক স্বামী **বিবেকানন্দ** তাঁর 'সিংহল ও বৌদ্ধধর্ম' প্রবন্ধে পৃথিবীর সর্বধর্মই অন্য ধর্মকে শ্রদ্ধা করার কথাই **বলেছেন,** কিন্তু সিংহলে থাকাকালীন প্রাবন্ধিক উপলব্ধি করেছেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের অন্য ধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা। স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো **ধর্মমহাসভা** থেকে ভারতের দিকে যাত্রা করার সময় সিংহলে **কলম্বোয়ে** আমন্ত্রিত হন। প্রাবন্ধিকের সিংহলে অবস্থানকালীন তাঁর দেখা সিংহলের বিভিন্ন স্থাপত্য কীর্তি ধর্মীয় চিন্তাচেতনা-বিশ্বাস প্রভৃতিই পাঠকের সমানে তুলে ধরেছেন।

সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো ঃ (✔) **মান - ১**

১। "আলাসিঙ্গার 'সী-সিক্‌নেস্', হল না" - সীক্‌নেস্ হল -

(ক) সমুদ্রপীড়া, (খ) সর্দিজ্বর, (গ) বমিভাব, (ঘ) কলেরা।

২। কলম্বো কোথায় অবস্থিত? -

(ক) জাপান, (খ) আমেরিকা, (গ) চীন, (ঘ) শ্রীলংকা।

৩। সেতু বেঁধে পাড় হয়ে লঙ্কার রাবণ-রাজাকে জয় করেছিলেন -

(ক) রামচন্দ্র, (খ) বিভীষণ, (গ) অর্জুন, (ঘ) দুঃশাসন।

৪। 'গোসাঁইজি পুঁথিতে লিখছেন যে' - গোসাঁইজি হলেন -

(ক) বাল্মীকি, (খ) কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব, (গ) রামচন্দ্র, (ঘ) রাবণ।

৫। 'তার উপর ওরা নিজের দেশকে বলে -

(ক) কলম্বো, (খ) শ্রীলংকা, (গ) জাপান, (ঘ) সিংহল।

৬। "এরা রাবণ-কুম্ভকর্ণের বাচ্চা" - 'এরা' হলেন -

(ক) চীনারা, (খ) ভারতীয়রা, (গ) জাপানিরা, (ঘ) সিংহলিরা।

৭। "একটা ছিল মহা দুষ্ট বাঙালি রাজার ছেলে" - তার নাম -

(ক) মাহিন্দো, (খ) বিক্রমসিংহ, (গ) বিজয়সিংহ, (ঘ) আলামিঙ্গা।

৮। বুনো জাতের বংশধরেরা বিখ্যাত -

(ক) মাহিন্দো নামে, (খ) বেদ্দা নামে, (গ) আর্য নামে, (ঘ) অস্ট্রিক নামে।

৯। অশোক মহারাজের ছেলের নাম হল -

(ক) কুমারস্বামী, (খ) অরুণচলম, (গ) মাহিন্দো, (ঘ) তুরিয়ানন্দ।

১০। **শাক্যমুনি** হলেন -

(ক) গৌতম বুদ্ধ, (খ) রামচন্দ্র, (গ) বিভীষণ, (ঘ) মহাবীর।

১১। লঙ্কাদ্বীপের মধ্যভাগে গড়ে ওঠা শহরের নাম -

(ক) কান্দি, (খ) তাঞ্জোর, (গ) কলম্বো, (ঘ) অনুরাধাপুরম।

১২। "তখন ওদেশে বুনো জাতের বাস" - 'ওদেশে' বলতে কোন্ দেশ?

(ক) তামিল, (খ) তেলেগু, (গ) লঙ্কা, (ঘ) ভারত।

১৩। 'হিঁদু' শব্দের জায়গায় বলতে হল -

(ক) বিষ্ণু, (খ) শৈব, (গ) ব্রহ্মা, (ঘ) মহাদেব।

১৪। "চৈতন্যদেব যে নৃত্যকীর্তন বঙ্গদেশ প্রচার করেন তার জন্মভূমি" -

(ক) দাক্ষিণাত্যে, (খ) সিলোন, (গ) তামিল, (ঘ) তেলেগু।

১৫। সিলোনের তামিল ভাষা খাঁটি -

(ক) তামিল, (খ) তেলেগু, (গ) মলেয়ালাম, (ঘ) হিন্দী।

১৬। সিলোনের ধর্ম -

(ক) তামিল ধর্ম, (খ) তেলেগু ধর্ম, (গ) বাঙালী ধর্ম, (ঘ) মারাঠী ধর্ম।

১৭। হিন্দুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিটি হল -

(ক) শ্রীযুক্ত অরুণাচলম, (খ) স্যার কুমারস্বামী, (গ) স্বামী তুরিয়ানন্দ, (ঘ) স্যার কুমারস্বামীর।

১৮। বৌদ্ধ মেয়েদের **বোর্ডিং** স্কুলটি হল -

(ক) মিসেস হিগিন্সের, (খ) কাউন্টেসের , (গ) অরুণাচলমের, (ঘ) অনুরাধাপুরমে।

১৯। বৌদ্ধদের প্রধান দন্ত মন্দির অবস্থিত -

(ক) কান্দিতে, (খ) তাঞ্জোরে, (গ) কলম্বোতে, (ঘ) অনুরাধাপুরমে।

২০। দন্তমন্দিরে আছে বুদ্ধ ভগবানের -

(ক) দাঁত, (খ) পোশাক, (গ) জুতো, (ঘ) নখ।

২১। বুদ্ধ-ভগবানের দাঁত আগে ছিল -

(ক) কাশীতে, (খ) পুরীতে, (গ) গয়াতে, (ঘ) বৃন্দাবনে।

২২। লেখক হিন্দুধর্ম প্রচার করছিলেন -

(ক) অনুরাধাপুরে, (খ) কান্দিতে, (গ) কলম্বোতে, (ঘ) গয়াতে।

২৩। হিন্দু তামিলরা লঙ্কায় প্রবেশ করেছিল -

(ক) উত্তর দিক থেকে, (খ) দক্ষিণ দিক থেকে, (গ) পূর্ব দিক থেকে, (ঘ) পশ্চিম দিক থেকে।

২৪। কান্দির রাজবংশ প্রেরিত হয়েছেন -

(ক) অনুরাধাপুরে, (খ) কান্দিতে, (গ) তাঞ্জোরে, (ঘ) গয়াতে।

২৫। বৌদ্ধদের প্রধান স্থান হল -

(ক) কলম্বো, (খ) কান্দি, (গ) অনুরাধাপুর, (ঘ) তাঞ্জোর।

২৬। হিন্দুদের প্রধান স্থান হল -

(ক) কলম্বো, (খ) জাফনা, (গ) কান্দি, (ঘ) অনুরাধাপুর।

২৭। বৌদ্ধদের শাস্ত্র লিখিত হয়েছে -

(ক) মাগধী, (খ) অপভ্রংশ ভাষায় (গ) পালি ভাষায়, (ঘ) শৌরশ্রেণি ভাষায়।

২৮। আলাসিঙ্গা কলম্বো থেকে ফিরে গেল -

(ক) মাদ্রাজে, (খ) অনুরাধাপুরে, (গ) জাফনায়, (ঘ) কান্দিতে।

২৯। 'কিং-কোকোনাট হল -

(ক) এক ধরনের রান্না, (খ) ডাবের রাজা, (গ) এক ধরনের গাছ, (ঘ) বিশেষ প্রজাতির প্রাণী।

৩০। "পরে নানা হাঙ্গামা হয়ে সিলোনে উপস্থিত হয় - কী উপস্থিত হয়?

ক) বুদ্ধের মূর্তি, (খ) বুদ্ধের পোষাক, (গ) বুদ্ধের দাঁত, (ঘ) বুদ্ধের জুতো।

নীচের প্রশ্নগুলির পূর্ণাঙ্গ বাক্যে উত্তর দাও ঃ মান - ১

১। 'সিংহল ও বৌদ্ধধর্ম' - প্রবন্ধটি কার লেখা?

উত্তর ঃ .....

২। প্রবন্ধে **উল্লিখিত** 'তু-ভায়া' কে?

উত্তর ঃ .....

৩। 'ইষ্ট-গোষ্ঠী' কী?

উত্তর ঃ .....

৪। শ্রীরামচন্দ্র সেতু বেঁধে পার হয়ে কাকে জয় করেছিলেন?

উত্তর ঃ .....

৫। "কিন্তু এ পাপ বৌদ্ধ সিলোনি লোকগুলি তো মানতে চায় না" - কোন্ পাপের কথা বলা হয়েছে?

উত্তর ঃ .....

৬। 'গোসাঁইজি পুঁথিতে লিখছেন যে' - গোসাঁইজি কে?

উত্তর ঃ .....

৭। সিংহলিরা নিজের দেশকে কি বলে?

উত্তর ঃ .....

৮। 'এরা রাবণ -কুম্ভকর্ণের বাচ্চা' - 'এরা' কারা?

উত্তর ঃ .....

৯। মহা দুষ্টু বাঙালি রাজার ছেলেটি কে?

উত্তর ঃ .....

১০। বুনো জাতের বংশধরেরা কি নামে পরিচিত?

উত্তর ঃ .....

১১। অশোক মহারাজের ছেলে ও মেয়ের নাম কি?

উত্তর ঃ .....

১২। শাক্যমুনি কে?

উত্তর ঃ .....

১৩। লঙ্কাদ্বীপের মধ্যে আগে গড়ে ওঠা প্রকান্ড শহরের নাম কি?

উত্তর ঃ .....

১৪। 'ওরে মারিসনি, মারিসনি; অহিংসা পরমো ধর্ম:" - কার উক্তি?

উত্তর ঃ .....

১৫। 'অনুরাধাপুরে প্রচার করছি একবার,' - কে প্রচার করছে?

উত্তর ঃ .....

১৬। কারা কান্দি নামক পার্বত্য শহর স্থাপন করেছিল?

উত্তর ঃ .....

১৭। কান্দির রাজবংশ কোথায় কি করছেন?

উত্তর ঃ .....

১৮। দক্ষিণ সিলোনে কাদের অবস্থান?

উত্তর ঃ .....

১৯। সিলোনে ছেলেরা কিভাবে হিদুঁ হয়?

উত্তর ঃ .....

২০। কাউন্টেসের বাড়িটি কেমন?

উত্তর ঃ .....

২১। কাউন্টেসে কোথা থেকে টাকা এনেছেন?

উত্তর ঃ .....

২২। বৌদ্ধরা কয়টি আম্নায়ে বিভক্ত ও কী কী?

উত্তর ঃ .....

২৩। উত্তর আম্নায়েরা নিজেদের কি বলে?

উত্তর ঃ .....

২৪। দক্ষিণ আম্নায়েরা নিজেদের কি বলে?

উত্তর ঃ .....

২৫। মহাযানদের পূজার পদ্ধতি কেমন?

উত্তর ঃ .....

২৬। কার্তিকের অপর নাম কী?

উত্তর ঃ .....

২৭। আলাসিঙ্গা কলম্বো থেকে কোথায় ফিরে গেল?

উত্তর ঃ .....

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর লেখো ঃ **মান - ৩**

১। 'বেচারিরা প্রায় সব মারা গেল' - কার লেখা, কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে? 'বেচারি' বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে? তারা কিভাবে মারা গেল?

আলোচ্য উক্তিটি স্বামী বিবেকানন্দের লেখা 'সিংহল ও বৌদ্ধধর্ম' প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে।

উক্তিটি 'বেচারি' বলতে বুনোজাতের বংশধর 'বেদ্দা'দের কথা বলা হয়েছে।

বাঙালি দুষ্ঠু রাজার ছেলে বিজয়সিংহ বাবার সাথে ঝগড়া করে লঙ্কাদ্বীপ চলে যায়। সেখানে তখন বুনো জাতের

বাস। বুনো রাজা বিজয়সিংহকে খুব যত্ন করলেন, নিজের মেয়ের সাথে তার বিয়ে দিলেন। কিন্তু বিজয়সিংহ একরাত্রে বুনোরাজাকে মেরে ফেললেন, তারপর সকল বুনোজাতিকে এক এক করে মারতে শুরু করেন। এইভাবেই বুনোজাতিরা প্রায় সবাই মারা গেল।

২। "কিন্তু এ পাপ বৌদ্ধ সিলোনি লোকগুলি তো মানতে চায়না!" - কার লেখা, কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে? 'এ পাপ' বলতে কোন পাপের কথা বলা হয়েছে? তারা এর পরিপ্রেক্ষিতে কোন যুক্তি প্রদর্শন করে? ১+১+১

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

৩। "**গোগোঁইজি**" পুঁথিতে লিখছেন যে!" - **কোন্** রচনার অংশ? "**গোগোঁইজি**" কে? তিনি পুঁথিতে কি লিখেছেন? ১+২

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

৪। "একটা ছিল মহা **দুষ্টু** বাঙালি রাজার ছেলে" - '**বাঙালি** রাজার ছেলে'-টি কে? তার **দুষ্টুমির** কি পরিচয় লেখক প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন। ১+২

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

৫। "আর **শাক্যমুনির** সম্প্রদায়ে আনলেন" - কে, কাদের, কিভাবে **শাক্যমুনির সম্প্রদায়ে** আনলেন? ৩

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

৬। "অহিংসা পরমো ধর্মের ভেতরে যে এমন কারখানা কে জানে বাপু" - কার লেখা, কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে? প্রসঙ্গ নির্দেশ করো?

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

৭। "আহা, কর্তার কী দয়া!' - কার উক্তি? বক্তার এরূপ বলার কারণ কি? ১+২

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

৮। "বৌদ্ধরা বড়ো শান্ত, সকল ধর্মের উপর সমদৃষ্টি" - কার উক্তি? প্রসঙ্গ নির্দেশ করো? ১+২

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

৯। "জাতের গোলমাল ভারতবর্ষ হতে এখানে অনেক কম" - কার লেখা, কোন্ রচনার অংশ? বক্তার এরূপ মনে হবার কারণ কি? ১+২

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

১০। "তাতেই তোমাদের উপর এখানকার পাদরিরা এত চর্চা" - কাদের কথা এখানে বলা হয়েছে? বক্তার এরূপ মনে হবার কারণ কি? ১+২

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

১১। "বৌদ্ধদের প্রধান তীর্থ কান্দিতে দন্ত মন্দির" - কার লেখা, কোন্ রচনার অংশ? দন্ত মন্দিরের ইতিহাস বর্ণনা করো। ১+২

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

১২। মহাযান ও হীনযানের মধ্যে পার্থক্য কী? ৩

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর লেখো ঃ মান-৬

১। সিংহল ও বৌদ্ধধর্ম' প্রবন্ধটির নামকরণের সার্থকতা আলোচনা করো?

উঃ- 'সিংহল ও বৌদ্ধধর্ম' প্রবন্ধটি স্বামীবিবেকানন্দের লেখা 'পরিব্রাজক' নামক প্রবন্ধগ্রন্থ থেকে উৎকলিত।

নামকরণ, যে কোনো সাহিত্যশাখার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নামকরণের মধ্যে দিয়েই লেখক তাঁর চিন্তা ধারার একটি প্রাথমিক আভাস পাঠকদের দিয়ে থাকেন। আমাদের আলোচ্য 'সিংহল ও বৌদ্ধধর্ম' প্রবন্ধটিতে সিংহল তথা শ্রীলংকার একটি ছবি, তার পাশাপাশি মানুষের চিন্তা-চেতনার একটি সার্বিক মূল্যায়ন প্রাবন্ধিক আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন, এ রচনায় তিনি তুলে ধরেছেন সিংহলের ইতিহাস, বিজয়সিংহের কীর্তি কলাপ বেদ্দাদের জীবন সংগ্রাম, বৌদ্ধধর্ম প্রচার, অনুরাধাপুরমের জন্ম বৃত্তান্ত, ভারতীয় ও বিদেশী জাতির অনুপ্রবেশ ইত্যাদি। তাছাড়া এই প্রবন্ধে স্থান পেয়েছে দন্ত মন্দিরের ইতিহাস, বৌদ্ধধর্মের হীনযান ও মহাযানের পারস্পরিক আলোচনা, তাদের পূজা পদ্ধতি। প্রাবন্ধিক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের প্রকৃতরূপ। তাদের অহিংসার আড়ালে হিংসাত্মক হয়ে ওঠার যে পরিচয় তিনি অনুরাধাপুরমে ধর্ম প্রচার করতে দিয়ে পেয়েছেন, আরও বর্ণাঢ্য বিশ্লেষণ তিনি এই প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন।

সর্বোপরি 'সিংহল ও বৌদ্ধধর্ম' প্রবন্ধের বেশির ভাগ অংশই স্থান পেয়েছে প্রবন্ধের নামকরণ সার্থক হয়েছে।

২। 'সিংহল ও বৌদ্ধধর্ম' প্রবন্ধে অঙ্কিত সিংহলের ইতিহাস প্রবন্ধ অনুসারে আলোচনা করো। ৬

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৩। 'বৌদ্ধরা বড়ো শান্ত, সকল ধর্মের উপর সমদৃষ্টি' - এই তো শুনেছিলাম' - কার লেখা, কোন্ রচনার অংশ? বক্তার এরূপ মনে করার **কারণ** কি? সিংহলে ধর্মপ্রচারে গিয়ে বক্তা কীরূপ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিলেন তা আলোচনা করো। ১+২+৩

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৪। 'সিংহল ও বৌদ্ধধর্ম' প্রবন্ধ অবলম্বনে সিংহলের বৌদ্ধধর্ম প্রচারের ইতিহাস আলোচনা করো ? ৬

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৫। 'সে এক বীভৎস কারখানা' - কার লেখো, কোন্ রচনার অংশ? প্রসঙ্গ নির্দেশ করে উক্ত বীভৎসতার পরিচয় দাও। ১+৫

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৬। 'একটা ছিল মহা দুষ্টু বাঙালি রাজার ছেলে" - বাঙালি রাজার ছেলেটি কে? সিংহলের ইতিহাসে তার প্রাসঙ্গিকতা নির্দেশ করো ? ১+৫

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৭। প্রবন্ধে উল্লিখিত অশোক মহারাজের ছেলে ও মেয়ের নাম কি? সিংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে তাদের অবদান কতটুকু আলোচনা করো। ১+৫

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

বসন্তের কোকিল

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৩৮-১৮৯৪)

লেখক পরিচিতি ঃ- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৩৮ খ্রীঃ ২৬শে জুন, মৃত্যু ১৮৯৪ খ্রীঃ ৮ই এপ্রিল। **তাঁর** জন্মস্থান উত্তর-চব্বিশ পরগণা জেলার 'কাঁঠাল পাড়া' গ্রামে। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'Rajmohan's wife' 'Indian Field' নামক পত্রিকায় ১৮৬৪ খ্রী: প্রথম প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম বাংলা উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' ১৮৬৫ খ্রী: প্রকাশিত হয়েছিল। তাছাড়া তিনি অসংখ্য উপন্যাস ও প্রবন্ধের জনক। তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে 'কৃষ্ণচরিত্র', 'কমলাকন্তের দপ্তর' প্রভৃতি। সাহিত্যে তাঁর অপরিসীম অবদানের জন্য 'সাহিত্য সম্রাট' নামে আখ্যায়িত হয়ে থাকেন, মূলত **বঙ্কিমচন্দ্রের** হাত ধরেই বাংলা সাহিত্য পরিণতি লাভ করে।

উৎস ঃ- আলোচ্য 'বসন্তের কোকিল' প্রবন্ধটি **বঙ্কিমচন্দ্র** চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'কমলাকান্তের দপ্তর' প্রবন্ধগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। 'বসন্তের কোকিল' প্রবন্ধটি, প্রবন্ধগ্রন্থের পঞ্চম সংখ্যক প্রবন্ধ। প্রবন্ধটি ১২৮০ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যায় 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 'কমলাকান্তের দপ্তর' প্রবন্ধের সবগুলি প্রবন্ধই ১২৮০-৮২ বঙ্গাব্দের মধ্যে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে ১৮৭৫ খ্রী: গ্রন্থাকারে প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়।

সারাংশ ঃ- 'বসন্তের কোকিল' প্রবন্ধটি একটি ভিন্নস্বাদের প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধটিতে প্রাবন্ধিক গল্প ছলে সমাজের সেইসব সুবিধাভোগী, লোভী মানুষদের মানসিকতাকে তীব্রভাবে কাশাঘাত করতে চেয়েছেন, যারা সুসময়ের বন্ধুরূপী, সেইসব মানুষদের বসন্তকালীন কোকিলের সাথে এক করে দিয়েছেন। লেখক বলেছেন, কোকিলের যেরূপ বসন্তকালেই প্রকৃতির কোণে আনাগোনা বেড়ে যায়, তেমনি মানুষরূপী সেইসব সুসময়ের বন্ধুগুলোও সুসময়েই দেখা দেয়, কিন্তু দুঃসময়ে তাদের দেখা পাওয়া যায়না।

অথচ সমাজে সেইসব মানুষরূপী কোকিলেরাই প্রাধান্য লাভ করে। সব জায়গায় তাদেরই জয়জয়কার। অথচ যারা প্রকৃত মানুষ তারা তাদের যোগ্য সম্মনটুকুও পায়না। প্রাবন্ধিক কোকিলের 'কু' শব্দটিকে খারাপ অর্থে গ্রহণ করেছেন। প্রাবন্ধিক বলেছেন কোকিল যেহেতু পরের অন্নে প্রতিপালিত, তাই সমাজের সব শুভ জিনিসই তার কাছে খারাপ। কোকিলের মতো মানুষগুলিও শুধুমাত্র গলাবাজির জোড়েই সব জায়গায়, সকলের কাছে গ্রহণীয় হয়ে ওঠে।

কমলাকান্ত প্রবন্ধের শেষ পর্যায়ে এসে কোকিলের সাথে তার **সাযুজ্য** খুঁজে পেয়েছেন। তাঁর মনে হয়েছে কোকিলের সাথে তার জীবনের লক্ষ্যের মিল রয়েছে। কোকিল যেমন গান গায়, তিনিও দপ্তর লেখেন। তাই কমলাকান্ত কোকিলকে অনুরোধ করেছেন কমলাকান্তের মনের কথা কোকিল যেন বলে, কারণ কোকিলের মতো ভাষা কমলাকান্তের নেই। তাই কমলাকান্তের হয়ে কোকিল যেন তাঁর মনের ভাব সবার কাছে পৌঁছে দেয়।

ক) সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো : (✔) **প্রতি প্রশ্নের মান - ১**

১। কমলাকান্ত কোকিলকে বলেছেন -

(ক) বর্ষায়, (খ) শীতের, (গ) বসন্তের, (ঘ) শরতের।

উঃ- বসন্তের।

২। প্রবন্ধে কার তালুকের খাজনার কথা বলা হয়েছে -

(ক) রাম বাবু, (খ) শ্যাম বাবু, (গ) গোপাল বাবু, (ঘ) নসী বাবু।

৩। নসীবাবুর সঙ্গে কারা পিপীড়ার সারি দেয় -

(ক) মানুষ, (খ) কোকিল, (গ) প্রজা, (ঘ) মানুষ-কোকিল।

৪। কার পুত্রের অকাল মৃত্যু হয় -

(ক) কমলাকন্তের, (খ) মানুষ-কোকিলের, (গ) রতনবাবুর, (ঘ) নসীবাবু।

৫। কোকিলের দেখা কখন পাওয়া যায় -

(ক) শীতের সময়, (খ) গ্রীষ্মের সময়, (গ) হেমন্তের সময়, (ঘ) বসন্তের সময়।

৬। কোন্ গাছের উপর বসে কোকিলকে পঞ্চমস্বরে ডাকার কথা বলা হয়েছে -

(ক) আমের, (খ) নারিকেলের, (গ) বটের, (ঘ) অশোকের।

৭। এ সংসার সুখের স্পর্শে -

(ক) উথলে ওঠে, (খ) শিহরিয়া উঠে,

(গ) মৃত্যুমান হয়ে পড়ে, (ঘ) আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে।

৮। যখন ফুল ফুটে, দাক্ষিণ বাতাস বহে, তখন কোকিল এসে -

(ক) গান করে, (খ) নৃত্য করে, (গ) ঘোরা-ফেরা করে, (ঘ) রসিকতা করে।

৯। যখন _____ ধারায় আমার চালাঘরে নদী বহে -

(ক) বর্ষায়, (খ) গ্রীষ্মের, (গ) বৃষ্টির, (ঘ) শ্রাবণের।

১০। যখন নসীবাবুর তালুকের খাজনা আসে, তখন তাহার গৃহকুঞ্জ পুরিয়া যায় -

(ক) প্রজাদের দ্বারা, (খ) মন্ত্রীদের দ্বারা,

(গ) আত্মীস্বজনদের দ্বারা, (ঘ) মানুষ কোকিলের দ্বারা।

১১। তুমি নিজে কলো,- পরান্নপ্রতিপালিত, তোমার পক্ষে সকলই -

(ক) শুভ, (খ) খারাপ, (গ) কু, (ঘ) অন্ধকার।

১২। পৃথিবীতে সুন্দর সামগ্রী দেখিলে কোকিলের -

(ক) ভালোবাসার উদয় হয়, (খ) রাগের উদয় হয়,

(গ) ঘৃণার উদয় হয়, (ঘ) ঈর্ষার উদয় হয়।

১৩। মানুষ কোকিলে নসীবাবুর গৃহকুঞ্জ পুরিয়া যায় যখন -

(ক) খাজনা আসে, (খ) আত্মীয়স্বজন আসে, (গ) টাকা আসে, (ঘ) ধান আসে।

১৪। গ্লাভস্টোন, ডিস্রেলি জিতিয়া গেল -

(ক) ভালোবাসায়, (খ) প্রেমে, (গ) ঘৃণায়, (ঘ) গলাবাজিতে।

১৫। জন স্টুয়ার্ট মিল স্থান পেলেন না -

(ক) বিদ্যালয়ে, (খ) গৃহে, (গ) পার্লিয়ামেন্টে, (ঘ) রাজভবনে।

১৬। স্ত্রীজাতি জানে -

(ক) ঘৃণা, (খ) ভালোবাসা, (গ) বঞ্চনা, (ঘ) প্রেম।

১৭। গলাবাজিতে শাসিত হয় -

(ক) বিদ্যালয়, (খ) সংসার, (গ) দেশ, (ঘ) আফিস।

১৮। ভারতচন্দ্র জিতে গেছেন আদিরস -

(ক) পঞ্চম ধরে, (খ) ষষ্ঠে ধরে, (গ) প্রথমে ধরে, (ঘ) সপ্তমে ধরে।

১৯। 'পঞ্চমস্বরে' কোন্ পাখি ডাকে?

(ক) কাক (খ) কোকিল (গ) ময়ূর (ঘ) শালিক

২০। কমলাকান্ত মনের কথা কখনো পারলেন না, কারণ—

(ক) কণ্ঠ নাই বলে (খ) ভাষা নাই বলে (গ) গান জানেন না বলে (ঘ) আফিঙ খান বলে।

খ) পূর্ণাঙ্গ বাক্যে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লেখো ঃ

প্রতি প্রশ্নের মার - ১

১। বসন্তের কোকিল প্রবন্ধটি কার লেখা?

উঃ- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

২। বসন্তের কোকিল প্রবন্ধটি কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে?

উত্তর ঃ .....

৩। বসন্তের কোকিলের আবির্ভাব কখন হয়?

উত্তর ঃ .....

৪। কখন নসীবাবুর পুত্রটির অকাল মৃত্যু হয়েছিল?

উত্তর ঃ .....

৫। নসীবাবু যখন বাগানে যান তখন কারা পিপীড়ার সাড়ি দেন?

উত্তর ঃ .....

৬। কে পরান্নপ্রতিপালিত?

উত্তর ঃ .....

৭। কার চক্ষে সকলেই কু?

উত্তর ঃ .....

৮। কারা কেবল গলাবাজিতে জিতে গেল?

উত্তর ঃ .....

৯। কোকিলের চেয়ে কোন্ পাখী ভালো বলে কমলাকান্ত মনে করেন?

উত্তর ঃ .....

১০। লতায় কী আছে?

উত্তর ঃ .....

১১। কুসুমে কী আছে?

উত্তর ঃ .....

১২। বসন্তের কোকিল কখন এসে রসিকতা আরম্ভ করে?

উত্তর ঃ .....

১৩। নসীবাবুর তালুকের খাজনা এলে কী দেখা যায়?

উত্তর ঃ .....

১৪। 'কু ক্কু কু কু' বলে কে ডাকে?

উত্তর ঃ .....

১৫। সর্ জেম্‌স **মাকিন্টাশ** কীভাবে হারিয়ে গেলেন?

উত্তর ঃ .....

১৬। ভারতচন্দ্র কীভাবে জিতে **গেলেন**?

উত্তর ঃ .....

১৭। 'দুইটি পঞ্চম মিষ্ট বটে' **কোন্** দুটি পঞ্চম মিষ্ট?

উত্তর ঃ .....

১৮। কমলাকান্তের সাথে কোকিলের মিল কোথায়?

উত্তর ঃ .....

১৯। কোকিল কোথায় নিজের আনন্দ গেয়ে বেড়ায়?

উত্তর ঃ .....

২০। কোকিলের পুঁজিপাটা কী?

উত্তর ঃ .....

২১। কমলাকান্তের পুঁজিপাটা কী?

উত্তর ঃ .....

২২। কমলাকান্তের পঞ্চম স্বরে কাকে বলতেন?

উত্তর ঃ .....

২৩। কমলাকান্ত কি পেলে মনের কথা বলতেন?

উত্তর ঃ .....

২৪। কমলাকান্তের মনের কথা এ জীবনে বলা হলনা কেন?

উত্তর ঃ .....

২৫। কমলাকান্ত কোকিলের কী ভালোবাসেন?

উত্তর ঃ .....

২৬। কার ঋষভস্বর কেউ শুনেনা বলে কমলাকান্তের ধারণা?

উত্তর ঃ .....

২৭। কমলাকান্ত গায়ককে কী **আশীর্বাদ** করেন?

উত্তর ঃ .....

২৮। কোন্ দিন নসীবাবুর বাড়িতে একটি লোকেরও দেখা মিলে না?

উত্তর ঃ .....

২৯। **কোন্ কোন্** মানুষেরা নসীবাবুর বাড়িতে এসে হাজির হয়?

উত্তর ঃ .....

৩০। 'বসন্তের কোকিল' - প্রবন্ধটি কি জাতীয় প্রবন্ধ?

উত্তর ঃ .....

গ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর লেখো ঃ

প্রতি প্রশ্নের মান - ৩

১। 'তুমি বসন্তের কোকিল, শীত বর্ষার কেহ নও' - কার লেখা **কোন্** রচনার অন্তর্গত? উক্তিটির যৌক্তিকতা বিচার করো ?

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'বসন্তের কোকিল' প্রবন্ধ থেকে আলোচ্য উক্তিটি নেওয়া হয়েছে।

উক্তিটিতে বসন্ত ঋতুর সাথে কোকিলকে এক করে দেওয়া হয়েছে। বসন্ত কাল বলতে প্রকৃতির সুসময়কে নির্দেশ করা হয়েছে। বসন্ত কালে গাছে নতুন পাতা গজায়, প্রকৃতি নবসাজে সজ্জিত হয়ে উঠে। আর একমাত্র তখনি দেখা মেলে কোকিলের। কিন্তু যখন বর্ষায় চারদিকে জল ভরে যায়, কিংবা গ্রীষ্মের প্রচন্ড দাবদাহে মানুষের প্রাণ ওষ্টাগত তখন কোকিলের দেখা পাওয়া যায় না। আর যখন প্রকৃতিতে সুসময় উপস্থিত হয়, তখন কোকিলের আবির্ভাব ঘটে।

২। "আসল কথা, সেদিন বর্ষা, বসন্ত নহে, বসন্তের কোকিল ও দিন আসবে কেন?" - কার লেখা, কোন্ রচনার অংশ? উক্তিটির মূলবক্তব্য বিষয় কি? ১+২

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

৩। "তুমি সৌন্দর্যশূন্য পরান্নপ্রতিপালিত" - কার লেখা? 'তুমি' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে? প্রসঙ্গ নির্দেশ করো।

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

৪। 'নহিলে অত কালো চলিত না' - উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো ? ৩

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

৫। "গলাবাজিতে সংসার শাসিত হয় বটে, কিন্তু চ্যাঁচাইলে হয় না" - কার লেখা কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে? প্রসঙ্গ নির্দেশ করো ? ১+২

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

৬। "কণ্ঠ নাই বলিয়া আমার মনের কথা কখনো বলিতে পাইলাম না" - কার লেখা? এখানে 'আমার' বলতে কার কথা বলা হয়েছে? উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। ১+২

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

৭। "তোর পুঁজিপাটা ওই গলা; আমার পুঁজিপাটা এই অফিঙের ডেলা' - এখানে 'তোর' আর 'আমার' বলতে কাদের কথা বলা হয়েছে? প্রসঙ্গ নির্দেশ করো ? ১+২

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

৮। 'যে সুন্দর তাকেই ডাকি, যে ভালো তাকেই ডাকি" - এখানে কে, কাকে ডাকার কথা বলা হয়েছে? প্রসঙ্গ নিদের্শ করো ? ১+২

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

৯। "তুমি কেবল গলাবাজিতে জিতিয়া গেলে" - কার কথা বলা হয়েছে? প্রসঙ্গ নির্দেশ করো। ১+২

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

১০। "তখন মানুষ-কোকিল তার পাশে পিপীড়ার সাড়ি দেয়" - এখানে 'তার' বলতে কার কথা বলা হয়েছে? 'মানুষ-কোকিল' বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে? 'মানুষ-কোকিল' শব্দটি যথার্থতা যাচাই **করো**। ১+২

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর লেখো ঃ **মান - ৬**

১। "তখন মানুষ-কোকিলে তাঁহার গৃহকুঞ্জ পুরিয়া যায়" - 'তখন' বলতে কোন সময়কে নির্দেশ করা হয়েছে? 'মানুষ-কোকিল' বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে? 'মানুষ-কোকিল' উপমাটি কতটুকো সার্থক, তা প্রবন্ধ অনুসারে আলোচনা করো। ১+২+৩

উত্তর ঃ প্রশ্নোদ্ধৃত উক্তিটি **বঙ্কিমচন্দ্র** চট্টোপাধ্যায়ের লেখা প্রবন্ধগ্রন্থ 'কমলাকান্তের দপ্তর' থেকে উৎকলিত 'বসন্তের কোকিল' প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে।

আলোচ্য উক্তিটিতে 'তখন' বলতে নসীবাবুর খাজনা আসার সময়টিকে নির্দেশ করা হয়েছে। তখন মানুষ-কোকিল নসীবাবুর গৃহকুঞ্জ পরিপূর্ণ হয়ে যায়।

প্রাবান্ধিক 'বসন্তের কোকিল' প্রবন্ধটিতে 'মানুষ-কোকিল' বলতে সুবিধাভোগী স্বার্থপরায়ণ সেইসব ইঙ্গিত করেছেন যারা মানুষের সুসময়ে উপস্থিত থাকলেও দুঃসময়ে তাদের দেখা পাওয়া যায় না। প্রাবন্ধিক আলোচ্য প্রবন্ধটিতে সমাজের সেইসব তথাকথিত 'মানুষ-কোকিল'দের মানসিকতাকে তীব্র কশাঘাত করেছেন। প্রবন্ধে আমরা দেখি যে, যখন নসীবাবুর তালুকের খাজনা আসে, তখন মানুষ-কোকিলে তার ঘর পরিপূর্ণ হয়ে যায়, নসীবাবু যখন বাগানে যান, তখন তার পেছনে মানুষ-কোকিল পিপীড়ার সাড়ি দেয়। অথচ যে রাত্রে নসীবাবুর ছেলেটি মারা যায়, কখন মানুষ-কোকিলের দেখা পাওয়া যায় না। কারণ তখন **নসীবাবুর** দুঃসময়, সুসময় নয়। তাই মানুষ-কোকিলেরও দেখা পাওয়া যায়নি।

২। 'বসন্তের কোকিল' - প্রবন্ধ অবলম্বনে কমলাকান্ত চরিত্রটি আলোচনা করো। ৬

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৩। 'বসন্তের কোকিল' - প্রবন্ধটি রচনাশৈলী আলোচনা করো ? ৬

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৪। "ওইটি তোমার জিত" - কার প্রসঙ্গে এই কথা বলা হয়েছে? ওইটির দ্বারা কীভাবে জয়লাভ করা যায়? ১+৫

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৫। স্বার্থদুষ্ট আর কোকিলের মধ্যেকার যে মিল প্রাবন্ধিক খুঁজে পেয়েছেন তা প্রবন্ধ অবলম্বনে আলোচনা করো? ৬

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৬। "কেন-না, তুমি সৌন্দর্যশূণ্য, পরান্নপ্রতিপালিত" - কার কথা বলা হয়েছে? উক্তিটির মমার্থ বিশ্লেষণ করো? ১+৫

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

স্বাদেশিকতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১ - ১৯৪১)

লেখক পরিচিতি ঃ- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম ১৮৬১ খ্রীঃ ৭ই মে, মৃত্যু ১৯৪১ খ্রীঃ ৭ই আগষ্ট। জন্মস্থান কোলকাতার জোড়াসাকোঁর ঠাকুরবাড়ী। পিতাঃ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মাতা সারদা দেবী।

'কবিগুরু' এবং 'বিশ্বকবি' এই দুটি বিশেষণে ভূষিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথাগতভাবে কোন বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেননি। তা সত্ত্বেও বিবিধ বিষয়ে গৃহশিক্ষকদের কাছ থেকে শিক্ষালাভের কোন ত্রুটি ছিল না। মাত্র ১৮ বছর বয়সেই তিনি সৃজন করেছিলেন 'বনফুল', 'কবিকাহিনী', 'ভানুসিংহের পদাবলী' ও 'শৈশব সংগীতে'র-এর মতো রচনা। সন্ধ্যাসংগীত' প্রকাশিত হলে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর গলায় জয়মালা পড়িয়ে দেন। ১৯১৩ খ্রিঃ 'Song Offering's এর জন্য তিনি নোবেল পুরস্কার পান। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলির মধ্যে রয়েছে 'রাজর্ষি', 'বউঠাকুরাণীর হাট', 'চোখের বালি', 'নৌকাডুবি' প্রভৃতি। তাছাড়া তিনি লেখে গেছেন অসংখ্য কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ, সংগীত ইত্যাদি। তাঁর 'রক্তকরবী' নাটকটি বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে একটি মাইলফলক স্বরূপ। রবীন্দ্রনাথই পৃথিবীর একমাত্র কবি যাঁর রচিত দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের (ভারত ও বাংলাদেশ) জাতীয় সংগীত।

উৎস ঃ- আলোচ্য 'স্বাদেশিকতা' প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' নামক আত্মকথা জাতীয় প্রবন্ধগ্রন্থ থেকে উৎকলিত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জীবনস্মৃতি' ১৯১২ সালে গ্রন্থাগারে প্রকাশিত হয়। তারও আগে একটি 'প্রবাসী' মাসিক পত্রে (ভাদ্র ১৩১৮ - শ্রাবণ ১৩১৯) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

সারাংশ ঃ- 'জীবনস্মৃতি' নামক প্রবন্ধগ্রন্থ থেকে উৎকলিত 'স্বাদেশিকতা' প্রবন্ধটিতে প্রাবন্ধিক অঙ্কন করেছেন তাঁর এবং পারিপার্শ্বিক মানুষদের স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা ও ত্যাগের কিছু চিত্রপট। প্রাবন্ধিক প্রথমেই বলেছেন, ঠাকুরবাড়ীকে বাইরে থেকে দেখলে তাতে দেখা যাবে বিদেশী প্রথার প্রচলন, কিন্তু তার অন্তরে লুকিয়ে ছিল স্বদেশাভিমান। এই প্রবন্ধের প্রতিটি পর্যায়ে আমরা স্বাদেশিকতা বিভিন্ন দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করতে পাই। ঠাকুর বাড়ির উদ্যোগে 'হিন্দুমেলা'-র সৃষ্টি থেকে শুরু করে দেশলাই কারখানার নির্মাণ, প্রত্যেকটি কর্মপ্রণালীতেই রয়েছে স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা। তৎকালীন ইংরেজী সভ্যতার মধ্যে দাঁড়িয়ে ঠাকুর পরিবার অন্যান্যদের এই স্বদেশ প্রীতিই প্রবন্ধটিকে প্রাসঙ্গিক করে তুলেছে।

সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো ঃ (✔) *প্রতি প্রশ্নের মান - ১*

১। বাইরে থেকে দেখলে রবীন্দ্রনাথের পরিবারে চলন ছিল অনেক -

(ক) স্বদেশি প্রথার,(খ) বিদেশীর প্রথার, (গ) বহুবিবাহ প্রথার, (ঘ) বিধবাবিবাহ প্রথার।

উঃ- (খ) বিদেশীর প্রথার।

২। স্বদেশের প্রতি একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা জীবনের সকল প্রকার বিপ্লবের মধ্যে অক্ষুণ্ন ছিল -

(ক) রবীন্দ্রনাথের, (খ) পিতৃদেবের, (গ) জ্যোতিরিন্দ্রনাথের, (ঘ) অবনীন্দ্রনাথের।

৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দাদারা বাড়িতে চিরকাল চর্চা করে এসেছেন -

(ক) ইংরেজী ভাষার, (খ) ফরাসী ভাষার, (গ) সংস্কৃত ভাষার, (ঘ) মাতৃভাষার।

৪। রবীন্দ্রনাথের পিতাকে তাঁর **কোন্** নূতন আত্মীয় **যে ভাষায়** পত্র লেখেছিলেন -

(ক) বাংলায়, (খ) হিন্দীতে, (গ) ইংরেজীতে, (ঘ) উর্দুতে।

৫। ঠাকুর বাড়ীর সাহায্যে একটি মেলা সৃষ্টি হয়েছিল, মেলাটির নাম -

(ক) মিলনমেলা, (খ) চৈত্রমেলা, (গ) বই মেলা, (ঘ) হিন্দুমেলা।

৬। হিন্দুমেলার কর্মকর্তারূপে **নিয়োজিত** ছিলেন -

(ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, (খ) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, (গ) রাজনারায়ণ বসু, (ঘ) নবগোপাল মিত্র।

৭। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যে বিখ্যাত জাতীয় সংগীতটি রচনা করেছিলেন সেটি হল -

(ক) মিলে সবে ভারত সন্তান, (খ) জন **গণ** মন অধিনায়ক,

(গ) এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন, (ঘ) ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে।

৮। রবীন্দ্রনাথ দিল্লিদরবার সম্বন্ধে একটি গদ্যপ্রবন্ধ লিখেছিলেন -

(ক) লর্ড কার্জনের সময়, (খ) লর্ড লিটনের সময়,

(গ) রাজ নারায়ণ বসুর সময়, (ঘ) নবগোপাল মিত্রের সময়।

৯। তখনকার ইংরেজ গবর্মেন্ট ভয় করত -

(ক) রাশিয়াকে, (খ) জাপানকে, (গ) ভারতকে, (ঘ) ইংল্যান্ডকে।

১০। দিল্লিদরবার সম্বন্ধে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেছিলেন -

(ক) মিলন মেলায়, (খ) সাহিত্যমেলায়, (গ) চৈত্র মেলায়, (ঘ) হিন্দুমেলায়।

১১। স্বাদেশিকের সভার সভাপতি ছিলেন -

(ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, (খ) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর,

(গ) রাজ নারায়ণ বসু, (ঘ) নবগোপাল মিত্র।

১২। স্বাদেশিকের সভার সমস্ত অনুষ্ঠান ছিল -

(ক) আনন্দদায়ক, (খ) দুঃখকর, (গ) রহস্যে আবৃত, (ঘ) জাঁক জমকপূর্ণ।

১৩। হিন্দুমেলায় গাছের তলার দাঁড়িয়ে পাঠ করা কবিতাটি হল -

(ক) অত্যুক্তি, (খ) শাজাহান, (গ) হিন্দুমেলার উপহার, (ঘ) স্বপ্নময়ী।

১৪। হিন্দুমেলায় কবিতা পাঠের সময় শ্রোতাদের মধ্যে উপস্থিত **ছিলেন** -

(ক) রাজনারায়ণ বসু, (খ) নবীনচন্দ্র সেন, (গ) ব্রজবাবু, (ঘ) **নবগোপাল মিত্র।**

১৫। স্বাদেশিকের সভায় সদস্যদের প্রধান কাজ ছিল -

(ক) সমাজ সেবা করা, (খ) কবিতা পাঠ করা,

(গ) সাহিত্য আলোচনা করা, (ঘ) উত্তেজনার আগুন পোহানো।

১৬। অভিনয় সাঙ্গ হয়ে গেছে, একটি ইষ্টকও খসে নি -

(ক) ব্রিটিশ গবর্মেন্টের, (খ) ফোর্ট উইলিয়াম,

(গ) **জোড়াসাঁকোর** ঠাকুরবাড়ীর, (ঘ) রাশিয়ার গবর্মেন্টের।

১৭। ভারতবর্ষের একটি সার্বজনীন পরিচ্ছদ কী হতে পারে, স্বাদেশিকের সভায় তার নানা প্রকারের নমুনা উপস্থিত করতে আরম্ভ করলেন -

(ক) রবীন্দ্রনাথ, (খ) দাদা, (গ) জ্যোতিদাদা, (ঘ) নবগোপাল মিত্র।

১৮। কর্মক্ষেত্রের উপযোগী হল -

(ক) পায়জামাটা, (খ) ধুতিটা, (গ) কোটটা, (ঘ) শার্টটা।

১৯। বিজাতীয় পোষাকটি হল -

(ক) পায়জামা, (খ) ধুতি, (গ) কোট, (ঘ) শাড়ী।

২০। সোলার টুপির সঙ্গে **পাগড়ির** মিশ্রণে যে-টি **তৈরি** হল তাকে অতি উৎসাহী লোক -

(ক) শিরোভূষণ বলে মনে করেনা। (খ) দেশী পোষাক বলে মনে করে।

(গ) বিদেশী পোষাক বলে মনে করে। (ঘ) হাসির খোড়াক বলে **মনে** করে।

২১। জ্যোতিদাদা দলবল নিয়ে শিকার করতে বের হতেন -

(ক) শনিবার, (খ) রবিবার, (গ) শুক্রবার, (ঘ) মঙ্গলবার।

২২। রবিবারে দলবল নিয়ে শিকার করতে বের হতেন -

(ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, (খ) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, (গ) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, (ঘ) রাজনারায়ণ বসু।

২৩। শিকারের জন্য রাশিকৃত লুচি তরকারী প্রস্তুত করে সঙ্গে দিতেন -

(ক) রবীন্দ্রনাথের মেজদিদি, (খ) রবীন্দ্রনাথের বড়দিদি,

(গ) রবীন্দ্রনাথের **বউঠাকুরাণী,** (ঘ) রবীন্দ্রনাথের স্ত্রী।

২৪। পোড়োবাগানের অভাব নেই -

(ক) মানিকতলায়, (খ) বেলগড়িয়ায়। (গ) কলকাতায়, (ঘ) **জোড়াসাঁকোয়।**

২৫। রবিবারে ররিবারে দলবল নিয়ে জ্যোতিদাদা যেতেন -

(ক) শিকারে, (খ) মিটিংএ, (গ) সমিতিতে, (ঘ) নগরভ্রমণে।

২৬। কবিদের অহিংস্রক শিকারিদের মধ্যে একজন প্রধান উৎসাহী ছিলেন -

(ক) মধ্যবিত্ত জমিদার, (খ) নবগোপাল মিত্র, (গ) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, (ঘ) ব্রজবাবু।

২৭। মেট্রোপলিটন কলেজের সুপরিনেন্ডেট ছিলেন -

(ক) ব্রজবাবু, (খ) নবগোপাল বাবু, (গ) রাজনারায়ণ বাবু, (ঘ) মধ্যবিত্ত জমিদার।

২৮। স্বাদেশিকতার সভার উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি ছিল -

(ক) অস্পৃশ্য দূরীকরণ, (খ) দুঃস্থদের সহয়তা করা,

(গ) **দিয়াশালাই তৈরি,** (ঘ) বিধবা বিবাহ প্রচলন।

২৯। স্বাদেশিকতার সভার উদ্দেশ্যে পূরণের জন্য সভ্যরা সভায় দান **করতেন** তাদের আয়ের -

(ক) পঞ্চমাংশ, (খ) ষষ্ঠাংশ, (ঘ) একাংশ, (ঘ) দশমাংশ।

৩০। "আমাদের কলে এই গামছার টুকরো **তৈরি** হইয়াছে" - কার উক্তি?

(ক) ব্রজবাবু, (খ) নন্দগোপাণ মিত্র, (গ) রাজরানায়ণ বসু, (ঘ) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৩১। নানা বৈপরীত্যের সমাবেশ ঘটেছিল -

(ক) রাজনারায়ণ বসুর মধ্যে, (খ) নবগোপাল মিত্রের মধ্যে,

(গ) ব্রজবাবুর মধ্যে, (ঘ) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে।

৩২। "ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন" - কার সম্পর্কে বলা হয়েছে -

(ক) রাজনারায়ণ বসুর, (খ) নবগোপাল মিত্রের মধ্যে,

(গ) ব্রজবাবুর মধ্যে, (ঘ) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে।

৩৩। রিচার্ডসনের প্রিয় ছাত্রটি হলেন -

(ক) রাজনারায়ণ বসু, (খ) জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুর, (গ) ব্রজবাবু, (ঘ) নবগোপাল মিত্র।

পূর্ণাঙ্গ বাক্যে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও ঃ মান — ১

১। স্বাদেশিকতা প্রবন্ধটি কার লেখা?

উঃ- বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা।

২। প্রবন্ধটি কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে?

উত্তর ঃ .....

৩। স্বদেশের প্রতি পিতৃদেবের মানসিকতা কেমন ছিল?

উত্তর ঃ .....

৪। 'বস্তুত সে সময়টা স্বদেশ প্রেমের সময় নয়" - কোন্ সময়ের কথা বলা হয়েছে?

উত্তর ঃ .....

৫। ঠাকুর বাড়িতে কারা, **কীসের** চর্চা চিরকাল করে এসেছে?

উত্তর ঃ .....

৬। ঠাকুর বাড়ির সাহায্যে সৃষ্ট মেলার নাম কি ছিল?

উত্তর ঃ .....

৭। "ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া' ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম হয়" - কবি এখানে কোন্ মেলার কথা বলেছেন?

উত্তর ঃ .....

৮। মেজ দাদার রচিত জাতীয় সংগীতটির নাম কি?

উত্তর ঃ .....

৯। হিন্দু **মেলায় কি হতো**?

উত্তর ঃ .....

১০। দিল্লিদরবার সম্বন্ধে লিখিত গদ্যপ্রবন্ধ কার সময়ে লেখা হয়েছিল?

উত্তর ঃ .....

১১। জ্যোতিদাদার উদ্‌যোগে গঠিত সভার সভাপতি কে ছিলেন?

উত্তর ঃ .....

১২। স্বাদেশিকতার সভা কোথায় বসত?

উত্তর ঃ .....

১৩। স্বাদেশিকতার সভার সমস্ত অনুষ্ঠান **কীসে** আবৃত ছিল?

উত্তর ঃ .....

১৪। স্বাদেশিকতার সভার প্রধান কাজ কি ছিল?

উত্তর ঃ .....

১৫। "কিন্তু ওটার প্রতি মানুষের একটা গভীর শ্রদ্ধা আছে" - **কীসের** কথা বলা হয়েছে?

উত্তর ঃ .....

১৬। রাজ্যের মধ্যে কোন ধর্মেরও পথ রাখা চাই, নাহলে কি হয়?

উত্তর ঃ .....

১৭। "ধুতিটা কর্মক্ষেত্রের উপযোগী নহে অথচ পায়জামাটা বিজাতীয়, এই জন্য তিনি একটা আপস করিবার চেষ্টা করিলেন" - আপসের পরিণাম কি হল ?

উত্তর ঃ .....

১৮। "দেশের জন্য অকাতরে প্রাণ দিতে পারে এমন বীরপুরুষ অনেক থাকিতে পারে কিন্তু দেশের মঙ্গলের জন্য সর্বজনীন পোষাক পরিয়া গাড়ি করিয়া কলিকাতার রাস্তা দিয়া যাইতে পারে এমন খোর নিশ্চয়ই বিরল" - কার কথা বলা হয়েছে?

উত্তর ঃ .....

১৯। জ্যোতিদাদার শিকারের দলে কারা ছিলেন?

উত্তর ঃ .....

২০। শিকারে কোন্ জিনিসটা সবচেয়ে নগন্য ছিল?

উত্তর ঃ .....

২১। শিকারে যাত্রার সময়টা কখন ছিল?

উত্তর ঃ .....

২২। শিকারের জন্য রাশিকৃত লুচি তরকারী কে **তৈরি** করে দিতেন?

উত্তর ঃ .....

২৩। প্রবন্ধে উল্লেখিত রবীন্দ্রনাথের ঘরের শিক্ষকটি কে ছিলেন?

উত্তর ঃ .....

২৪। "আচ্ছা ডাব পাড়িয়া আন্" - কার উক্তি?

উত্তর ঃ .....

২৫। দলের মধ্যে মধ্যবিত্ত জমিদারটি কেমন ছিলেন?

উত্তর ঃ .....

২৬। স্বাদেশিকতা সভার প্রধান উদ্দেশ্য কি ছিল? তারজন্য সভ্যরা কি করতেন?

উত্তর ঃ .....

২৭। অনেক পরীক্ষার পর **বাক্স** কয়েক কী **তৈরি** হল?

উত্তর ঃ .....

২৮। এক **বাক্স** দেশলাই তৈরিতে যে খরচ পড়ে তাতে কী চলে যেত বলে লেখকের ধারণা?

উত্তর ঃ .....

২৯। "খবর পাওয়া গেল" - কী খবর পাওয়া দিয়েছিল?

উত্তর ঃ .....

৩০। "তাঁহার মধ্যে নানা বৈপরীত্যের সমাবেশে ঘটিয়েছিল" - কার কথা বলা হয়েছে?

উত্তর ঃ .....

৩১। "ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন" - কার সম্পর্কে এ কথা বলা হয়েছে?

উত্তর ঃ .....

৩২। রিচার্ডসনের প্রিয় ছাত্রটি কে?

উত্তর ঃ .....

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর করো ঃ **প্রতি প্রশ্নের মান — ৩**

১। 'বাহির হইতে দেখিলে আমাদের পরিবারে অনেক বিদেশি প্রথার চলন ছিল কিন্তু আমাদের পরিবারের হৃদয়ের মধ্যে একটা **স্বদেশাভিমান** স্থির দীপ্তিতে জাগিয়েছিল" - কার লেখা, কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে? উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ করো? ১+২

উত্তর ঃ আলোচ্য অংশটি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'স্বাদেশিকতা' প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে।

কবি বলেছেন যে, বাইরে থেকে দেখলে ঠাকুর পরিবারে অনেক বিদেশী প্রথার প্রচলন লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু এই বিদেশী প্রথার অন্তরালে লুকিয়ে রয়েছে একটি তীব্র স্বদেশাভিমান। তার প্রমাণস্বরূপ তিনি বলেছেন যে, ঠাকুর পরিবারের ছেলেরা সবসময় মাতৃভাষার চর্চা করে এসেছেন। তাছাড়া ঠাকুর বাড়ীর উদ্যোগে গড়ে ওঠা, 'হিন্দু মেলা'ও এই কথার **সাক্ষ্য** বহন করে। হিন্দুমেলায় দেশী ব্যায়াম প্রদর্শনী থেকে শুরু করে কবিতা পাঠ সবকিছুই ঠাকুর পরিবারের স্বাদেশিকতাকেই নির্দেশ করে।

২। "বস্তুত সে সময়টা স্বদেশ প্রেমের সময় নয়" - কার লেখা, কোন্ রচনার অংশ? বক্তার এরূপ মনে হবার কারণ কী? ১+২

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

৩। "আমাদের বাড়ির সাহায্যে হিন্দুমেলা বলিয়া একটি মেলা সৃষ্টি হইয়াছিল" - হিন্দুমেলার সভাপতি কে ছিলেন? হিন্দুমেলা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লেখো। ১+২

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

৪। "জ্যোতিদাদার উদযোগে আমাদের একটি সভা হইয়াছিল" - এখানে উল্লেখিত জ্যোতিদাদা কে? সভার কার্যকলাপ কেমন ছিল? ১+২

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

৫। "এই সভায় আমাদের প্রধান কাজ উত্তেজনার আগুন পোহানো' - কার লেখা, কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে? অলোচ্য উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো?

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

৬। "বীরত্ব জিনিসটা কোথাও বা সুবিধাকর কোথাও বা অসুবিধাকর হইতেও পারে, কিন্তু ওটার প্রতি মানুষের একটা গভীর শ্রদ্ধা আছে" - কার লেখা, কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে? প্রসঙ্গ উল্লেখ করো। ১+২

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

৭। "ভারতবর্ষের একটা সার্বজনীন পরিচ্ছদ কী হইতে পারে, এই সভায় জ্যোতিদাদা তাহার নানা প্রকার নমুনা উপস্থিত করিতে আরম্ভ করিলেন" - **কোন্** সভার কথা এখানে বলা হয়েছে? ১+২

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

৮। "আমাদের দলের মধ্যে একটি মধ্যবিত্ত জমিদার ছিল" - **কোন্** রচনার অংশ? মধ্যবিত্ত জমিদার সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। ১+২

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

৯। "আমাদের কলে এই গামছার টুকরো **তৈরি** হইয়াছে" - কার উক্তি? প্রসঙ্গ নির্দেশ করো। ১+২

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

১০। "তাহার মধ্যে নানা বৈপরীত্যের সমবেশ ঘটিয়াছিল" - 'তাহার' বলতে কার কথা **বলা** হয়েছে? বৈপরীত্যের সমাবেশ **কীভাবে** ঘটেছে তা প্রবন্ধ অবলম্বনে আলোচনা করো। ১+২

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

১১। "এমন লোক নিশ্চয়ই বিরল" - কোন লোক সম্পর্কে একথা বলা হয়েছে? এমন লোক বিরল কেন? ১+২

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর লেখো ঃ *মান - ৬*

১। "আমাদের বাড়িতে দাদারা চিরকাল মাতৃভাষার চর্চা করিয়া আসিয়াছেন" - 'আমাদের বলতে কাদের বাড়ির কথা বলা হয়েছে? বক্তব্যটির মধ্যে লেখকের মূল অভিপ্রায় ব্যক্ত করো। ১+৫

উঃ- আলোচ্য অংশটি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'স্বদেশিকতা' প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'স্বাদেশিকতা' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে, বাইরে থেকে দেখলে তাঁদের ঠাকুর পরিবারে অনেক বেশী বিদেশী প্রথার প্রচলন আছে বলে মনে হবে, কিন্তু তার অন্তরালে একটা স্বদেশপ্রেম ফল্গুধারার মতো তাদের অন্তরে প্রবহমান ছিল। তাঁর এই অভিমতটির স্বপক্ষে তিনি বলেছেন যে, তাঁদের বাড়িতে দাদারা চিরকাল মাতৃভাষার চর্চা করে এসেছেন। তাঁর পিতাকে কোন এক আত্মীয় ইংরেজী ভাষায় **পত্র লিখেছিল বসে সেই পত্র তখনই পত্র লেখকের কাছে ফেরত যায়।** ঠাকুরবাড়ীর উদ্‌যোগে 'হিন্দুমেলা' নামে একটি মেলার সূচনা হয়েছিল। যেখানে দেশী শিল্প দেশী ব্যয়াম প্রদর্শন করা হত। পাশাপাশি সেখানে দেশের স্তবগান গীত, দেশানুরাগের কবিতা

পাঠ ও পেশি গুনীলোক পুরস্কৃত হত।

সর্বোপরি দেশের প্রতি যে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা ঠাকুর পরিবারের প্রত্যেকের মধ্যে ছিল, তারই বর্হিপ্রকাশ উপরিক্ত **কর্মপ্রণালীর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।**

২। "আমাদের বাড়ির সাহায্যে হিন্দুমেলা বলিয়া একটি মেলা সৃষ্টি হইয়াছিল" - কার লেখা **কোন্** রচনার অংশ? 'হিন্দুমেলা' কি? হিন্দুমেলা কীভাবে উদযাপিত হত? ১+১+৪

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৩। "ইহা স্বাদেশিকের সভা" - "স্বদেশিকের সভা' কি? এইসভার উদ্দেশ্য কি? এই সভার কর্ম প্রণালী আলোচনা করো ? ১+২+৩

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৪। 'স্বাদেশিকতা' প্রবন্ধ অবলম্বনে রাজনারায়ণ বসুর চরিত্রটি আলোচনা করো ? ৬

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৫। 'স্বাদেশিকতা' প্রবন্ধ অবলম্বনে ব্রজবাবুর চরিত্রটি বিশ্লেষণ করো। ৬

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৬। 'স্বাদেশিকতা' প্রবন্ধটির কাহিনি অবলম্বনে নামকরণের সার্থকতা **বিচার** করো। ৬

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ভারতবর্ষ

এস.ওয়াজেদ আলি (১৮৯০-১৯৫১)

লেখক পরিচিতি ঃ- বাংলা গদ্য সাহিত্যের ধারায় এক অন্যতম নাম এস. ওয়াজেদ আলি। তাঁর জন্ম ১৮৯০ খ্রীঃ ৪ সেপ্টেম্বর, মৃত্যু ১৯৫১ খ্রীঃ ১০ জুন। তাঁর পড়াশোনা শুরু হয় গ্রামের মাদ্রাসা স্কুলে। তিনি আলিগড়ে মায়ো কলেজে তারপর এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে আই.এ এবং বি.এ পাশ করে লন্ডনে যান এবং **ক্রেমব্রীজ** বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ল' ডিগ্রি অর্জন করে দেশে ফিরেন।

তিনি ছিলেন বিভিন্ন স্বাদের সাহিত্য রচনার সিদ্ধহস্ত। তাঁর প্রথম প্রবন্ধ 'অতীতের বোঝা' প্রকাশিত হয় 'সবুজপত্র' পত্রিকায়। এরপর প্রথম ছোটগল্প প্রকাশিত হয় 'রাজা'। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাগুলি হল - 'দরবেশের দোয়া' (১৯৩১), 'জীবনের শিল্প' (১৯৪১), 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য (১৯৪৩), 'ভবিষ্যতের বাঙালি' (১৯৪৩), 'বাদশাহী গল্প' (১৯৪৪), 'গল্পের মজলিম (১৯৪৪) ইত্যাদি।

উৎস ঃ- আমাদের আলোচ্য 'ভারতবর্ষ' প্রবন্ধটি 'এস.ওয়াজেদ আলি রচনাবলি' থেকে গৃহীত হয়েছে।

সারাংশ ঃ- আলোচ্য গল্পটিতে লেখক পরিবর্তন ও অপরিবর্তনের এক সন্ধিক্ষণে পাঠকদের দাঁড় করিয়েছেন। তেষট্টিটি বাক্যে বিন্যস্ত 'ভারতবর্ষ' নামক ছোটগল্পের একদিকে যেমন রয়েছে পরিবর্তনের ছোঁয়া, তেমনি অপরদিকে রয়েছে অপরিবর্তনের বার্তা, লেখক দেখিয়েছেন সময় ও সমাজে পরিবর্তনতার স্রোত স্বাভাবিক নিয়মে বয়ে গেলেও ভারতীয় বিশ্বাস, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ জনজীবনে অপরিবর্তনীয়।

গল্পটিতে দেখা যায় ২৫ বছর আগের **লেখকের** পরিচিত গলি নতুন রূপে সজ্জিত হয়ে ওঠলেও মুদিখানাটির কোন পরিবর্তন হয়নি। এখানে মুদিখানাটি ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতিভূ হয়ে ধরা দিয়েছে। যা আদি থেকে এখনও পর্যন্ত একই রয়ে গেছে। চারিদিকে বহমান পরিবেশের পরিবর্তন হলেও মূল্যবোধের পরিবর্তন হয়নি।

সঠিক উত্তর নির্বাচন করো ঃ (✔) *মান - ১*

১। কত বছর আগে লেখক একবার কলকাতায় এসেছিলেন?

(ক) ২০ বছর, (খ) ১০ বছর, (গ) ১৫ বছর, (ঘ) ২৫ বছর।

উঃ- (ঘ) ২৫ বছর।

২। ২৫ বছর **আগে** লেখকের বয়স ছিল -

(ক) দশ-এগারো, (খ) আট-নয়, (গ) নয়-দশ, (ঘ) বারো-তেরো।

৩। লেখকের বাসার নিকটে ছিল -

(ক) হাসপাতাল, (খ) বিদ্যালয়, (গ) মুদিখানা, (ঘ) কলেজ।

৪। বৃদ্ধের মাথায় ছিল মস্ত এক -

(ক) টুপি, (খ) টাক, (গ) চশমা, (ঘ) পাগড়ি।

৫। নাকের উপর মস্ত -

(ক) চাঁদির চশমা, (খ) সোনার চশমা, (গ) রূপার চশমা, (ঘ) লোহার চশমা।

৬। বৃদ্ধের পাশে থাকত -

(ক) দুটি মেয়ে, (খ) একটি মেয়ে, (গ) দুটি ছেলে, (ঘ) দুটি মেয়ে ও একটি ছেলে।

৭। লেখক দেশে ফিরে গেলেন -

(ক) এক-দুদিন পর, (খ) দু-চারদিন পর, (গ) তিন-চারদিন পর, (ঘ) পাঁচ-ছয়দিন পর।

৮। আগে যেখানে ঘর ছিল, এখন সেখানে -

(ক) মাঠ, (খ) বড়ো বড়ো ম্যানশন। গ) বিদ্যালয়, (ঘ) কলেজ।

৯। বৃদ্ধ **কোন্** সুরে রামায়ণ পড়তেন?

(ক) নাকি সুরে, (খ) ঘুম পড়ানি সুরে, (গ) সাপ খেলানো সুরে, (ঘ) উচ্চ ও তীক্ষ্ণ সুরে।

১০। এখনও কেরোসিন একটি বাতি ঝুলছে -

(ক) মাচা থেকে, (খ) তাক থেকে, (গ) চাল থেকে, (ঘ) ছাদ থেকে।

১১। লেখকের মতে মুদিখানার বাতিটি ছিল -

(ক) পঁচিশ বছর আগের. (খ) কুড়ি বছর আগের, (গ) দশ বছর আগের, (ঘ) ত্রিশ বছর আগের।

১২। লেখক স্তম্ভিত হয়ে গেলেন -

(ক) ম্যানশন দেখে, (খ) বাতিটিকে দেখে, (গ) রামায়ণ পড়া দেখে, (ঘ) ভিতরকার দৃশ্য দেখে।

১৩। বৃদ্ধের পাঠকরা রামায়ণ বইটি ছিল -

(ক) বাল্মিকীর, (খ) ব্যাসদেবের, (গ) কাশীরামদাশের, (ঘ) কৃত্তিবাস ওঝার।

১৪। রামায়ণ বইটি **কিনেছিলেন** -

(ক) বাবা, (খ) মামা, (গ) ঠাকুর দাদা, (ঘ) কাকা।

১৫। রামায়ণ বইটি কেনা হয়েছিল -

(ক) বটতলা থেকে, (খ) চন্ডীতলা থেকে, (গ) সুপার মার্কেট থেকে,(ঘ) বই-এর দোকান থেকে।

১৬। লেখকের মতে পরিবর্তন ঘটেনি -

(ক) ট্রাডিশনের, (খ) ভালোবাসার, (গ) মানবিকতার, (ঘ) শ্রদ্ধার।

১৭। লেখক মনে মনে কোন্ চক্ষুর সন্ধান পেয়েছিলেন -

(ক) জ্ঞান চক্ষু, (খ) দিব্যচক্ষু, (গ) লোকচক্ষু, (ঘ) মনচক্ষু।

১৮। বৃদ্ধের চেহারাটি ছিল -

(ক) মোটা সোটা, (খ) রোগাপতলা, (গ) লম্বা-চওড়া, (ঘ) বিজ্ঞলোকের মতো।

নীচের প্রশ্নগুলির পূর্ণাঙ্গ বাক্যে উত্তর দাও ঃ *মান - ১*

১। কত বছর পূর্বে' লেখক কলকাতায় এসেছিলেন?

উঃ- ২৫ বছর পূর্বে লেখক কলকাতায় এসেছিলেন।

২। 'ভারতবর্ষ' গল্পটি কার লেখা।

উত্তর ঃ .....

৩। ২৫ বছর পূর্বে লেখকের বয়স কত ছিল?

উত্তর ঃ .....

৪। লেখকের বাসার নিকটে কি ছিল?

উত্তর ঃ .....

৫। মুদিখানায় কে গদিতে বসে, কি পড়ত?

উত্তর ঃ .....

৬। বৃদ্ধের রামায়ণ পাঠের সুরটি কেমন ছিল?

উত্তর ঃ .....

৭। বৃদ্ধের মাথায় কি ছিল?

উত্তর ঃ .....

৮। "বেশ বিজ্ঞ লোকের মতো চেহারা' - কার চেহেরা?

উত্তর ঃ .....

৯। রামায়ণ পাঠের বিষয়টি কি ছিল?

উত্তর ঃ .....

১০। লেখক কতদিন পরে দেশে ফিরে গেলেন?

উত্তর ঃ .....

১১। "তাদের অস্তিত্বের কথা আমি ভুলে গেলুম!" - কাদের কথা বলা হয়েছে?

উত্তর ঃ .....

১২। আগে যেখানে ঘর ছিল, এখন সেখানে কি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে?

উত্তর ঃ .....

১৩। মুদিখানাটির ভেতর চাল থেকে কি ঝুলছিল?

উত্তর ঃ .....

১৪। "আমি কিন্তু স্তম্ভিত হয়ে গেলুম ভিতরকার দৃশ্য দেখে" - 'আমি' কে?

উত্তর ঃ .....

১৫। 'পঁচিশ বছর আগে বা শুনেছিলাম' - পঁচিশ বছর আগে লেখক কি শুনেছিলেন?

উত্তর ঃ .....

১৬। রামচন্দ্র কে?

উত্তর ঃ .....

১৭। "পঁচিশ বছর আগে আপনি এখান দিয়ে **গিয়েছিলেন**" - কে, কাকে একথা বলেছিল?

উত্তর ঃ .....

১৮। "এ বইটি কবে কার" - **কোন্** বইয়ের কথা বলা হয়েছে?

উত্তর ঃ .....

১৯। 'ভারতবর্ষ' - ছোট গল্পে উল্লেখিত রামায়ণ বইটি কার লেখা?

উত্তর ঃ .....

২০। বৃদ্ধের ঠাকুরদাদা কোথা থেকে বইটি কিনেছিলেন?

উত্তর ঃ .....

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ **মান — ৩**

প্রশ্ন ঃ- "তাই ছিল পাঠের বিষয়।" কার লেখা, কোন্ রচনার অংশ? পাঠের বিষয়টি কি? ১+২

উঃ- আলোচ্য উক্তিটি এস.ওয়াজাদ আলির 'ভারতবর্ষ' নামক ছোটগল্প থেকে নেওয়া হয়েছে।

'ভারতবর্ষ' ছোটগল্পটিতে স্থান পেয়েছে কৃত্তিবাস ওঝার স্বরচিত 'রামায়ণ' মহাকাব্যটির সামান্য অংশ প্রশ্নোদ্ধৃত 'পাঠ' বলতে কৃত্তিবাস ওঝার রামায়ণকেই নির্দেশ করা হয়েছে। আলোচ্য পাঠের বিষয়টি হল রাম কপিসেনার সাহায্য কীভাবে সমুদ্রের উপর সেতু বেঁধে লঙ্কাদ্বীপে **পৌঁছেছিলেন** তারই ব্যাখ্যা। বৃদ্ধ গদির উপর **বসে** সাপখেলানো সুরে 'রামায়ণ' কাহিনী অবলম্বনে রামের সেতু বন্ধনের কাহিনীই পাঠ করে চলতেন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর লেখো ঃ **মান - ৩**

১। "সেই মুদিখানায় একটি বৃদ্ধ গদিতে বসে বিপুলাকায় একটি বই নিয়ে সাপ খেলোনো সুরে কি পড়ত" - কার লেখা, **কোন্** রচনার অংশ? গল্পে বৃদ্ধের চেহারার যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা আলোচনা করো। ১+২

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

২। "রামচন্দ্র সেতু পার হয়েছিলেন কি না, আর পার হয়েই বা কী করেছিলেন, তা তখন জানতে পারিনা" - রামচন্দ্রকে? পরের কাহিনি **লেখকের** জানা হয়নি কেন? ১+২

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

৩। "পরিবর্তনের কতস্রোত আমার জীবনের উপর দিয়ে বয়ে গেল" - কার লেখা, **কোন্** রচনার অংশ? প্রসঙ্গ নির্দেশ করো। ১+২

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

৪। "তাদের অস্তিত্বের কথা আমি ভুলে গেলুম!" - 'তাদের' বলতে কাদের কথা **বলা** হয়েছে? লেখক কেন ভুলে গেলেন?

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

৫। "আমি কালের অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তনের কথা ভাবছি" - 'আমি' বলতে কার কথা **বলা** হয়েছে? তাৎপর্য **বিশ্লেষণ** করো। ১+২

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

৬। "আমি কিন্তু স্তম্ভিত হয়ে গেলুম ভিতরকার দৃশ্য দেখে" - কার লেখা, **কোন্** রচনার অংশ? লেখকের স্তম্ভিত হয়ে যাওয়ার কারণ কি? ১+২

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

৭। "কোন মায়ামন্ত্রবল সেই সুদূর অতীত আবার ফিরে এল নাকি" - 'মায়ামন্ত্রবল' মানে কি? লেখকের এরূপ মনে হবার কারন কী? ১+২

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

৮। "প্রকৃত ভারতবর্ষের নিখুঁত একটি ছবি আমার চোখের সামনে ফুটে উঠল" - কার লেখা, **কোন্** রচনার অংশ? প্রসঙ্গ নির্দেশ করো? ১+২

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

৯। সেই Tradition সামনে চলছে তার কোথাও পরিবর্তন ঘটে নি" - 'Tradition' মানে কি? উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। ১+২

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর লেখো ঃ

প্রতি প্রশ্নের মান - ৬

প্রশ্ন ঃ- 'ভারতবর্ষ' গল্পটির নামকরণের সার্থকতা বিশ্লেষণ করো। ৬

উঃ- 'ভারতবর্ষ' ছোটগল্পটি এস.ওয়াজেদ আলির লেখা 'এস. ওয়াজেদ আলি' রচনাবলি গ্রন্থ থেকে উৎকলিত হয়েছেল।

নামকরণ যে কোন শাখারই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নামকরণের মধ্যে দিয়েই গল্পকার তাঁর গল্পের একটি প্রাথমিক আভাষ পাঠকদের দিয়ে থাকেন। তাছাড়া পাঠকও **কোনো** বিষয়ের নাম অনুসরণ করেও পাঠের বিষয়বস্তুর কিছুটা অনুমান করে থাকেন। 'ভারতবর্ষ' গল্পটির মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষের একটি অন্তর্নিহিত রূপ লেখক পাঠকদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। গল্পে তিনি দেখিয়েছেন যে, ২৫ বছরের ভারতবর্ষের বাহিক্য পরিবর্তন অনেকটা হলেও যে, 'Tradition' ২৫ বছর আগে ছিল, সেটাই এখনও তিনি সেই চিরাচরিত 'Tradition' এর খোঁজ পেয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে 'ভারতবর্ষ' শব্দটির **দ্বারা** লেখক একটি দেশকে না বুঝিয়ে দেশের ভেতরে যে ঐতিহ্য ও সংস্কার রয়েছে, তারই প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

সর্বোপরি উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি যে, 'ভারতবর্ষ' গল্পের নামকরণ সার্থকতা লাভ করেছে।

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লেখো ঃ

১। 'ভারতবর্ষ' গল্প অবলম্বনে কথকের চরিত্রটি আলোচনা করো ? ৬

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

২। "আমি কালের অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তনের কথা ভাবছি" - কার লেখা, **কোন্** রচনার অংশ? 'অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তন' বলতে কথক কি বুঝিয়েছেন আলোচনা করো? ১+৫

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৩। "আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলুম ভিতরকার দৃশ্য দেখে" - কার লেখা, কোন্ রচনার অংশ? কথকের স্তম্ভিত হয়ে যাওয়ার কারন আলোচনা করো। ১+৫

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৪। "এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে এরা কি আর বাড়েনি, আর আপনার মধ্যেও কি কোনো পরিবর্তন হয়নি" - 'এরা' কারা? কথক কাকে উদ্দেশ্য করে, কেন একথা বলেছেন? ১+৫

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৫। "সেই Tradition সমানে চলছে তার কোথাও পরিবর্তন ঘটেনি" - কার লেখা, **কোন্** রচনার অংশ? 'Tradition' কীভাবে সমান চলেছে তা আলোচনা করো।

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ছোটগল্প

ডাইনি

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৮৯৮ — ১৯৭১)

লেখক পরিচিত ঃ- কথাশিল্পী তারাশঙ্কর **বন্দ্যোপাধ্যায়**-এর জন্ম ২৩ জুলাই, ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে বীরভূম জেলার লাভপুর গ্রামে। তারাশঙ্কর মূলত উপন্যাস এবং ছোটগল্পের জন্য খ্যাতি অর্জন করেছেন। সাহিত্য ক্ষেত্রে এই অবদানের জন্য তিনি পেয়েছেন বহু **সাহিত্যিক** পুরষ্কার এবং উপাধি। **উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি — 'গণদেবতা, হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, ধাত্রীদেবতা' প্রভৃতি।** ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ সেপ্টেম্বর তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মারা যান।

'ডাইনি' ছোটগল্পের উৎস ঃ- ছোটগল্পকার তারাশঙ্কর **বন্দ্যোপাধ্যায়**-এর 'ডাইনি' ছোটগল্পটি ১৩৮৭ বঙ্গাব্দে **'প্রবাসী'** পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরবর্তী সময় 'ডাইনি' ছোটগল্পটি 'বেদেনি' গল্পগ্রন্থে স্থান পায়।

সার কথা ঃ- গ্রাম বাংলার মানুষের **মনে** দীর্ঘদিনের প্রচলিত কুসংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস ও কয়েকটি কাকতালীয় ঘটনার নিরিখে সোরধনি পেল ডাইনির তকমা। আসলে সোরধনিও রক্ত মাংসে গড়া এক নারী - তার মধ্যে মাতৃত্ববোধ, প্রেমিকা হৃদয় ও মনুষ্যত্ববোধ প্রমান করে যে সে আমাদের সমাজেরই কোন এক নারীর প্রতিনিধি। সমাজের জড়তা গুলি এখনো বিজ্ঞানমনস্কতা দিয়ে দূর করা যায়নি। গল্পের শেষে হতভাগিনী অবহেলিত নারীর নির্মম মৃত্যু আমাদের সমাজ ও সভ্যতাকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। সমাজের কাছে এখনো সংস্কার থেকে মানুষের ভালোবাসা বড়ো হতে পারে নি। ডাইনির মৃত্যু আসলে আমাদের বিবেকবোধ ও চেতনার মৃত্যু।

সঠিক উত্তর বাছাই করো ঃ (✔) **মান — ১**

১। 'ডাইনি' গল্পে বর্ণিত মাঠের নাম -

(ক) বেলতলার মাঠ, (খ) ছাতি-ফাটার মাঠ, (গ) বকুলতলার মাঠ, (ঘ) নকশি কাঁথার মাঠ।

উঃ- (খ) ছাতি-ফাটার মাঠ।

২। ছাতি-ফাটার মাঠ বীজপ্রসবিনী শক্তি হারিয়েছে যে কারনে -

(ক) মহানাগের বিষজর্জরতায়, (খ) সোরধনির অভিশাপে, (গ) ডাইনির প্রশ্বাসে, (ঘ) প্রবল খরায়।

উঃ- (ক) মহানাগের বিষজর্জরতায়।

৩। ডাইনি বসবাস করত -

(ক) **দুর্গানগর,** (খ) অমরনগর, (খ) যুবরাজ নগর, (ঘ) রামনগর।

উঃ- (ঘ) রামনগর।

৪। ছাতি-ফাটার মাঠে তৃষ্ণায় প্রাণ যাওয়ার সম্ভাবনা -

(ক) বসন্তকালে, (খ) হেমন্তকালে, (গ) শরৎকালে, (ঘ) গ্রীষ্মকালে।

৫। দলদলির জলার উপরেই -

(ক) রামনগরের সাহাদের আমবাগানে, (খ) রামনগরের দাসেদের ফুল বাগানে,

(গ) দুর্গাপুরের চৌধুরিদের বাগান, (ঘ) কুলতলির দত্তদের।

৬। সোরধনিকে আছাড় মেরেছিল -

(ক) রবি চৌধুরী, (খ) হারু চৌধুরী, (গ) নবীন চৌধুরী, (ঘ) বিশু চৌধুরী।

৭। সোরধনির **আয়না** ঘেরা ছিল -

(ক) কাঠ দিয়ে, (খ) অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে, (গ) লোহ দিয়ে, (ঘ) স্টিল ছিল।

৮। ডাইনি বাউরি ছেলেটিকে দিতে চেয়েছিল :-

(ক) সোনার চুড়ি ও টাকা, (খ) রূপার চুড়ি ও টাকা,

(গ) রূপার চুড়ি ও বালা, (ঘ) সোনার চুড়ি ও বালা।

৯। লোকে বিশ্বাস করে ডাইনি চালাতে পারত -

(ক) গাছ, (খ) বন্দুক, (গ) লাঠি, (ঘ) তির।

১০। ডাইনির চোখের রং ছিল -

(ক) কালো, (খ) লাল, (গ) পিঙ্গল, (ঘ) রক্তিম।

১১। চতুদর্শীর রাত্রে বাকুলে পূজা হয় -

(ক) তারাদেবীর, (খ) চন্ডীদেবীর, (গ) **শীতলাদেবীর,** (ঘ) কালী দেবীর।

১২। ডাইনির মৃত্যুর কারণ -

(ক) গুনিনের **মন্ত্রপ্রহার,** (খ) ব্রজবৃষ্টি, (গ) কালবৈশাখী ঝড়, (ঘ) অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ।

১৩। **হারন** চৌধুরির ছেলে অসুস্থ হয়েছিল -

(ক) আম খেয়ে, (খ) আনারস খেয়ে, (গ) নারকেল খেয়ে, (ঘ) জাম খেয়ে।

১৪। ডাইনি জাতিতে ছিল -

(ক) বাউরি, (খ) শুদ্র, (গ) কাপালি, (ঘ) ডোম।

১৫। ডাইনি যে গাছের কাঁটায় বিদ্ধ হয়ে মারা যায় -

(ক) বাবলা, (খ) শিয়াফুল, (গ) **খৈরিগুল্ম** (ঘ) বাউবাব গাছ।

১৬। সোরধনি বোলপুরে আসেন -

(ক) চোদ্দো-পনেরো বছরে, (খ) পনের-ষোল বছরে,

(গ) ষোল-সতের বছরে, (ঘ) সতেরো বছরে।

১৭। লোকমুখে ডাইনির প্রকৃত নাম -

(ক) সোরধনি, (খ) বাসী, (গ) সরা, (ঘ) ডাকিনী।

এক একটি পূর্ণাঙ্গ বাক্যে নীচের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর লেখো ঃ- **মান — ১**

১। 'ডাইনি' ছোটগল্পটি কার লেখা।

উঃ- তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় এর লেখা 'ডাইনি' ছোটগল্পটি।

২। ডাইনি কে?

উঃ- ডাইনি হল 'ডাইনি' ছোটগল্পের কেন্দ্রীয় নারী চরিত্র। তার আসল নাম সোরধনি।

৩। 'ডাইনি' ছোটগল্পের উৎস কী?

উঃ- 'ডাইনি' ছোটগল্পের উৎস 'বেদেনি' নামক গল্পগ্রন্থ।

৪। ছাতি ফাটার মাঠটি কেমন?

উত্তর ঃ .....

৫। ডাইনি দেখতে কেমন ছিল?

উত্তর ঃ .....

৬। ডাইনি কত বছর ধরে আমবাগানে বসবাস করছে?

উত্তর ঃ .....

৭। ছাতি ফাটার মাঠের পূর্বপ্রান্তে কী রয়েছে?

উত্তর ঃ .....

৮। ছাতি ফাটার মাঠের চারপাশে কাদের গ্রাম রয়েছে?

উত্তর ঃ .....

৯। **অতীতকালে** মহানাগ কোথায় বসবাস করত?

উত্তর ঃ .....

১০। ছাতি ফাটার মাঠে কী কী গাছ দেখা যায়?

উত্তর ঃ .....

১১। ডাইনি কোথায় বসবাস করত?

উত্তর ঃ .....

১২। 'আয়নায় আপনার চোখের প্রতিবিম্ব দেখিয়া তাহার নিজের ভয় হয়" - কার ভয় হতো ?

উত্তর ঃ .....

১৩। ডাইনি কীভাবে জীবিকা নির্বাহ করতো ?

উত্তর ঃ .....

১৪। কাদের আমবাগানে ডাইনি চল্লিশ বছর ধরে বসবাস করছে?

উত্তর ঃ .....

১৫। ডাইনি জাতিতে কী ছিল?

উত্তর ঃ .....

১৬। ডাইনির প্রকৃত **নাম** কী ছিল?

উত্তর ঃ .....

১৭। ডাইনির রক্ত কী রঙের ছিল?

উত্তর ঃ .....

১৮। ডাইনি প্রতিদিন কী কাজ করে?

উত্তর ঃ .....

১৯। **কোন্** ঘটনার পর ডাইনি গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল?

উত্তর ঃ .....

২০। ডাইনি গ্রাম ছেড়ে কোথায় পালিয়ে গিয়েছিল?

উত্তর ঃ .....

২১। সোরধনি চতুর্দশীর রাতে তারাদেবীর কাছে কী মানত করেছিল?

উত্তর ঃ .....

২২। ছাতি ফাটার **মাঠ** কেন বীজ প্রসবিনী শক্তি হারিয়ে ফেলে?

উত্তর ঃ .....

২৩। বুড়ো শিবতলার সামনে কী ছিল?

উত্তর ঃ .....

২৪। 'লজ্জায় ভয়ে সে পলাইয়া গিয়াছিল' - কে লজ্জায় পালিয়ে গিয়েছিল?

উত্তর ঃ .....

২৫। সোরধনির স্বামী কোথায়, কী কাজ করে?

উত্তর ঃ .....

২৬। 'বাউরি **যুবককে** ডাইনি কত টাকা দিতে চেয়েছিল?

উত্তর ঃ .....

২৭। সোরধনির শব্দকারীর কাছে কী জানিয়েছিল?

উত্তর ঃ .....

২৮। ঢাক কোথায় বাজছিল?

উত্তর ঃ .....

২৯। 'ডাইনির কাছে যুবতী মেয়েটি কী চেয়েছিল?

উত্তর ঃ .....

৩০। ডাইনি কত পরিমাণ চাল পেলে আর ভিক্ষা করে না?

উত্তর ঃ .....

৩১। ডাইনি ভিক্ষের অর্ধেক চাল বিক্রি করে কী কিনে আনে?

উত্তর ঃ .....

৩২। ডাইনি ভিক্ষা সেরে আবার কীসের সন্ধানে বের হয়?

উত্তর ঃ .....

৩৩। ডাইনির স্বামীর সাথে প্রথম কোথায় দেখা হয়?

উত্তর ঃ .....

৩৪। কার মন্ত্রপ্রহারে ডাইনির মৃত্যু হয়েছে বলে মনে করা হয়?

উত্তর ঃ .....

৩৫। কীভাবে ডাইনির মৃত্যু হয়?

উত্তর ঃ .....

৩৬। ডাইনির মোট জমানো টাকার পরিমাণ কত?

উত্তর ঃ .....

৩৭। সোরধনি ডাইনি থেকে মানুষ হওয়ার জন্য দেবীর কাছে কী মানত করেছিল?

উত্তর ঃ .....

৩৮। হারুন চৌধুরী ডাইনিকে কোথায় মেরেছিল?

উত্তর ঃ .....

৩৯। **আম দিয়ে মুড়ি কে খেয়েছিল?**

উত্তর ঃ .....

৪০। ডাইনি রান্নাশালায় কীসের গন্ধ পেয়েছিল?

উত্তর ঃ .....

৪১। শুক্লা নবমীর রাতে ডাইনি কোথায় কাদের কথা শুনতে পেয়েছিল?

উত্তর ঃ .....

৪২। "হে ঠাকুর, আমার দৃষ্টিকে ভালো করে দাও" - কার এই প্রার্থনা?

উত্তর ঃ .....

৪৩। কত টাকার বিনিময়ে বাউরি যুবতিটি বাউরি যুবকের সাথে থাকতে রাজি হয়?

উত্তর ঃ .....

৪৪। ডাইনির মৃতদেহ কোথায় ঝুলছিল?

উত্তর ঃ .....

৪৫। ডাইনির সমবয়সি স্বজাতীয়া মেয়েটির নাম কী?

উত্তর ঃ .....

৪৬। 'ডাইনি' গল্পে বর্ণিত শিশুটির গঠন কেমন ছিল?

উত্তর ঃ .....

৪৭। 'বাকুলের জাগ্রত দেবীর নাম কী?

উত্তর ঃ .....

৪৮। 'বাকুলের জাগ্রত দেবীর পূজা কখন হয়?

উত্তর ঃ .....

৪৯। দূরে একটা পাখী কী বলে ডাকছিল?

উত্তর ঃ .....

৫০। ঝিঁঝিঁ পোকা কোথায় ডাকছিল?

উত্তর ঃ .....

৫১। ডাইনির আয়নার কাচখানা কেমন ছিল?

উত্তর ঃ .....

৫২। ডাইনির চোখ কেমন ছিল?

উত্তর ঃ .....

৫৩। 'নির্জনতাই উহারা ভালোবেসে, মানুষের সাক্ষাৎ উহারা চায় না" - ওরা কারা?

উত্তর ঃ .....

৫৪। সাহাদের আমবাগান কোথায় ছিল?

উত্তর ঃ .....

৫৫। বোলপুরে পানওয়ালার দোকানে ডাইনি কী দেখেছিল?

উত্তর ঃ .....

৫৬। 'এটা তবে রামনগর? তুমিই সেই' - এখানে তুমি কে?

উত্তর ঃ .....

৫৭। 'ডাইনির বাড়ির বাইরে থেকে ভিক্ষা চাওয়ার কারণ কী?

উত্তর ঃ .....

৫৮। বাউরি ছেলেটিকে ডাইনি টাকা ছাড়া আর কী দিতে চেয়েছিল?

উত্তর ঃ .....

৫৯। আকাশ থেকে কী নেমে আসে?

উত্তর ঃ .....

৬০। **কোন্** গাছের কাঁটায় বিদ্ধ হয়ে ডাইনির মৃত্যু হয়?

উত্তর ঃ .....

রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর লেখো ঃ **মান — ৬**

১। 'ডাইনি' গল্পটি তৎকালীন গ্রাম-বাংলার মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের অন্ধ বিশ্বাসের গল্প" - মন্তব্যটি আলোচনা করো। ৬

উঃ- কথাশিল্পী তারাশঙ্কর **বন্দ্যোপাধ্যায়-এর** লেখা 'ডাইনি' গল্পটি একটি অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের অন্ধ বিশ্বাসের গল্প। গল্পের কেন্দ্রীয় নারী চরিত্র ডাইনি ওরফে সোরধনিকে কেন্দ্র করে গল্পটি **আবর্তিত** হয়েছে। গল্পে দেখি যে মাত্র দশ-এগারো বছরই হারুন চৌধুরীর ছেলের পেট ব্যথার জন্য সরাকে দৈহিক নির্যাতন করে ডাইনি আখ্যা দেয়। পরে গ্রামে মানুষে বিশ্বাস করতে শুরু করে যে সে সাধারণ মানুষ নয়, তারা মনে করে যে তার সর্বনাশ লোলুপ দৃষ্টিতে মানুষের মৃত্যু ঘটে। একসময় এই লোক বিশ্বাস গ্রামে ছাড়িয়ে পড়লে সোরধনি গ্রাম ছেড়ে বোলপুরে পালিয়ে যায় এবং এক ডোম 'যুবককে বিয়ে করে সংসার করতে থাকে। কিন্তু নিয়তির নির্মম পরিহাসে সোরধনির স্বামী মারা গেলে সে নিজেকে নিজেই **সন্দেহ** করতে থাকে।

সোরধনি শেষে বোলপুর ত্যাগ করে দীর্ঘ চল্লিশ বছর রামনগরের সাহাদের আমবাগানে একা বাস করতে থাকে। ঘটনাক্রমে সেখানেও দুয়েকটি ঘটনা কাকতালীয়ভাবে মিলে যায় সরার জীবনের সাথে। ভয়ংকর ছাতি-ফাটার মাঠ পার হতে গিয়ে এক মা কোলে শিশু নিয়ে জল চাইতে সরার কাছে গেলে শিশুটি মারা যায়, প্রেমিক বাউরি যুবক সন্ধ্যার অন্ধকারে পালাতে গিয়ে পায়ের হাড় টুকরো **লেগে** রক্তপাত শুরু হলে মানুষের ধারণা ডাইনির বাণে এমন হয়েছে। এমন বহু কাকতালীয় ঘটনার পর ডাইনি তারা দেবীর প্রার্থনা করে, -

'মা, আমাকে ডাইনি হইতে মানুষ করিয়া দাও, আমি তোমাকে বুক চিরিয়া রক্ত দিব'।

বর্তমানের বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষিত মানুষরা **সোরধনির** সাথে সম্পর্কিত ঘটনাগুলিকে শুধুমাত্র কাকতালীয় বলে মনে করত। প্রতিটি ঘটনা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তার পেছনে যথেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক যুক্তি রয়েছে। পরিশেষে বলতে হয় সেই সময়কার **স্বাস্থ্যব্যবস্থার** উপযুক্ত পরিকাঠোমোর অভাব, মানুষের অজ্ঞানতা এবং বিশেষ করে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির **অপরিণাম** দূরদর্শিতার অভাব একটি **রক্ত** মাংসে গড়া সাধারণ নারীকে ডাইনিতে পরিণত হয়েছে।

২। 'ডাইনি' গল্প অবলম্বনে ডাইনি চরিত্রটি আলোচনা করো। ৬

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৩। "মা, আমাকে ডাইনি হতে মানুষ করিয়া দাও" - কার লেখা, **কোন্** গল্পের অংশ? বক্তার এমন **আত্মোপলব্ধির** কারণ কী? ২+৪

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৪। 'নামিয়া আসিতেছে শকুনির পাল' - **কোন্** গল্পের অংশ? আলোচ্য মন্তব্যটির আলোকে ডাইনির **করুণ** পরিণতি আলোচনা করো। ১+৫

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৫। 'ডাইনি' গল্পে ডাইনির প্রকৃত নাম কী? ডাইনির রূপের বর্ণনা দাও।

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৬। "তখন ছাতি-ফাটার মাঠের সে রূপ অদ্ভুত ভয়ংকর' - ছাতি-ফাটার মাঠের রূপ ভয়ংকর হয়ে উঠার কারণ কী? ছাতি-ফাটার মাঠের রূপ ভয়ংকর হয়ে উঠার কারণ কী? ছাতি-ফাটার মাঠের রূপটি বর্ণনা করো। ২+৪

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ঘূর্ণমান পৃথিবী

আশাপূর্ণা দেবী

(১৯০৯ — ১৯৯৬)

লেখিকা পরিচিতি ঃ কথা সাহিত্যিক আশাপূর্ণা দেবী ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে ৮ জানুয়ারী উত্তর কলকাতার পটলডাঙ্গায় জন্মগ্রহণ। পিতা - হরেন্দ্র নাথ গুপ্ত। আশাপূর্ণা দেবী মূলত উপন্যাস ও ছোটগল্পের জন্য বাংলা সাহিত্য অমর হয়ে আছেন। ফলস্বরূপ পেয়ে বহু সাহিত্যিক সম্মান ও পুরস্কার। **উল্লেখযোগ্য রচনা 'প্রথম প্রতিশ্রুতি', 'সুবর্ণলতা', 'বকুল কথা' প্রভৃতি।** ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দে ১৩ জুলাই আশাপূর্ণা দেবীর জীবনবসান ঘটে।

'ঘূর্ণমান পৃথিবী' ছোটগল্পের উৎস ঃ- লেখিকা **আশাপূর্ণা** দেবীর 'স্বনির্বাচিত ছোটোগল্প সংকলন' থেকে 'ঘূর্নমান পৃথিবী' ছোটগল্পটি নেওয়া হয়েছে।

সারকথা ঃ- 'ঘূর্ণমান পৃথিবী' গল্পে মধ্যাবিত্তের জীবন **যন্ত্রণা** এবং আশাভঙ্গের কাহিনি শিবনাথ চরিত্রের মধ্যদিয়ে তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি পিতার প্রতি পুত্র ও তার পুত্রবধূর অবহেলা ও উপেক্ষার ছবি দেখতে পাই আলোচ্য গল্পে। নাগরিক জীবন-এর ভোগবিলাস মানুষকে **ধীরে ধীরে** মনুষ্যত্বহীন এবং মূল্যবোধহীন করে তুলে তাও দেখানো হয়েছে শঙ্খনাথ ও রুচিরার চরিত্রের মধ্যদিয়ে। তাই লেখিকা খুব সুন্দর ভাবে পর্দা দোলার সাথে পৃথিবী () কল্পনা করেছেন।

সঠিক উত্তর বাছাই করো ঃ (✔)

১। 'ঘূর্ণমান পৃথিবী" গল্পটির লেখিকা হলেন -

ক) মহাশ্বেতা দেবী, (খ) আশাপূর্ণা দেবী, (গ) স্বর্ণকুমরী দেবী, (ঘ) বিভূকুমারী দেবী।

উঃ- (খ) আশাপূর্ণ দেবী।

২। ঘূর্ণমান পৃথিবী গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র -

(ক) শঙ্খনাথ, (খ) রুচিরা, (গ) শিবনাথ, (ঘ) টুনি।

উঃ- (গ) শিবনাথ।

৩। শিবনাথ চাকুরি করতেন -

(ক) কেরানির, (খ) শিক্ষকতার, (গ) পুলিশের, (ঘ) উকালতির।

৪। শিবনাথ টুনিকে প্রতিমাসে টাকা পাঠাতেন -

(ক) দশটাকা, (খ) পনের টাকা, (গ) বিশটাকা, (ঘ) পঁচিশটাকা।

৫। টুনির বাড়ি -

(ক) রামনগর, (খ) বকুলপুর, (গ) কুতুলপুর, (ঘ) দূর্গাপুর।

৬। টুনির শ্বশুরের নাম ছিল -

(ক) বৈকুণ্ঠ চক্রবর্তী, (খ) হরিহর চক্রবর্তী, (গ) বলাই চক্রবর্তী, (ঘ) বৈষ্ণব চক্রবর্তী।

৭। শিবনাথ অবসরে সময় কাটাতেন -

(ক) কল্যাণ সংঘে, (খ) প্রান্তিক সংঘে, (গ) অবসারিকা ক্লাবে, (ঘ) প্রগতি ক্লাবে।

৮। শিবনাথ শঙ্খকে ডাকতে গেলেন -

(ক) একটার সময়, (খ) দুটোর সময়, (গ) তিনটের সময়, (ঘ) চারটের সময়।

৯। শঙ্খনাথের বয়স -

(ক) সাতাশ, (খ) আটাশ বছর, (গ) উনত্রিশ বছর, (ঘ) তিরিশি বছর।

১০। টুনু শঙ্খনাথের -

(ক) পিসি, (খ) দিদি, (গ) কাকি, (ঘ) মাসি।

১১। রুচিরার **যন্ত্রণা** করছিল -

(ক) পা, (খ) মাথা, (গ) দাঁত, (ঘ) বুক।

১২। শিবনাথ এবার গেলে টুনিকে দেবেন -

(ক) পঞ্চাশ টাকা, (খ) পঁচিশ টাকা, (গ) একশো টাকা, (ঘ) সত্তর টাকা।

১৩। শিবনাথের সঙ্গে বোন টুনুর দেখা হয়নি -

(ক) চার থেকে সাড়ে তিন বছর, (খ) পাঁচথেকে সাড়ে পাঁচবছর,

(গ) ছয় থেকে সাড়ে ছয়বছর, (ঘ) তিন থেকে সাড়ে তিন বছর।

১৪। 'ঘূর্ণমাণ পৃথিবী' গল্পে হঠাৎ বড়োলোক হয়ে যায় -

(ক) রুচিরা, (খ) শঙ্খনাথ, (গ) শিবনাথ, (ঘ) টুনি।

১৫। 'শঙ্খ আর নিতে চায় না আজকাল' - শঙ্খ নিতে চায় না -

(ক) টাকা, (খ) স্বর্ণ, (গ) জায়গা (ঘ) পোষাক।

১৬। শিবনাথ বাবু টুনিকে টাকা পাঠাতেন -

(ক) দিনে, (খ) সপ্তাহে, (গ) মাসে, (ঘ) বৎসরে।

১৭। শিবনাথ গাড়ি করে **দক্ষিণেশ্বর** যান -

(ক) সোমবার, (খ) বুধবার, (গ) শুক্রবার, (ঘ) রবিবার।

১৮। শিবনাথ গাড়িটিকে মনে করেন -

(ক) মুক্তির দূত, (খ) স্বপ্নের দূত, (গ) কল্পনার দূত, (ঘ) অলৌকিক দূত।

১৯। রুচিরার দিদির বাড়ি -

(ক) কলকাতা, (খ) হাওড়া, (গ) দুর্গাপুর, (ঘ) বর্ধমান।

২০। শঙ্খনাথ শৈশবে হারিয়েছে তার -

(ক) মাকে, (খ) বোনকে, (গ) ভাইকে, (ঘ) বাবাকে।

এক একটি পূর্ণাঙ্গ বাক্যে নীচের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর লেখো ঃ- **মান — ১**

১। "ঘূর্ণমান পৃথিবী' গল্পের মূল গ্রন্থের নাম কী?

উঃ- 'স্বনির্বাচিত' ছোটগল্প সংকলন' থেকে 'ঘূর্ণমান পৃথিবী' ছোটগল্পটি নেওয়া হয়েছে।

২। শিবনাথ কে?

উঃ- 'ঘূর্ণমান পৃথিবী' নামক ছোট গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র শিবনাথ।

৩। শিবনাথ কোন ক্লাব এর সদস্য ছিলেন?

উঃ- শিবনাথ অবসারিকা ক্লাব এর সদস্য ছিলেন।

৪। পর্দাটা থেমে গেছে, তবুও কার দুলুনি থামছে না?

উত্তর ঃ .....

৫। শঙ্খনাথ কী গাড়ি কিনেছিল?

উত্তর ঃ .....

৬। শঙ্খনাথের স্ত্রীর নাম কী?

উত্তর ঃ .....

৭। শিবনাথের ছেলের নাম কী?

উত্তর ঃ .....

৮। শঙ্খনাথের পিসির নাম কী?

উত্তর ঃ .....

৯। রুচিরার দিদির বাড়ি কোথায়?

উত্তর ঃ .....

১০। শিবনাথ তার বোনকে মাসে কত টাকা পাঠাতেন?

উত্তর ঃ .....

১১। টুনির স্বামী কেমন ছিল?

উত্তর ঃ .....

১২। শিবনাথ কী চাকরি করতেন?

উত্তর ঃ .....

১৩। শঙ্খনাথের মা কখন মারা যায়?

উত্তর ঃ .....

১৪। শঙ্খনাথ ও রুচিরা কয় দিনের ছুটি নিয়ে কোথায় বেড়াতে যায়?

উত্তর ঃ .....

১৫। টুনির শ্বশুরের নাম কী ছিল?

উত্তর ঃ .....

১৬। শিবনাথ গাড়িটিকে কীসের দূত বলে মনে করেন?

উত্তর ঃ .....

১৭। কী কারনে বর্ধমান যাত্রা বাতিল হয়?

উত্তর ঃ .....

১৮। শিবনাথের পেনশনের টাকা জমে যাওয়ার কারণ কী?

উত্তর ঃ .....

১৯। 'অন্যাবশ্যক প্রশ্ন পছন্দ করি না' কে?

উত্তর ঃ .....

২০। শঙ্খনাথ গাড়ি কিনে বাবাকে নিয়ে কোথায় পূজো দিতে গিয়েছিলেন?

উত্তর ঃ .....

২১। 'আপনি? মানে 'আপনি বর্ধমানে' - বক্তা কে?

উত্তর ঃ .....

২২। টুনি কেন তার ভাইএর বাড়ি আসা ছেড়ে দিয়েছে?

উত্তর ঃ .....

২৩। প্রথম রবিবারে শঙ্খ বাবাকে নিয়ে কোথায় গিয়েছিল?

উত্তর ঃ .....

২৪। "এদের শিবনাথ 'ওরা' ছাড়া আর কিছু ভাবেন না" - এখানে 'ওরা' বলতে কাদের কথা **বোঝানো** হয়েছে?

উত্তর ঃ .....

২৫। শিবনাথ কখন জেনেছিল যে ওরা বর্ধমান যাচ্ছে?

উত্তর ঃ .....

২৬। কখন থেকে টুনি শিবনাথের বাড়ি আসা বন্ধ করে গিয়েছে?

উত্তর ঃ .....

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও ঃ- (১২০ থেকে ১৫০ শব্দের মধ্যে) মান — ৬

১। "ঘূর্ণমান পৃথিবী' গল্পটি একটি সাধারণ নিরিহ মধ্যবিত্ত **বাঙালির** আশাভঙ্গের আখ্যান"- গল্পটি অবলম্বনে আলোচ্য মন্তব্যটি আলোচনা করো।

উঃ- কথা সাহিত্যিক আশাপূর্ণা দেবীর লেখা 'ঘূর্ণমান পৃথিবী' গল্পটি আগাগোড়া মধ্যবিত্ত জীবন কেন্দ্রিক একটি গল্প। গল্পের **সাধারণ** নিরিহ মধ্যবিত্ত বাঙালির প্রতিনিধি শিবনাথ কেন্দ্রীয় চরিত্র। তিনি তাঁর একমাত্র মাতৃহারা ছেলে শঙ্খনাথকে **বহুকষ্ঠে** মানুষ করে তোলেন। ছেলে ভালো চাকরি পেয়ে বিয়ে করেছে। **ছেলেরবউ** রুচিরা খুব সুন্দরী ও শিক্ষিতা। তারা তিন জন এক পরিবারেই থাকেন। বিয়ের পর থেকেই শিবনাথের সাথে ছেলের দূরত্ব বাড়তে থাকে। এখন ছেলের সব বিষয়েয় শিবনাথের কথা বলতে দ্বিধাবোধ করেন। রুচিরা আর শঙ্খকে তিনি আলাদা করে ভাবতে পারেন না বলে তিনি - ওরা বা ওদের বলে সম্বোধন করেন।

শঙ্খনাথ ও রুচিরা একেবারে অবিবেচক নয়, তারা সবকিছুতেই শিবনাথকে ডাকেন। এমন কি নতুন অ্যামবাসাডার গাড়ি কিনে প্রথম দিনেই বাবাকে নিয়ে কালীঘাটে পূজো দিয়ে এসেছে। তাছাড়া পরের রবিবারেই তারা বাবাকে নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে বেড়াতে যায়। শিবনাথের পেনশনের টাকাও তারা নেয়না। অথচ একদিন এই সামান্য টাকাতেই তাদের সংসার চলত একথা শিবনাথের মনে পড়ে। অন্যদিকে ছেলের গাড়ি কেনার পর থেকে গাড়ির তেলের **অকারণ** খরচ শিবনাথ চিন্তা করতে থাকে। পরে এর জন্য ছেলে বউ এর কাছে লজ্জাও পেয়েছেন আসলে এই সমস্ত ঘটনা গুলিতে মধ্যবিত্তে জীবন **যন্ত্রণা** প্রতিফলিত।

গল্পে দেখি - রুচিরা ও শঙ্খনাথ দুদিনের ছুটি নিয়ে গাড়ি করে বর্ধমান রুচিরার দিদির বাড়ি বেড়াতে যাবে। তখন শিবনাথও তার ছোট বোন টুনির বাড়ি যাবে কুতুলপুরে ঠিক করে। একই গাড়ি করে। আসলে শিবনাথ ভাবে এক খরচে সেও ছোট বোনকে দেখে আসবে। শিবনাথের এই চিন্তা ভাবনায় আসলে মধ্যবিত্তের জীবন-যাত্রা ফুটে উঠে। কিন্তু শিবনাথের এই আশা পূরণ হয়নি। রুচিরার মাথাধরার অজুহাতে আর বর্ধমান যাওয়া হয়নি। তখন শিবনাথ প্রচন্ড কষ্ঠ পায়। তাঁর পরিচিত পৃথিবীটা দুলতে থাকে। সে অনুভব করে তার চেনা পৃথিবীটা যেন পরিবর্তিত হয়ে গেল। এভাবেই একজন নিরীহ মধ্যবিত্ত বাঙালির সামাজিক ও পরিবারিক সম্পর্কের পরাজয়, **মোহভঙ্গ** ও বেদনাহত গল্পটিকে মধ্যবিত্তের জীবন দলিল করে তুলেছে, **শিবনাথ চরিত্রের মধ্য দিয়ে।**

২। "পর্দাটা থেকে গেছে, তবু পৃথিবীর দুলুনি থামছে না" -**কোন্** গল্পের অংশ? আলোচ্য মন্তব্যটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো। ১+৫

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৩। "মানুষ হয়েছে ছেলে। আশাতীত হয়েছে" - কে, কার সম্পর্কে একথা ভেবেছেন? ছেলে মানুষ হয়েছে হয়েছে আশাতীতের মধ্যদিয়ে কী বোঝানো হয়েছে? ২+৪

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৪। "শিবনাথ দুজনকে এক করে ভাবেন" - শিবনাথ কে? উল্লেখিত দুজন কে কে? শিবনাথ কেন দুজনকে এক করে ভাবেন? ১+১+৪

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৫। 'ঘূর্ণমান পৃথিবী' গল্প অবলম্বনে শিবনাথ চরিত্রটি আলোচনা করো। ৬

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৬। "সেই ছেলেটা যেন কোথায় হারিয়ে গেছে" - এখানে কোন্ ছেলের কথা বলা হয়েছে? বক্তার এমন মনোভাবের কারন কী? ১+৫

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

চর্যাপদ

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, **পাঠ্যাংশে** প্রাচীন বাংলার একমাত্র নিদর্শন 'চর্যাপদ' সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা অবগত হওয়ার সুযোগ পেলো। শুধু তাই নয়, চর্যাপদের সাহিত্যমূল্য, ঐতিহাসিক গুরুত্ব, চর্যাপদের সমসাময়িক জীবনচর্চা, চর্যাপদের ভাষা, পদকার এবং চর্যাপদে বাংলার সমাজ জীবনের একটি সামগ্রিক ধারণা লাভ করার সুযোগ হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম গ্রন্থটি হলো চর্যাপদ।

এই 'চর্যাপদ' গ্রন্থটি আবিষ্কারে রাজেন্দ্রলাল মিত্র অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করলেও তিনি সফল হয়নি। তাঁর মৃত্যুর পর মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই গ্রন্থটির আবিষ্কারের কাজে মনোনিবেশ করেন। গ্রন্থটির অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি তিনবার নেপালে যান। আর ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নেপালের রাজদরবারের গ্রন্থাগার থেকে একটি খন্ডিত পুরানো পুঁথি আবিষ্কার করেন। এই পুঁথিটি তালপাতার। ছেঁড়া তালপাতার পুঁথিতে সাড়ে ছেচল্লিশটি পদ পাওয়া যায়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় আবিষ্কৃত গ্রন্থটির নামকরণ করেছিলেন 'চর্যাচর্যাবিনিশ্চয়'। পরে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে চর্যাপদ পুঁথিটি 'হাজার বছরের পুরানো বৌদ্ধ গান ও দোহা' নামে মুদ্রিত আকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রন্থে চব্বিশজন পদকারের নাম পাওয়া যায়। গ্রন্থটিতে পদের সংখ্যা ছিল পঞ্চাশটি। চর্যাপদের ভাষা ছিল **হেঁয়ালিপূর্ণ**। তাই এই পদে ব্যবহৃত ভাষাকে বলা হয়ে থাকে 'আলো-আঁধারি ভাষা' বা 'সান্ধ্যভাষা'। কেননা, পদে ব্যবহৃত এই ভাষা **সাধারণের** বোধগম্য ছিলনা। পন্ডিতরা মনে করেন 'চর্যাপদ' গ্রন্থটি দশম-দ্বাদশ শতাব্দীর রচনা। চর্যার পদগুলিতে মূলত বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনার **গুরুত্ব** প্রকাশিত হয়েছে। চর্যার পদকাররা তত্ত্বকথাকে সমাজ জীবনের ছবিতে অংকিত করেছেন।

নিজে করো

রচনাধর্মী প্রশ্নাবলী ঃ মান — ৬

১। চর্যাপদের ঐতিহাসিক মূল্য আলোচনা করো।

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

২। চর্যাপদ অবলম্বনে তৎকালীন সমাজচিত্রের আলোচনা করো।

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৩। চর্যাপদের সাহিত্যমূল্য আলোচনা করো।

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৪। চর্যার প্রধান তিনজন পদকার সম্পর্কে আলোচনা করো।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

সঠিক উত্তর নির্বাচন করো ঃ (✔) **মান - ১**

১। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম গ্রন্থটি হল -

(ক) শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন, (খ) চার্যাপদ, (গ) রামায়ণ, (ঘ) মহাভরত।

উঃ- চর্যাপদ।

২। চর্যাপদের আবিষ্কর্তা হলেন -

(ক) বসন্তরঞ্জন রায়, (খ) হরপ্রসাদশাস্ত্রী, (গ) রাজেন্দ্রলাল মিত্র, (ঘ) সুকুমার সেন।

৩। চর্যাপদের আদি কবি হলেন -

(ক) ভুসুকুপাদ (খ) সরহপাদ, (গ) ডোম্বীপাদ, (ঘ) লুইপাদ।

৪। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় চর্যাপদের পুঁথিটি আবিস্কার করেন -

(ক) জাপান থেকে, (খ) চীন থেকে, (গ) নেপাল থেকে, (ঘ) ভারত থেকে।

৫। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় চর্যাপদের পুঁথি আবিষ্কার করেন মূলত নেপালের -

(ক) একটা বাড়ি থেকে, (খ) রাজগ্রন্থাগার থেকে, (গ) আস্তাবল থেকে, (ঘ) মন্দির থেকে।

৬। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কৃত চর্যাপদের সাথে ছিল আরও -

(ক) চারটি পুঁথি, (খ) দুইটি পুঁথি, (গ) তিনটি পুঁথি, (ঘ) পাঁচটি পুঁথি।

৭। চর্যাপদের 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' নামাকরণটি কে করেন -

(ক) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, (খ) সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, (গ) মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, (ঘ) সুকুমার সেন।

৮। চর্যাপদের 'আশ্চর্যচর্যাচয়' নামকরণটি করেন -

(ক) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, (খ) মুহম্মদ শহীদুল্লাহ,

(গ) বিধুশেখর শাস্ত্রী, (ঘ) সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়।

৯। চর্যাপদের 'চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়' নামকরণটি করেন -

(ক) প্রবোধচন্দ্র বাগচী, (খ) মুহম্মদ শহীদুল্লাহ,

(গ) সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, (ঘ) বিধুশেখর শাস্ত্রী।

১০। চর্যাপাদের মোট পদের সংখ্যা -

(ক) ৪০টি, (খ) ৫০টি, (গ) ৩০টি, (ঘ) ২০টি।

১১। চর্যাপদের প্রাপ্ত পুঁথিতে পদের সংখ্যা -

(ক) সাড়ে চল্লিশটি, (খ) সাড়ে ছেচল্লিশটি, (গ) পঞ্চাশটি, (ঘ) পঁয়তাল্লিসটি।

১২। চর্যার ভাষাকে 'সন্ধ্যাভাষা' বলেছেন -

(ক) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, (খ) বিধুশেখর শাস্ত্রী,

(গ) সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, (ঘ) মুহম্মদ শহীদুল্লাহ।

পূর্ণাঙ্গ বাক্যে উত্তর লেখো ঃ মান — ১

১। নেপাল থেকে প্রাপ্ত পুঁথিগুলির মুধ্যে পুঁথিটিতে বাংলা ভাষার নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায়?

উঃ- চর্যাচর্যবিনিশ্চয়।

২। হরপ্রদাস শাস্ত্রী নেপাল থেকে কোন্ কোন্ পুঁথি ভারতে নিয়ে আসেন?

উত্তর ঃ .....

৩। 'হাজার বছরের পুরানো বাংলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোঁহা" - গ্রন্থটি কার লেখা?

উত্তর ঃ .....

৪। 'হাজার বছরের পুরানো বাংলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোঁহা' - গ্রন্থটিতে কোন্ কোন্ পুঁথি ছিল?

উত্তর ঃ .....

৫। 'হাজার বছরের পুরানো বাংলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোঁহা' - গ্রন্থটি কত খ্রিঃ কোথা থেকে প্রকাশিত হয়?

উত্তর ঃ .....

৬। চর্যার তিব্বতী অনুবাদকের আবিষ্কারক কে?

উত্তর ঃ .....

৭। চর্যাপদ কত খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়েছিল?

উত্তর ঃ .....

৮। চর্যাপদের ভাষা অর্থ কী?

উত্তর ঃ .....

৯। চর্যাপদের দুইজন পদকারের নাম লেখো।

উত্তর ঃ .....

১০। চর্যাপদের প্রাপ্ত পদের সংখ্যা কয়টি?

উত্তর ঃ .....

১১। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় চর্যাপদের পুঁথিটি কত খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কার করেন?

উত্তর ঃ .....

'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন'

বাংলা সাহিত্যের আদিমধ্যযুগের ধারাকে কেন্দ্রকরে যে আখ্যান কাব্য রচিত হয়েছিল সেটি হলো 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন'। কাব্যটিতে মোট খন্ড রয়েছে ১৩টি। খন্ডগুলি হলো - জন্ম খন্ড, তাম্বুল খন্ড, নৌকাখন্ড, ভারখন্ড, ছত্রখন্ড, বৃন্দাবন খন্ড, কালীরদমন খন্ড, যমুনাখন্ড, হারখন্ড, বাণখন্ড, দানখন্ড, বংশী খন্ড এবং 'রাধা বিরহ' শেষের অংশে কোনো খন্ড শব্দের ব্যবহার নেই। আদিমধ্যযুগের এই নিদর্শনটি ১৩১৬ বঙ্গাব্দে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় বাঁকুড়ার কাঁকিল্যা গ্রাম নিবাসী দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের গোয়াল ঘরের মাচা থেকে আবিষ্কার করা হয়। গ্রন্থটির নামকরন বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে। কেননা গ্রন্থটির মধ্যে একটি চিরকুট পাওয়া গিয়েছিল যাতে 'শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ' - নাম উল্লেখ ছিল। তবে 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন' নামটিই সবার কাছে গ্রহনযোগ্য হয়েছে।

সঠিক উত্তর বাছাই করো ঃ (✔) **মান — ১**

১। মধ্যযুগের প্রথম সাহিত্যিক নিদর্শন -

(ক) চর্যাপদ, (খ) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, (গ) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, (ঘ) চৈতন্যচরিতামৃত।

উঃ- (খ) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

২। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটির লেখক -

(ক) বড়ুচন্ডীদাস, (খ) গোবিন্দ দাস, (গ) দ্বিজ চন্ডীদাস, (ঘ) জ্ঞানদাস।

৩। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের খন্ড সংখ্যা -

(ক) ১১ টি, (খ) ১২টি, (গ) ১৩টি, (ঘ) ১৪টি।

৪। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটি রচিত হয় আনুমানিক -

(ক) ১৪৭৩-১৪৮০ খ্রিঃ, (খ) ১৪৭৪-১৪৭৯ খ্রিঃ, (গ) ১৭৭৪-১৪৮১ খ্রিঃ, (ঘ) ১৪৭৫-১৪৮০ খ্রিঃ।

৫। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের বিষয়বস্তু হল -

(ক) শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক, (খ) ভাগবত বিষয়ক, (গ) রাধাকৃষ্ণ প্রণয়লীলা বিষয়ক।

৬। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের মোট পদসংখ্যা -

(ক) ৪১৮টি, (খ) ১১৯টি, (গ) ১৪৮টি, (ঘ) ৮১৪টি।

৭। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য **কোন্** ছন্দে লেখা -

(ক) মুক্তক, (খ) শ্বাসাঘাত ছন্দে, (গ) মাত্রাবৃত্ত ছন্দে, (ঘ) পয়ার ছন্দে।

৮। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের রচনাকাল -

(ক) পঞ্চদশ শতাব্দী, (খ) দ্বাদশ শতাব্দী, (গ) অষ্টাদশ শতাব্দী, (ঘ) দশম শতাব্দী।

৯। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের প্রধান চরিত্র হল -

(ক) পাঁচটি, (খ) দুইটি, (গ) ছয়টি, (ঘ) তিনটি।

১০। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের আবিষ্কারকাল -

(ক) ১৩১৬ বঙ্গাব্দে, (খ) ১৩১৭ বঙ্গাব্দে, (গ) ১৩১৮ বঙ্গাব্দে, (ঘ) ১৩২০ খ্রিষ্টাব্দে।

এক একটি পূর্ণাঙ্গ বাক্যে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :- **মান — ১**

১। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' এর পুঁথিটি কোথা থেকে আবিষ্কৃত হয়?

উঃ- 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' এর পুঁথিটি বাঁকুড়া জেলার **কাঁকিল্যা** গ্রাম থেকে আবিষ্কৃত হয়।

২। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের পুঁথিটি কে আবিষ্কার করেন?

উঃ- বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ।

৩। বড়ুচন্ডী দাস কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর ঃ .....

৪। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের শেষ খন্ডের নাম কি?

উত্তর ঃ .....

৫। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের প্রধান তিনটি চরিত্র কী কী?

উত্তর ঃ .....

৬। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে ব্যবহৃত সংস্কৃত শ্লোক সংখ্যা কয়টি?

উত্তর ঃ .....

৭। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের প্রথম খন্ডের নাম কী?

উত্তর ঃ .....

৮। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের মূল বিষয়বস্তু কী?

উত্তর ঃ .....

৯। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যটি কী জাতীয় রচনা?

উত্তর ঃ .....

১০। কোন্ শতাব্দীতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটি রচিত হয়?

উত্তর ঃ .....

১১। কবি বড়ুচন্ডীদাস **কোন্** দেবীর উপাসক ছিলেন?

উত্তর ঃ .....

১২। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের **কোন্** নদীর নাম **এর উল্লেখ আছে?**

উত্তর ঃ .....

‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য’

রচনাধর্মী প্রশ্নাবলী ঃ- **মান — ৬**

প্রশ্নঃ ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্যটি কে, কবে, কোথা, থেকে আবিষ্কার করেন? গ্রন্থটির নামকরণ সম্পর্কে আলোচনা করো।

উঃ- ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে (১৩১৬ বঙ্গাব্দে) শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় **বিদ্ধবল্লভ** বাঁকুড়া জেলার কাঁকিল্যা গ্রামের নিবাসী দেবেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়ের গোয়াল ঘরের মাচা থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন **ছেঁড়া** পুঁথিটি আবিষ্কার করেন।

গ্রন্থটি ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে (১৩২৩ বঙ্গাব্দে) **কোলকাতার** বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যে পুঁথিটি পাওয়া যায় তার কোনো আখ্যান পত্র ছিল না। তাই সম্পাদক বসন্তরঞ্জন রায় **বিদ্ধবল্লভ** বলেন, ‘আলোচ্য পুঁথির প্রতিপাদ্য যে কৃষ্ণের লীলাকীর্তন, তাহাতে তর্কের অবসর নাই। অতএব গ্রন্থের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নাম অসমীচীন নয়।’

নলিনী নাথ দাসগুপ্ত ১৬৪১ বঙ্গাব্দে ‘বিচিত্রা’ পত্রিকার প্রবন্ধে প্রথম গ্রন্থটির নামকরণের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। গ্রন্থটির মধ্যে একটি তুলোট কাগজের টুকরো পাওয়া যায়। তাতে লেখা ছিল, “জনৈক শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চানন শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভের ষোলোখানি পাতা পুনরায় ফেরত দেবার অঙ্গীকার নিয়ে গেলেন।” পাওয়া চিরকুটটিতে নামোল্লেখ ছিল “শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ নামটি জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। ফলে বড়ু চন্ডীদাস রচিত কাব্যের নাম যে, ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ তা সবাই একপ্রকার স্বীকার করে নিয়েছে।

নিজে করো ঃ

১। ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ **কোন্** যুগের সাহিত্য নিদর্শন? কাব্যটির বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো। ৬

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

২। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যটি কার লেখা? কাব্যটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। ৬

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৩। "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যটি কে, কবে আবিষ্কার করেছিলেন? বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এর গুরুত্ব আলোচনা করো। ৬

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(গ) বৈষ্ণব পদাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ঃ

আলোচ্য কবি ঃ বিদ্যাপতি, চন্ডীদাস, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস।

মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যের ধারায় ভাববাদ বা ভক্তিবাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমাদের আলোচ্য বৈষ্ণব পদাবলীগুলোও এর ব্যতিক্রম নয়। বৈষ্ণব পদাবলী গড়ে উঠার প্রেক্ষাপটে যে ধারা বাঙালি জীবনকে ওতোপ্রোতাভাবে জড়িয়ে ছিল তারই নির্যস বৈষ্ণব পদাবলীগুলি। বৈষ্ণবপদাবলীকারদের উল্লেখযোগ্যরা হলেন বিদ্যাপতি, চন্ডীদাস, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দ দাস।

চৈতন্যদেব এই পদাবলী সাহিত্য দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছিলেন।

ক) সঠিক উত্তর বাছাই করো ঃ (✔) **প্রতিটি প্রশ্নের মান ঃ ১**

১। চন্ডীদাসের ভাবশিষ্য বলা হয় -

(ক) বিদ্যাপতিকে, (খ) জয়দেবকে, (গ) জ্ঞানদাসকে, (ঘ) গোবিন্দদাসকে।

উঃ- (গ) জ্ঞানদাসকে।

২। 'মৈথিলী কোকিল' বলা হয় -

(ক) বিদ্যাপতিকে, (খ) চন্ডীদাসকে, (গ) জ্ঞানদাসকে, (ঘ) গোবিন্দদাসকে।

উঃ- (ক) বিদ্যাপতিকে।

নিজে করো

১। 'অভিনব জয়দেব' বলা হয় -

(ক) জ্ঞানদাসকে, (খ) গোবিন্দদাসকে, (গ) চন্ডীদাসকে, (ঘ) বিদ্যাপতিকে।

২। বিদ্যাপতির জন্ম হয় -

(ক) বিসফি গ্রামে, (খ) ফুলুয়া গ্রামে, (গ) বর্ধমানে গ্রামে, (ঘ) বিষ্ণুপুর গ্রামে।

৩। বিদ্যাপতির আবির্ভাব কাল -

(ক) পঞ্চদশ শতাব্দী, (খ) চতুর্দশ শতাব্দী, (গ) **ষোড়শ শতাব্দী,** (ঘ) অষ্টাদশ শতাব্দী।

৪। চন্ডীদাস **জন্মগ্রহণ** করেন -

(ক) বিসফি গ্রামে, (খ) কাঁকিল্যা গ্রামে, (গ) নানুর গ্রামে, (ঘ) ঝামটপুর গ্রামে।

৫। পূর্বরাগ পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবি -

(ক) জ্ঞানদাস, (খ) চন্ডীদাস, (গ) গোবিন্দদাস, (ঘ) বিদ্যাপতি।

৬। রূপানুরাগ পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবি -

(ক) জ্ঞানদাস, (খ) গোবিন্দদাস, (গ) বিদ্যাপতি, (ঘ) চন্ডীদাস।

৭। গোবিন্দদাসের জন্মস্থান -

(ক) বিষ্ণুপুর গ্রাম, (খ) শ্রীখন্ড গ্রাম, (গ) ঝামটপুর গ্রাম, (ঘ) ফুলুয়া গ্রাম।

৮। অভিসারের শ্রেষ্ঠ কবি -

(ক) গোবিন্দদাস, (খ) জ্ঞানদাস, (গ) চন্ডীদাস, (ঘ) বিদ্যাপতি।

৯। চৈতন্য পরবর্তী বৈষ্ণব কবি -

(ক) বিদ্যাপতি, (খ) চন্ডীদাস, (গ) জয়দেব, (ঘ) জ্ঞানদাস।

১০। বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য বলা হয় -

(ক) গোবিন্দদাসকে, (খ) জয়দেবকে, (গ) জ্ঞানদাসকে, (ঘ) চন্ডীদাসকে।

খ) **পূর্ণাঙ্গ বাক্যে উত্তর লেখো ঃ** **প্রতিটি প্রশ্নের মান — ১**

১। মাথুর পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবি কে?

উঃ- মাথুর পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবি হলেন বিদ্যাপতি।

২। কাকে 'বিরহের কবি' বলা হয়?

উঃ- বিরহের কবি বলা হয় চন্ডীদাসকে।

নিজে করো

১। কে মিথিলার ভাষা ব্রজবুলিতে পদ রচনা করেন?

উত্তর ঃ .....

২। বিদ্যাপতি কার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন?

উত্তর ঃ .....

৩। চৈতন্য পূর্ববর্তী দুজন কবির নাম বলো।

উত্তর ঃ .....

৪। চন্ডীদাসের আবির্ভাব কাল লেখো।

উত্তর ঃ .....

৫। কোন্ বৈষ্ণব কবি সহজ ভাষা ও সহজ ভাবের কবি?

উত্তর ঃ .....

৬। কাদের পদাবলীর রস স্বয়ং চৈতন্যদেব আস্বাদন করেন?

উত্তর ঃ .....

৭। জ্ঞানদাসের জন্মস্থান কোথায়?

উত্তর ঃ .....

৮। জ্ঞানদাস কোন্ শতকের কবি?

উত্তর ঃ .....

৯। কে গোবিন্দদাসকে 'কবিরাজ' অভিধা প্রদান করেন?

উত্তর ঃ .....

১০। "কন্টক গাড়ি কমলসম পদতল" - পদটির রচয়িতা কে?

উত্তর ঃ .....

১১। চৈতন্যপরবর্তী দুজন কবির নাম লেখো।

উত্তর ঃ .....

'বৈষ্ণব পদবলী'

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ **মান — ৬**

প্রশ্ন ঃ বৈষ্ণব পদাবলীর কয়টি যুগে ভাগ করা হয়? এইসব যুগের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো। প্রত্যেক যুগের কবির নাম লেখো।

উঃ- সমগ্র বৈষ্ণব পদাবলীকে তিনটি যুগে ভাগ করা হয়।

যেমন - (ক) চৈতন্যপূর্বযুগ, (খ) চৈতন্য সমসাময়িক যুগ। (গ) চৈতন্যোত্তর যুগ।

চৈতন্যপূর্ব যুগে যেসব বৈষ্ণবপদ রচিত হয়েছে, তাতে আমরা ভাগবত, বিষ্ণুপুরান প্রভৃতির প্রভাব লক্ষ্য করি। তখনকার বৈষ্ণবপদাবলীতে কৃষ্ণরূপই প্রকাশ ঘটেছ, যা আমরা জয়দেবের 'গীতগোবিন্দম্' কাব্যের মধ্যে দেখতে পাই। সেখানে রাধাকৃষ্ণ ও সখীই প্রাধান্য পেয়েছে।

আর চৈতন্য সমসাময়িক যুগের পদকর্তারা বেশির ভাগ ছিলেন চৈতন্যদেবের সহচর ও শিষ্য। চৈতন্যদেবের ভাবতন্ময় রূপ প্রত্যক্ষ করে, তাঁর ভাববিভোর রূপে অনুপ্রানিত হয়েই তাদের পদগুলি রচনা করেছিলেন।

আর চৈতন্য পরবর্তী যুগের পদকর্তাদের মধ্যে চৈতন্যদেবকে প্রত্যক্ষ করার **প্রেরণা** নেই। বরং আছে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের তাত্ত্বিকতার ভিত্তি। আর তাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে তাদের সৃষ্টি।

চৈতন্য পূর্বযুগের কবি হলেন - বিদ্যাপতি, চন্ডীদাস।

চৈতন্য সমসাময়িক কবি হলেন - বলরাম ঘোষ।

আর চৈতন্য পরবর্তী কবি হলেন - জ্ঞানদাস, গোবিন্দ দাস।

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লেখো ঃ **মান — ৬**

১। বিদ্যাপতি সম্পর্কে কী জানো? তাঁর কবিপ্রতিভা সম্পর্কে লেখো।

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

২। বিদ্যাপতির পরিচয় কী? তাঁর পদাবলির শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে আলোচনা করো।

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৩। বিদ্যাপতির কেন বৈষ্ণবপদাবলি রচনার আত্মনিয়োগ করেন? তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য কী?

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৪। পদাবলি সাহিত্যে চন্ডীদাসের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো।

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৫। 'বিদ্যাপতি সুখের কবি, চন্ডীদাস দুঃখের কবি।' - মন্তব্যটির যথার্থতা আলোচনা করো।

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৬। 'চন্ডীদাসের যোগ্য উত্তর সাধক জ্ঞানদাস' - মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার করো।

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৭। গোবিন্দদাসকে 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি' অভিহিত করার **কারণ** আলোচনা করো।

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৮। বিদ্যাপতিকে বাঙালীর অন্তরের কবি বলার **কারণ** আলোচনা করো।

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৯। কবি জ্ঞানদাসের কবি প্রতিভার পরিচয় দাও।

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

১০। বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে গোবিন্দদাসের পরিচয় দাও। তাঁর কবি প্রতিভার আলোচনা করো।

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

অনুবাদকাব্য ঃ রামায়ণ ও মহাভারত

আলোচ্য কবি ঃ কৃত্তিবাস ওঝা ও কাশীরাম দাস।

কবি পরিচিতি ঃ রামায়ণ এর অনুবাদক -

বাংলা **রামায়ণের** শ্রেষ্ঠ অনুবাদক হলেন কৃত্তিবাস ওঝা। তাঁর রচিত রামায়ণের নাম 'শ্রীরাম পাঁচালী'। কবির জন্মকাল নিয়ে নানা মতভেদ আছে। তবে তাঁর আবির্ভাব কাল আনুমানিক ১৩৯৯ সালে বা ১৪০৩ অথবা ১৪৪৩ খ্রিষ্টাব্দে ধরা হয় অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দীকে চিহ্নিত করা হয়েছে। পিতার নাম - বনমালী। জন্মস্থান - পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার ফুলিয়া গ্রাম। কবির পূর্বপুরুষছিলেন নরসিংহ ওঝা।

কৃত্তিবাস রামায়ণের বিষয়বস্তু ঃ

কবি কৃত্তিবাস মোট সাত কান্ডে বাংলা রামায়ণ রচনা করেন। কান্ডগুলি যথা - আদি কান্ড, অযোধ্যা কান্ড; অরণ্য কান্ড, কিষ্কিন্ধ্যা কান্ড, সুন্দরকান্ড, লঙ্কাকান্ড, উত্তরা কান্ড। এই সাত কান্ডের মধ্যে কবি কৃত্তিবাস রামায়ণের একেবারে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত কাহিনী ও উপকাহিনীর সমাবেশ ঘটিয়ে কাব্যটিকে সমস্ত মানুষের কাছে সমাদৃত করেছেন। তার মধ্যদিয়েই কৃত্তিবাস হয়ে উঠেছেন বাঙালির আপনজন, চরিত্র গুলিও হয়ে উঠেছে আমাদের ঘরের অতি পরিচিত।

কবি পরিচিতি ঃ মহাভারত-এর অনুবাদক -

বাংলা ভাষায় মহাভারতের জনপ্রিয় এবং শ্রেষ্ঠ অনুবাদক হলেন - কবি কাশীরাম দাস। আনুমানিক ষোড়শ শতকের শেষদিকে বর্ধমান জেলায় **জন্মগ্রহণ** করেন। পিতার নাম - কমলাকান্ত; পিতামহ - সুধাকর। কাশীরাম দাস মোট চারটি পর্বে মহাভারত অনুবাদ করেন। কাশীরাম দাসের পদবী ছিল দেব এবং তিনি বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁর কাব্যের নাম 'ভারত পাঁচালী'। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে 'ভারত পাঁচালী' লেখা হয়। কাশীরাম দাসের পুঁথিটি পাওয়া যায়- ১৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দে।

কাশীরামের মহাভারতের বিষয়বস্তু ঃ 'মহাভারত' সমগ্র বাঙালী জাতির তথা ভারতবাসীর আবেগ ও বিশ্বাসের এক স্তম্ভ। কাশীরাম দাস মোট চারটি পর্বে আসমুদ্র হিমাচলকে গ্রথিত করেছেন মহাভারতে। পর্বগুলি - আদিপূর্ব; বনপর্ব; সভাপর্ব ও বিরাট পর্ব। কবি সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে একেবারে মৌলিক মহাভারত রচনা করেন। মহাভারতে প্রতিটি **চরিত্র** আমাদের অতি পরিচিত। মহাভারতের যুদ্ধ মূলত অধর্মের বিরুদ্ধে এবং ধর্মের স্বপক্ষে। শ্রীকৃষ্ণকে মূল চরিত্র হিসেবে ধরা হয় এবং এই শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করেই মহাভারতের সমগ্র ঘটনা আবর্তিত হয়েছে। পরিশেষে দেখি যে কৌরব বংশ, অধর্মীরা পরাজয় স্বীকার করে পান্ডব বংশের কাছে। এর মধ্য দিয়ে সমাজ পরিবর্তনের ধারাকে সূচিত করা হয়েছে। সমাজে যখনই **আমিত্বের অহং** চূড়ান্ত হয় তখনই ধর্ম সংস্থাপনায় কোনো মহামানবের অবির্ভাবে সমাজ সংস্কার হয় এটা মহাভারতের মূল আলোচ্য বিষয়।

সঠিক উত্তর বাছাই করো ঃ (✔) মান — ১

১। অনুবাদ সাহিত্যের ক্ষেত্রে সর্বাধিক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল **কোন মহাকাব্যটি** -

(ক) রামায়ণ, (খ) মহাভারত, (গ) শ্রীকৃষ্ণবিজয়, (ঘ) গীতা,

উঃ- রামায়ণ।

২। রামায়ণ রচনা করেন -

(ক) কাশীরাম দাস, (খ) বাল্মীকি, (গ) ব্যাসদেব, (ঘ) কৃত্তিবাস।

উঃ- (খ) বাল্মীকি।

৩। কৃত্তিবাস অনুদিত **রামায়ণের** নাম -

(ক) রামচরিত মানস, (খ) রামচরিতম, (গ) শ্রীরাম পাঁচালি, (ঘ) কৃত্তিবাসী।

উঃ- শ্রীরাম পাঁচালি।

৪। কবি কৃত্তিবাস জন্মগ্রহণ করেন -

(ক) চতুর্দশ শতাব্দীর শেষদিকে, (খ) চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমদিকে,

(গ) পঞ্চম শতাব্দীর শেষদিকে, (ঘ) পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম দিকে।

৫। কৃত্তিবাস রামায়ণ রচনা করেন -

(ক) অক্ষর বৃত্ত ছন্দে, (খ) ত্রিপদী ছন্দে, (গ) পয়ার ছন্দে, (ঘ) পয়ার ত্রিপদী ছন্দে।

৬। **'রামায়ণ'** মহাকাব্যটি রচিত -

(ক) পাঁচটি খন্ডে, (খ) ছয়টি খন্ডে, (গ) সাতটি খন্ডে, (ঘ) আটটি খন্ডে।

৭। বর্তমানে রামায়নের মোট শ্লোক সংখ্যা -

(ক) ২২০০০, (খ) ২৩০০০, (গ) ২৪০০০, (ঘ) ২৫০০০।

৮। 'কবি কৃত্তিবাস এ বঙ্গের অলংকার- - বলেছেন

(ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, (খ) মধুসূদন দত্ত, (গ) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, (ঘ) নজরুল।

৯। বাল্মীকি **রামায়ণ** রচনা করেন -

(ক) অক্ষর বৃত্ত ছন্দে, (খ) ত্রিপদী ছন্দে, (গ) পয়ার ছন্দে, (ঘ) পয়ার-ত্রিপদী ছন্দে।

১০। কৃত্তিবাস এর পূর্বপুরুষ ছিলেন -

(ক) নরসিংহ ওঝা, (খ) নগেন্দ্রসিংহ ওঝা, (গ) নরেশসিংহ ওঝা, (ঘ) খগেন্দ্রসিংহ ওঝা।

১১। কৃত্তিবাসী রামায়ণ উইলিয়াম কেরীর উদ্যোগে মুদ্রিত হয় -

(ক) ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে, (খ) ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে, (গ) ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে, (ঘ) ১৮০৪ খ্রিষ্টাব্দে।

১২। কৃত্তিবাসের পিতার নাম -

(ক) **নরসিংহ ওঝা,** (খ) বনমালী, (গ) কবীন্দ্র পরমেশ্বর, (ঘ) মালাধর বসু।

১৩। কৃত্তিবাসের মাতা নাম -

(ক) মালিনী, (খ) **অনঙ্গামোহিনী,** (গ) কুসুম কুমারী দাস, (ঘ) কাদম্বিনী।

১৪। বাংলা মহাভারতের জনপ্রিয় অনুবাদক -

(ক) গোবিন্দদাস, (খ) কাশীরাম দাস, (গ) কৃত্তিবাস ওঝা, (ঘ) কবীন্দ্র পরমেশ্বর।

১৫। কবি কাশীরাম দাস ছিলেন মূলত -

(ক) ষোড়শ শতকের কবি, (খ) সপ্তদশ শতকের কবি,

(গ) চর্তুদশ শতকের কবি, (ঘ) পঞ্চম শতকের কবি।

১৬। কাশীরাম দাস রচিত মহাভারতের পর্ব সংখ্যা -

(ক) ৪টি, (খ) ৫টি, (গ) ৬টি, (ঘ) ৭টি।

১৭। বর্তমান মহাভারত-এর শ্লোক সংখ্যা -

(ক) ৭০ হাজার, (খ) ৮০ হাজার, (গ) ৯০ হাজার, (ঘ) ১ লক্ষ।

১৮। ব্যাসদেব রচিত মহাভারত-এর শ্লোক সংখ্যা -

(ক) ৮৮০০টি, (খ) ৮৮৮০ টি, (গ) ৮০০০টি, (ঘ) ৮০৮০টি।

১৯। মহাভারত এর মূল কবি হলেন -

(ক) কবীন্দ্র পরমেশ্বর, (খ) ব্যাসদেব, (গ) গোবিন্দ দাস, (ঘ) তুলসীদাস।

২০। মহাভারতের অপর নাম -

(ক) পঞ্চমবেদ, (খ) ষড় বেদ, (গ) ঋঁতু বেদ, (ঘ) চতুর বেদ।

২১। মহাভারত-এর আদি অনুবাদক ছিলেন -

(ক) বাল্মীকি, (খ) কাশীরাম দাস, (গ) কবীন্দ্র পরমেশ্বর, (ঘ) পরাগল খাঁ।

২২। কাশীরাম দাসের মহাভারত রচিত হয় -

(ক) ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকে, (খ) ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে,

(গ) সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দিকে, (ঘ) সপ্তম শতাব্দীর শেষদিকে।

২৩। কাশীরাম দাসের পদবি -

(ক) ওঝা, (খ) দাস, (গ) দেব, (ঘ) খাঁ।

২৪। মহাভারতের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক -

(ক) কাশীরামদাস, (খ) মালাধর বসু, (গ) কবীন্দ্র পরমেশ্বর, (ঘ) বাল্মীতি।

২৫। কাশীরাম দাস এর পিতার নাম -

(ক) দয়ালকৃষ্ণ, (খ) গোবিন্দ দাস, (গ) বৃন্দাবন দাস, (ঘ) কমলাকান্ত দাস।

২৬। কবি কাশীরাম দাসের পুঁথিটি পাওয়া যায় -

(ক) ১৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দে, (খ) ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে, (গ) ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে, (ঘ) ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে।

এক একটি পূর্নাঙ্গ বাক্যে নীচের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ **মান — ১**

১। বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম অনুবাদ কাব্য কোন্‌টি?

উঃ- বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম অনুবাদ কাব্য রামায়ণ।

২। **রামায়ণের** জনপ্রিয় কবি কে?

উঃ- রামায়ণের জনপ্রিয় কবি কৃত্তিবাস ওঝা।

৩। কৃত্তিবাস রচিত রামায়ণের নাম কী?

উঃ- 'শ্রীরাম পাঁচালী' হল কৃত্তিবাস রচিত রামায়ণের নাম।

৪। কবি কৃত্তিবাসের পূর্বপুরুষ কোন রাজার সভাপদ ছিলেন?

উত্তর ঃ .....

৫। কবি কৃত্তিবাসের রামায়ণ কটি খন্ডে বিভক্ত?

উত্তর ঃ .....

৬। কবি কৃত্তিবাসের রামায়ণের কান্ড গুলির নাম লেখো।

উত্তর ঃ .....

৭। কবি কৃত্তিবাস কোন্ সময়ের কবি ছিলেন?

উত্তর ঃ .....

৮। "কৃত্তিবাস কীর্তিবাস কবি, এ বঙ্গের অলংকার" - বক্তা কে?

উত্তর ঃ .....

৯। কবি কৃত্তিবাস ওঝা কোন ভাষায় রচিত কোন্ কাব্য অনুবাদ করেন?

উত্তর ঃ .....

১০। কবি কৃত্তিবাস কোথায় এবং কবে জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর ঃ .....

১১। কবি কৃত্তিবাস কার রচিত রামায়ণ বাংলায় অনুবাদ করেন?

উত্তর ঃ .....

১২। কৃত্তিবাসী রামায়ণ **কোন্** ছন্দে লেখা?

উত্তর ঃ .....

১৩। মধ্যযুগে রামায়ণকে কী নামে পরিচিতি লাভ করে?

উত্তর ঃ .....

১৪। বাংলা মহাভারতের জনপ্রিয় অনুবাদক কে?

উত্তর ঃ .....

১৫। কবি কাশীরাম দাস কোন্ সময়ের কবি ছিলেন?

উত্তর ঃ .....

১৬। কবি কাশীরাম দাস কোন্ শতাব্দীতে 'মহাভারত' রচিত করেন?

উত্তর ঃ .....

১৭। 'মহাভারত'-এর পর্ব সংখ্যা কয়টি ও কী কী?

উত্তর ঃ .....

১৮। কাশীরাম দাস কার, **কোন্** গ্রন্থ অনুবাদ করেন?

উত্তর ঃ .....

১৯। মহাভারতের প্রথম অনুবাদ কে করেন?

উত্তর ঃ .....

২০। কাশীরাম দাস কোন্ ধর্মাবলম্বী লোক ছিলেন?

উত্তর ঃ .....

২১। 'মহাভারত'-এর শ্রেষ্ঠ কে ছিলেন?

উত্তর ঃ .....

২২। বাংলা রামায়ণ-এর আদি কবি কে?

উত্তর ঃ .....

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ **মান — ৬**

১। রামায়ণের অনুবাদক হিসেবে কৃত্তিবাস ওঝার কবি সংক্ষেপে আলোচনা করো।

উঃ- বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের ধারায় কবি কৃত্তিবাস ওঝা সর্বপ্রথম খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় দক্ষ থাকা **সত্ত্বেও** সংস্কৃত অলংকারের দুর্বোধ্যতাকে সরিয়ে বাংলা সহজ ভাষায় রামায়ণ কাব্য রচনা করেন। কবি কৃত্তিবাস বাঙালির চিরকালের হৃদয়গীতিকে সুগভীর নিষ্ঠা ও পর্যবেক্ষণের মধ্যদিয়ে রামায়ণকে একেবারে আমাদের রক্তমাংসের জীবনে প্রবেশ করিয়েছেন।

"কৃত্তিবাস কীর্তিবাস কবি, এ বঙ্গের অলংকার।"

কৃত্তিবাসের রচনায় ভাষা ও অলংকার প্রয়োগে গল্পরস প্রয়োগে কাব্য সহজ-সরল হয়েছে। ফলে বাঙালি তাদের হৃদয়ের ভাষা ও আনন্দোচ্ছ্বাস, গার্হস্থ্য জীবনকে খুঁজে পেয়েছে রামায়ণে। কবি কৃত্তিবাস বাঙালির জনজীবন, চরিত্রচিত্রন, পরিবেশ, সমাজ, ও সংস্কার প্রভৃতি সৃজনশীল উপস্থাপনে নিজ প্রতিভা তুলে ধরেছেন। সমাজের সর্বস্তরের **সহজাবস্থান** হয়ে উঠেছে রামায়ণ।

কৃত্তিবাসের রামায়নের কোথাও কোথাও বীররস সূচিত হলেও **করুণরস** ছাপিয়ে গেছে বীররসকে। **এই কাব্যে** সীতা হয়ে উঠেছে **সাধারণ** বাঙালি পরিবারের ভাগ্যবিড়ম্বিতা কন্যা। বীর রামচন্দ্র কৃত্তিবাসের হাতে ভক্তের ভগবানে পরিণত হয়েছে। ক্ষত্রিয়বধু সীতা হয়েছে বাঙালি কুলবধু। হনুমান হয়েছে বাঙালি পরিবারের প্রভুভক্ত ভৃত্য। **লক্ষ্মণ** উঠেছে বাঙালি ঘরের আদর্শ সহোদর ভ্রাতা। পাশাপাশি গার্হস্থ্য জীবনের প্রেম, স্নেহ, ভক্তি, আনুগত্য প্রভৃতি নৈতিক ভাবাদর্শে জীবন্ত হয়ে উঠেছে কৃত্তিবাসী রামায়ণে।

সর্বোপরি বলা যায়, ছন্দও প্রয়োগ, বীররস, ভক্তিরস, করুণরস, পয়ার ত্রিপদীর ব্যবহার কাব্যটিকে **অসাধারণ** করে তুলেছে। তাছাড়া কৃত্তিবাসের কাব্যে বাঙালির রীতিনীতি, আচার-আচরণ, নিয়ম-প্রথা, পোষাক, খাদ্যে তৎকালীন সমাজ জীবন যে ভাবে ফুটে উঠেছে, তাই তাঁর কাব্যকে কালজয়ী করেছে।

২। কবি কৃত্তিবাসের রামায়ণের জনপ্রিয়তার **কারণ** সংক্ষেপে আলোচনা করো। ৬

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৩। মহাভারতের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক হিসেবে কাশীরাম দাসের কবি প্রতিভা সংক্ষেপে আলোচনা করো। ৬

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

মঙ্গলবাক্য

ভূমিকা ঃ- বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের ধারায় 'মঙ্গলকাব্য' একটি উল্লেখযোগ্য এবং বলা যায় অন্যতম একটি শাখা। **মধ্যযুগীয়** বাংলা সাহিত্যের ধারায় আখ্যানমূলক মঙ্গলকাব্যের স্থান অপরিসীম। মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীরা অপরিসীম, ক্ষমতার অধিকারী। বিপদকালে ভক্তকে **তাঁরা** উদ্ধার করেন। কখনও কখনও **তাঁরা** আবার পক্ষপাতদুষ্ঠ আচরণও করে থাকেন। কিন্তু যারা **তাঁদের** পূজায় অসম্মতি জ্ঞাপন করে বা **তাঁদের** মান্য করে না। সেইসব মানুষদের কপালে জুঠে নিদারুণ **যন্ত্রণা**। মঙ্গলকাব্যে দেখা যায়, দেবতার প্রতি ভক্তি **পরায়ণ** মানুষ অনেক ধনদৌলতের অধিকারী হয়। আর যারা দেবতাদের বিরুদ্ধাচারণ করেন তাদের কপালে জুটে নিদারুণ কষ্ঠ ও **যন্ত্রণা।**

সময়কাল ঃ - খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে মঙ্গলকাব্যের প্রথম লিখিত রূপ পাওয়া গেলেও তার প্রেক্ষাপট **তৈরি** হয়েছিল আরও দুই-তিন বৎসর আগেই। মঙ্গলকাব্যগুলি মূলত ছড়া ও পাঁচালী আকারে লোক সমাজে বহু বৎসর প্রচলিত ছিল। পরবর্তী সময় রাজনৈতিক অস্থিরতার যুগে ব্রতছড়া ও পাঁচালী আকারে প্রচলিত মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবীরা আখ্যান কাব্যে স্থান পেল। মঙ্গলকাব্যের সময় সীমা মূলত খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের শেষভাগ থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত।

প্রকার ভেদ ঃ- মঙ্গলকাব্যগুলিতে মূলত নানা সাম্প্রদায়িক দেব-দেবীর **মাহাত্ম্য** কীর্তি বর্ণিত হয়েছে। বাংলা **বিভিন্ন** অঞ্চলের কবি মঙ্গলকাব্য রচনায় তাঁদের **মুন্সীয়ানা** দেখিয়েছেন। মঙ্গলকাব্যের বিভাগগুলির মধ্যে রয়েছে - মনসামঙ্গল, চন্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, শিবমঙ্গল (শিবায়ন), রায়মঙ্গল প্রভৃতি।

মঙ্গল কাব্যের অর্থ বিশ্লেষণ ঃ- 'মঙ্গল' কথাটির আভিধানিক অর্থ হল কল্যান। অর্থাৎ যে কাব্যে দেবদেবীর মঙ্গল বা মাহাত্ম্য **বর্ণিত** হয়েছে এবং যে কাব্য পাঠ বা শ্রবণ করলে সকলের কল্যাণ হয়, তাকে বলে মঙ্গলকাব্য। অন্য মতে মঙ্গলকাব্যগুলি এক মঙ্গলবার থেকে শুরু করে আরেক মঙ্গলবার পর্যন্ত **পড়া** হত। আটদিন ধরে গানহত বলে একে অষ্টমঙ্গলাও বলা হত। আবার অনেকের মতে 'মঙ্গল' নামক বিশেষ রাগে 'মঙ্গলকাব্য' গুলি **পাঠ করা** হত বলে, একে মঙ্গলকাব্য বলে।

প্রেক্ষাপট ঃ- মঙ্গলকাব্যের প্রেক্ষাপটের পেছনে রয়েছে মূলত দুটি কারণ। এর মধ্যে একটি হল প্রাকৃতিক কারণ আর অপরটি হল রাজনৈতিক **কারণ**। প্রাকৃতিক **কারণটি** হল বাংলাদেশ নদীনালা, খালবিল ও বনজঙ্গলে **ভরা**। এদেশে ঝড়, বন্যা, ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ লেগেই থাকত। তার উপর ছিল বাঘ, সাপ, কুমির, ইত্যাদির উপদ্রব। এগুলির সাথেই ছিল কলেরা, বসন্ত ওলাওঠা ইত্যাদি রোগব্যাধি। স্বাভাবিক কারণেই বাংলার মানুষ ছিল ভীত সন্ত্রস্ত। এসব কিছুর হাত থেকে পরিত্রান লাভের আশায় তারা তাদের দেব-দেবীর **শরণাপন্ন** হতে শুরু করল। সৃষ্টি হতে লাগল এক একজন মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবী। সাপের হাত থেকে নিস্তারের জন্য সৃষ্টি হল দেবী মনসার। তেমনি ঝড়-ঝঞ্জার হাত থেকে বাঁচার জন্য আবির্ভব ঘটল চন্ডীদেবীর। অপরদিকে রাজনৈতিক **কারণটি** হল, তুর্কী আক্রমণে বিপর্যস্ত বাঙালি উচ্চ-নিম্ন নির্বিশেষে নিজেদের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করার চেষ্ঠা করতে শুরু করল। এর ফলস্বরূপ **অনার্য** দেবীরা উচ্চবর্ণের লেখকদের লেখনীতে জাতে ওঠার প্রয়াস পেল। **রূপ** প্রয়াসের ফলে **অনার্য** দেব-দেবীরা **আর্য** দেব-দেবীদের সাথে উন্নীত হবার সুযোগ পেল। **অনার্য** দেবী মনসা হয়ে উঠল শিবের কন্যা। তেমনি চন্ডী রূপান্তরিত হল শিবের ঘরিণী **রূপ**।

বৈশিষ্ট্য ঃ- মঙ্গলকাব্যগুলি চারভাগে বিভক্ত। যথা - বন্দনা অংশ, গ্রন্থ রচনার **কারণ**, দেবখন্ড ও নরখন্ড। বন্দনা অংশে বিভিন্ন দেব-দেবীদের বন্দনা করা হয়। এই বন্দনাগীত ছিল প্রধানত অসাম্প্রদায়িক। গ্রন্থ রচনার **কারণের** স্থান পায় মূলত কবির স্বপ্নাদেশ। মঙ্গলকাব্যের দেবীরা স্বপ্নে এসে কবিকে মঙ্গলকাব্য লেখার আদেশ করে। তৃতীয়খন্ড দেবখন্ডে স্থান পায় শাপগ্রস্থ হয়ে নায়ক-নায়িকাদের মর্ত্যে আগমন। চতুর্থ তথা শেষখন্ডে (নরখন্ড) সাপভ্রষ্ঠ নায়ক-নায়িকাদের বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে দেবতাদের পূজা প্রচারের কাহিনি **বর্ণিত** হয়। তাছাড়া নরখন্ডে আরও কতগুলি নতুন আঙ্গিক **লক্ষ্য** করা যায়। এগুলির মধ্যে রয়েছে বারমাস্যা ও **চৌত্রিশা**। বারমাস্যা হলো মঙ্গলকাব্যের নায়িকাদের বারোমাসের সুখ-দুঃখের কাহিনির বিবরণ। আর **চৌত্রিশায়** রয়েছে বিপন্ন নায়ক-নায়িকা কর্তৃক চৌত্রিশ অক্ষরযোগে ইষ্টদেবের স্তবস্তুতি।

মঙ্গলকাব্যের সমাজজীবন ঃ- যে কোন সাহিত্য সৃষ্টির প্রেক্ষাভূমিতে রয়েছে তৎকালীন সমাজ জীবন। সাহিত্য মূলত সমাজ জীবন নির্ভর। তাই সমাজজীবনকে উপেক্ষা করে সাহিত্য সৃজন প্রায় অসম্ভব। মঙ্গলকাব্যগুলি বিশ্লেষণ করলে আমরা তাৎকালীন সমাজজীবনের একটি নিখুঁত ছবির পরিচয় পাই। 'মনসামঙ্গল' আলোচনায় আমরা দেখি যে, তখনকার সমাজ ব্যবস্থায় বণিকশ্রেণির খুবই প্রভাব ছিল এবং বনিকদের প্রধান জীবিকা ছিল মূলত ব্যবসা করা, তারা নৌকা সাজিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ব্যবসা করতে যেত। তাছাড়া তখনকার সমাজ জীবনে নারী ছিল অবহেলিত, মনসা ও বেহুলা চরিত্র রূপায়ণে কাব্যকার তারই নির্দেশ দিয়েছেন। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যগুলি, যেমন চন্ডীমঙ্গলে দেখা যায় তখনকার রাজকর্মচারীরা ছিল অসাধু, দুর্বৃত্ত ও অত্যাচারী। প্রকৃতপক্ষে সমাজ জীবনে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন অন্যায়গুলো লেখকের লেখনীতে বাস্তবরূপ লাভ করেছে।

মনসামঙ্গল ঃ- 'মনসামঙ্গল'-এ মূলত সর্পদেবী মনসার পূজা প্রচারের কাহিনিই সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। মনসামঙ্গলের আদি কবি হিসাবে কাণা হরিদত্তকে গ্রহণ করা হয়। এই কাব্যের মূল চরিত্রের মধ্যে রয়েছে মনসাকে বর্ণিত করা হয়েছে শিবের মানস কন্যা রূপে। শিবের কন্যা হলেও স্বর্গসভায় তার উপযুক্ত স্থান যে পায়নি। সেই যোগ্য সম্মান প্রাপ্তির জন্য তাঁর পূজাপ্রচারে প্রয়োজন। সম্মানের জন্য তার লড়াই সমস্ত নারী জাতিরই লড়াই।

নারায়ণ দেব ঃ- নারায়ণদের 'মনসামঙ্গল' কাব্যধারায় এক উল্লেখযোগ্য কবি। তাঁর কাব্যের নাম 'পদ্মপুরাণ'। তিনি পঞ্চদশ শতকের কবি। অনেকে তাকে 'মনসামঙ্গল' কাব্যের ধারায় শ্রেষ্ঠ কবি বলে থাকেন। কবির আত্মপরিচয় থেকে জানা যায় তিনি রাঢ় দেশ থেকে ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত বোর গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। তিনি সংস্কৃতে পন্ডিত ছিলেন। তাই তাঁর রচনায় পৌরানিক প্রভাব লক্ষ্যণীয়। নারায়ণদেবের কাব্য পৌরাণিক ঘেঁষা হওয়ার, বিজিত মানব **চরিত্রগুলি** ম্লান হয়ে উঠেছে। লৌকিক কাহিনির চেয়ে পৌরাণিক দেবদেবীর প্রতি কবির দৃষ্টি ছিল ব্যাপক।

চন্ডীমঙ্গল ঃ- শিব জায়া দেবী চন্ডীর পূজা প্রচারের কাহিনি। দেবী চন্ডী চরিত্রটি মার্কন্ডেয় পুরাণে দেখতে পেলেও 'চন্ডীমঙ্গল'-এ বর্ণিত দেবীর সাথে তাঁর আকাশ-পাতাল ফারাক রয়েছে। কবিগণের লেখনীর ছোঁয়ায় পৌরাণিক দেবী চন্ডী হয়ে ওঠেছেন গৃহের কূলবধূ। যাঁর স্বামী নেশা করে, যে নাকি অভিমানে গৃহ ত্যাগ করে। যে অনায়সেই তাঁর ভক্তদের **সাহায্যার্থে** এগিয়ে আসে। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে - 'বাংলার লৌকিক দেবদেবী হিন্দুধর্মের পুনরত্থানের যুগে হিন্দুভাবাপন্ন তন্ত্র বা পুরাণ কর্তৃক প্রভাবিত। চন্ডী বা মঙ্গলচন্ডী তাদের অন্যতম। যেজন্য তন্ত্র বা পুরাণ ও স্মৃতিতে নানাভাবে তাঁর সঙ্গে একটা সামঞ্জস্য সাধনের প্রয়াস দেখা যায়"। চন্ডীমঙ্গলের দুটি কাহিনি: প্রথমটি হল কালকেতু ও ফুল্লরার কাহিনি। দ্বিতীয়টি ধনপতির আখ্যান।

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ঃ- 'মঙ্গলকাব্য' সাহিত্যের ধারায় 'চন্ডীমঙ্গল' আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। মূলত ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর পর্যন্ত এর ব্যাপ্তি। দীর্ঘ দুইশতকের সাহিত্যচর্চার ধারায় আমরা অনেক কবির নাম খুঁজে পাই। **তাঁদের** মধ্যে রয়েছেন মানিক, দ্বিজমাধব, মুকুন্দরাম, মুক্তারাম সেন, জয়নারায়ণ সেন, ভবানীশংকর প্রমুখ। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাদের মধ্যে অন্যতম। মুকুন্দরামের সৃজন শৈলীর গুনে তাঁর সৃষ্ঠ চরিত্রগুলি লৌকিক সংসারের চির পরিচিত চরিত্রে রূপান্তরিত হয়েছেন। দেবী চন্ডী তার সেই চিরপরিচিত পৌরাণিকতার সাজ পরিত্যাগ করে গ্রামের পল্লীবধুর রূপধারণ করেছেন। তাঁর **আত্মপরিচয়** থেকে জানা যায় মেদিনীপুরের জমিদার রঘুনাথ রায়ের অনুরোধে তিনি 'চন্ডীমঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। এই রঘুনাথ রায়ই কবিকে 'কবিকঙ্কণ' উপাধি দিয়েছিলেন। মুকুন্দরামের কাব্যের নাম 'অভয়ামঙ্গল'। তবে কবিকঙ্কণের চন্ডী নামেও এটি সমধিক পরিচিত।

ধর্মমঙ্গল ঃ- 'ধর্মমঙ্গল'-এ মূলত বর্ণিত হয়েছে ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য ও তাঁর পুজো প্রচারের কাহিনি। ধর্ম ঠাকুর পুরুষ দেবতা। হিন্দু সংস্কৃতির সমন্বয়ের যুগে আদিবাসীদের দ্বারা পূজিত ধর্মঠাকুরের নবরূপায়ণ সাধিত হয়। তিনি ক্রমান্বয়ে শিব, বিষ্ণ, সূর্য, বরুণ রূপে পূজিত হতে লাগলেন। ধর্মঠাকুরের পূজা মূলত রাঢ় বঙ্গে অর্থাৎ **পশ্চিমবঙ্গে** প্রচলিত। 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের ধর্মঠাকুর মূলত ফসল উৎপাদনের দেবতা, নারীর বন্ধত্ব ঘোচাবার দেবতা ও কুষ্ঠব্যাধি নিরাময়ের দেবতা। লক্ষণীয় যে, ধর্মপূজার পুরোহিতদের অধিকাংশই নিম্নজাতির। তাদের মধ্যে রয়েছে ডোম, হাড়ি, কৈবর্ত্য প্রভৃতি শ্রেণির মানুষ।

'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের উদ্ভব মূলত ষোড়শ শতাব্দীতে। এই কাব্যে রয়েছে মূলত দুটি কাহিনি। একটি হল পুরাণ কেন্দ্রিক রাজা **হরিশচন্দ্রের** কাহিনি অন্যটি ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে **লাউসেনের** কাহিনি। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ধর্মমঙ্গলকে রাঢ় দেশের *National Epic* বা 'জাতীয় মহাকাব্য' নামে অভিহিত করেছেন।

ঘনরাম চক্রবর্তী ঃ- 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের চেয়ে অনেক পরের রচনা। ধর্মমঙ্গল কাব্যের কবিদের মধ্যে রয়েছে রূপরাম চক্রবর্তী, রামদাস চক্রবর্তীর প্রচার সর্বাধিক। তাঁর কাব্য মুদ্রিত হওয়ার দরুণ প্রচারিত হয়েছে বেশী। বঙ্গবাসী কার্যালয় (কলিকাতা) থেকে বাংলা ১৯২০ সনের চৈত্রমাসে ঘনরামের কাব্য মুদ্রিত হয়।

কবির আত্মপরিচয় থেকে যতটুকু জানা যায়, তাহল বর্ধমান জেলার দামোদর নদের তীরে কৃষ্ণপুর গ্রামে **ব্রাহ্মণ** পরিবারে তাঁর জন্ম। তাঁর প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে শিক্ষাগুরু তাঁকে 'কবিরত্ন' উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁর কাব্যটি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে রচিত হয়। ঘনরাম চক্রবর্তী তাঁর কাব্যকে 'শ্রীধর্মসঙ্গীত', 'অনাদিমঙ্গল, 'মধুরভারতী' প্রভৃতি নামে অভিহিত করেছেন। তিনি সংস্কৃতে পন্ডিত ছিলেন ফলত তাঁর কাব্যে রামায়ণ মহাভারত ও ভাগবতের ছায়াপাত ঘটেছে। কবিত্ব ও পান্ডিত্যের অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছে তাঁর কাব্যে।

সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো ঃ- (✔) **মান - ১**

১। 'মঙ্গল' কথাটির অভিধানিক অর্থ হল -

(ক) সুন্দর, (খ) ভালো, (গ) শুভ, (ঘ) কল্যাণ।

উঃ- (ঘ) কল্যাণ।

২। আট দিন ধরে গান হত বলে মঙ্গলকাব্যের নাম -

(ক) সপ্তমঙ্গলা, (খ) পঞ্চমঙ্গলা, (গ) ষষ্ঠমঙ্গলা, (ঘ) অষ্টমঙ্গলা।

৩। মঙ্গলকাব্যগুলি প্রথমে প্রচলিত হয় -

(ক) গান আকারে, (খ) রূপকথা আকারে, (গ) মেয়েলী ব্রত কথা আকারে, (ঘ) শ্লোক আকারে।

৪। মঙ্গলকাব্যে উল্লেখিত সর্পদেবী হলেন -

(ক) মনসা, (খ) চন্ডী দেবী, (গ) শিব, (ঘ) ধর্মঠাকুর।

৫। মঙ্গলকাব্যে উল্লিখিত ঝড় ঝঞ্জার দেবী হলেন -

(ক) মনসা, (খ) চন্ডীদেবী, (গ) শিব, (ঘ) ধর্মঠাকুর।

৬। মঙ্গলকাব্যে উল্লেখিত ফসল উৎপাদনের দেবতা হলেন -

(ক) মনসা, (খ) চন্ডীদেবী, (গ) শিব, (ঘ) ধর্মঠাকুর।

৭। প্রতিটি মঙ্গলকাব্য বিভক্ত মূলত -

(ক) দুই ভাগে, (খ) চার ভাগে, (গ) ছয় ভাগে, (ঘ) আট ভাগে।

৮। মঙ্গলকাব্যের প্রথমভাগের নাম -

(ক) বন্দনা, (খ) গ্রন্থোৎপত্তির **কারণ**, (গ) দেবখন্ড, (ঘ) নরখন্ড।

৯। মঙ্গলকাব্যের দ্বিতীয় ভাগের নাম -

(ক) বন্দনা, (খ) গ্রন্থোৎপত্তির **কারণ**, (গ) দেবখন্ড, (ঘ) নরখন্ড।

১০। মঙ্গলকাব্যের তৃতীয় ভাগের নাম -

(ক) বন্দনা, (খ) গ্রন্থোৎপত্তির **কারণ**, (গ) দেবখন্ড, (ঘ) নরখন্ড।

১১। মঙ্গলকাব্যের চতুর্থ ভাগের নাম -

(ক) বন্দনা, (খ) গ্রন্থোৎপত্তির **কারণ**, (গ) দেবখন্ড, (ঘ) নরখন্ড।

১২। বন্দনা অংশে থাকে মূলত -

(ক) দেবতাদের বন্দনা, (খ) আত্মপরিচয়,

(গ) দেব-দেবীর স্বপ্নাদেশ, (ঘ) দেবতাদের পূজা প্রচারের কাহিনি।

১৩। গ্রন্থোৎপত্তির কারণে থাকে মূলত -

(ক) বিভিন্ন দেবতাদের বন্দনা, (খ) দেবদেবীর স্বপ্নাদেশ,

(গ) **পৌরোণিক** দেবতার সাথে লৌকিক দেবতার সম্বন্ধ স্থাপন,

(ঘ) দেবতার পূজা প্রচারের কাহিনি।

১৪। দেবখন্ডে থাকে মূলত -

(ক) বিভিন্ন দেবতাদের বন্দনা (খ) কবির আত্মপরিচয়,

(গ) দেবদেবীর স্বপ্নাদেশ, (ঘ) **পৌরোণিক** দেবতার সাথে লৌকিক দেবতার সম্বন্ধ স্থাপন।

১৫। নরখন্ডে থাকে মূলত -

(ক) দেবতাদের পূজা প্রচারের কাহিনি, (খ) **কবির আত্মপরিচয়,**

(গ) দেবদেবীর স্বপ্নাদেশ, (ঘ) বিভিন্ন দেবতার বন্দনা।

১৬। বারমাস্যায় স্থান পায় নায়িকার -

(ক) বারমাসের দুঃখের কাহিনি, (খ) দশমাসের দুঃখের কাহিনি,

(গ) আট মাসের দুঃখের কাহিনি, (ঘ) ছয় মাসের দুঃখের কাহিনি।

১৭। 'মনসামঙ্গল'-এর নায়ক-নায়িকারা হলেন-

(ক) লাউসেন ও কলিঙ্গ, (খ) ফুল্লরা-কালকেতু, (গ) বেহুলা-লখীন্দর, (ঘ) চাঁদসওদাগর-সনকা।

১৮। লাউসেন চরিত্রটি আমরা খুঁজে পাই -

(ক) অন্নদামঙ্গল, (খ) **ধর্মমঙ্গল,** (গ) চন্ডীমঙ্গল, (ঘ) মনসামঙ্গল।

১৯। 'মনসামঙ্গল'-এর আদি কবি হলেন -

(ক) মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, (খ) নারায়ণ দেব, (গ) ভারতচন্দ্র, (ঘ) কানা হরিদত্ত।

২০। 'মনসামঙ্গল'-এর একজন কবি হলেন -

(ক) ভারতচন্দ্র, (খ) মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, (গ) নরায়ণ দেব, (ঘ) ঘণরাম চক্রবর্তী।

২১। 'চন্ডীমঙ্গল'-এর একজন কবি হলেন -

(ক) ভারতচন্দ্র, (খ) মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, (গ) নরায়ণ দেব, (ঘ) ঘণরাম চক্রবর্তী।

২২। 'ধর্মমঙ্গল'-এর একজন কবি হলেন -

(ক) ভারতচন্দ্র, (খ) মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, (গ) বিহারীলাল চক্রবর্তী, (ঘ) ঘণরাম চক্রবর্তী।

২৩। নারায়ণ দেবের কাব্যের নাম -

(ক) পদ্মপুরাণ, (খ) মনসামঙ্গল, (গ) অভয়ামঙ্গল, (ঘ) ধর্মমঙ্গল।

২৪। মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর কাব্যের নাম -

(ক) অভয়ামঙ্গল, (খ) মনসামঙ্গল, (গ) অনাদিমঙ্গল, (ঘ) ধর্মমঙ্গল।

২৫। ঘণরাম চক্রবর্তীর কাব্যের নাম -

(ক) অভয়মঙ্গল, (খ) ধর্মমঙ্গল, (গ) মনসামঙ্গল, (ঘ) সারদামঙ্গল।

পূর্ণাঙ্গ বাক্যে উত্তর দাও ঃ- (✔) **মান - ১**

১। 'মঙ্গল' কথাটির আভিধানিক অর্থ কী?

উঃ- মঙ্গল কথাটির আভিধানিক অর্থ হল কল্যাণ।

২। 'মনসামঙ্গল'-এর একজন কবির নাম লেখো।

উত্তর ঃ .....

৩। 'চন্ডীমঙ্গল'-এর একজন কবির নাম লেখো।

উত্তর ঃ .....

৪। 'ধর্মমঙ্গল' - এর একজন কবির নাম লেখো।

উত্তর ঃ .....

৫। মঙ্গল কাব্যগুলি কী রাগিনী বা সুরে গাওয়া হত?

উত্তর ঃ .....

৬। মঙ্গল কাব্যগুলি কয়টি ভাগে বিভক্ত?

উত্তর ঃ .....

৭। 'দেবখন্ড' -এ প্রতিপাদ্য বিষয়টি কি?

উত্তর ঃ .....

৮। **'নরখন্ড' অংশে কাদের বন্দনা করা হয়?**

উত্তর ঃ .....

৯। 'বন্দনা' অংশে কাদের বন্দনাগীত করা হত?

উত্তর ঃ .....

১০। কবির আত্মপরিচয় অংশটি মঙ্গলকাব্যের **কোন্** অংশে স্থান পেত?

উত্তর ঃ .....

১১। 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে কয়টি কাহিনি সন্নিবেশিত ও কী কী?

উত্তর ঃ .....

১২। 'মনসামঙ্গলের'-এর দেবী মনসা **কীসের** দেবী?

উত্তর ঃ .....

১৩। 'চন্ডীমঙ্গল'-এর দেবী চন্ডী **কীসের** দেবতা?

উত্তর ঃ .....

১৪। 'ধর্মমঙ্গল'-এর ধর্মঠাকুর **কীসের** দেবতা?

উত্তর ঃ .....

১৫। মঙ্গলকাব্যের মধ্যে পুরুষ দেবতাটি কে?

উত্তর ঃ .....

১৬। মঙ্গলকাব্যের **কোন্** দেবতার পূজায় অন্ত্যজশ্রেণির মানুষদের পূজারি রূপে দেখা যায়?

উত্তর ঃ .....

১৭। 'হরিশচন্দ্রের পালা'-টি কোন্ মঙ্গলকাব্যে স্থান পেয়েছে?

উত্তর ঃ .....

১৮। 'চন্ডীমঙ্গল'-এর কয়েকজন কবির নাম লেখো।

উত্তর ঃ .....

১৯। 'ধর্মমঙ্গল'-এর কয়েকজন কবির নাম লেখো।

উত্তর ঃ .....

২০। ঘণরাম চক্রবর্তীকে 'কবিরত্ন' উপাধিতে কে ভূষিত করেন।

উত্তর ঃ .....

২১। কে 'ধর্মমঙ্গল'-কে জাতীয় মহাকাব্য নামে অভিহিত করেছেন?

উত্তর ঃ .....

রচনাধর্মী প্রশ্নাবলী ঃ **মান – ৬**

প্রশ্ন ঃ- মঙ্গলকাব্যগুলি উৎপত্তির **কারণ** আলোচনা করো।

উঃ- **মঙ্গালকাব্যগুলি** গড়ে ওঠার **পেছনে** মূলত রাজনৈতিক, সামাজিক ও প্রাকৃতিক **কারণ** ক্রিয়াশীল। সমাজ ব্যবস্থায় একদিকে তুর্কী আক্রমণে বিপর্যস্ত বাঙালি এমন একটি শক্তির আরাধনায় নিজেদের নিয়োজিত করতে চেয়েছিল, যার সামান্য কৃপায় সমস্ত প্রতিকূলতা এক লহমায় উধাও হয়ে যায়। সমাজ জীবনের অবক্ষয়ের সময়ে বাঙালি সমাজ উচ্চ-নীচ নির্বিশেষ পরস্পরের প্রতি ভেদাভেদ **ভুলে** এক হওয়ার চেষ্ঠায় রত হয়। সেই সম্মেলনের যুগে অনার্য দেব দেবীদেরও **আর্যায়ণ** হতে শুরু হল।

অপরদিকে প্রাকৃতিক **কারণটি** হল বাংলাদেশ নদী নালা, **খালবিল** ও বনজঙ্গলে **ভরা**। এদেশে ঝড়, বন্যা, ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ লেগেই থাকত। তার উপর ছিল বাঘ, সাপ, কুমির ইত্যাদি উপদ্রব। এগুলির সাথে ছিল কলেরা বসন্ত, ওলাওঠা ইত্যাদি রোগব্যাধি। স্বাভাবিক **কারণেই** বাংলার মানুষ ছিল ভীত-সন্ত্রস্ত। এসব কিছুর হাত থেকে পরিত্রাণ লাভের আশায় তারা দেব-দেবীর শরণাপন্ন হতে শুরু করল। সৃষ্টি হতে লাগল এক একজন মঙ্গলকাব্যের দেবদেবী। সাপের হাত থেকে নিস্তারের জন্য সৃষ্টি হল দেবী মনসার। তেমনি ঝড় ঝঞ্জার হাত থেকে বাঁচার জন্য আবির্ভাব ঘটল দেবী চন্ডীর।

পরিশেষে, বলা যায় যে মঙ্গলকাব্যগুলি সৃষ্টির পেছনে রাজনৈতিক **কারণ** পাশাপাশি প্রাকৃতিক **কারণ** যথেষ্ট ক্রিয়াশীল।

১। মঙ্গলকাব্য কাকে বলে? মঙ্গলকাব্য নামকরণের **কারণ** কী? কোন সামাজিক ও রাষ্ট্রিক অবস্থায় মঙ্গলবাক্য রচিত হয়? মঙ্গলবাক্য তৎকালীন সমাজ জীবনের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা উল্লেখ করো। ১+১+২+২=৬

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

২। 'মঙ্গল' শব্দটির অর্থ কী? মঙ্গল কাব্যের **সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি** কি? মনসামঙ্গল অথবা চন্ডীমঙ্গল কাব্যের যে কোন একজন শ্রেষ্ঠ কবির প্রতিভার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। ২+২+২=৬

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৩। 'চন্ডীমঙ্গল' কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি কে? তাঁর জীবনীও রচনা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করো। ২+৪=৬

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৪। 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যকে 'রাঢ়ের জাতীয় কাব্য' বলা হয় কেন? এই ধারার একজন কবির কাব্য প্রতিভার পরিচয় দাও। ৩+৩=৬

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৫। মঙ্গলকাব্য রচনার সামাজিক কারণ কি? 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের কাহিনি বর্ণনা করে মঙ্গেলকাব্য ধারায় এর স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো। ২+৪=৬

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

অন্নদামঙ্গল

কবি পরিচিতি ঃ মধ্যযুগীয় মঙ্গল কাব্য ধারার শেষ কবি হলেন কবি ভারতচন্দ্র রায় গুনাকর। ভারতচন্দ্রকে এই 'রায় **গুণাকর**' উপাধি দেন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র। কবির জন্ম ১৭১০-১৭১২ এর মধ্যে বর্ধমানে। **পিতার** নাম জমিদার নরেন্দ্রনাথ রায়। তিনি অর্থাৎ কবি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত কাব্য 'অন্নদামঙ্গল' এর জন্য তিনি বাংলা সাহিত্যে **স্মরণীয়** হয়ে আছেন। এই কাব্যের প্রশংসা করে রবীন্দ্রনাথও বলেছেন - 'রাজকণ্ঠের মণিমালা'। শুধু তাই নয় কবি নিজেও তাঁর কাব্য সম্পর্কে বলেছেন - 'অন্নদামঙ্গল আসলে নূতন মঙ্গল'। ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে কবি মারা যান। বলা বাহুল্য কবির মৃত্যুর মধ্যদিয়ে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের সূর্য অস্তমিত হয় এবং আধুনিক যুগের সূর্য উদিত হয়। তাই ভারতচন্দ্রকে যুগসন্ধিক্ষণের কবি বলা হয়।

'অন্নদামঙ্গল'-এর বিষয়বস্তু ঃ- 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের মধ্যদিয়ে দেবী অন্নদার মাহাত্ম্য প্রচার করা হয় এবং দেবী **অন্নপূর্ণার** পূজা প্রবর্তন করা হয়। কবি ভারতচন্দ্র মোট তিনটি খন্ডে তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'অন্নদামঙ্গল' রচনা করেন। প্রথম খন্ড 'অন্নদামঙ্গল', দ্বিতীয় খন্ড 'বিদ্যাসুন্দর' বা 'কালিকামঙ্গল' এবং তৃতীয় খন্ড 'অন্নপূর্ণামঙ্গল'। সমগ্র কাব্যে দেবীর বিভিন্ন রূপ এবং দেবীর **গুণগান** করা হয়। এই কাব্যে দেবীকে একজন সাধারণ রক্তমাংসের দেবীতে **পরিণত করেছেন** কবি ভারতচন্দ্র।

সঠিক উত্তর বাছাই করো ঃ (✔) মান — ১

১। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে শেষতম মঙ্গল কাব্য -

(ক) চন্ডীমঙ্গল, (খ) অন্নদামঙ্গল, (গ) ধর্মমঙ্গল, (ঘ) মনসামঙ্গল।

উঃ- (ক) অন্নদামঙ্গল।

২। 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের রচয়িতা হলেন -

(ক) ভারতচন্দ্র **রায়গুণাকর,** (খ) মুকুন্দরাম চক্রবর্তীম

(গ) গোবিন্দ দাস, (ঘ) ঘণরাম চক্রবর্তী।

উঃ- (ক) ভারতচন্দ্র **রায়গুণাকর।**

৩। ভারতচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন -

(ক) কালকাতায়, (খ) হলদিয়ায়, (গ) হাওড়া জেলায়, (ঘ) বর্ধমান জেলায়।

৪। কবি ভারতচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন -

(ক) ১৭১০-১২, (খ) ১৭১০-১১, (গ) ১৭১০-১৩, (ঘ) ১৭১০-১৪ খ্রিষ্টাব্দে।

৫। 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের রচনাকাল হল -

(ক) ১৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে, (খ) ১৭৫১ খ্রিষ্টাব্দে, (গ) ১৭৫২ খ্রিষ্টাব্দে, (ঘ) ১৭৫৩ খ্রিষ্টাব্দে।

৬। যুগসন্ধিক্ষনের কবি বলা হয় -

(ক) ভারতচন্দ্র, (খ) মুকুন্দরাম, (গ) গোবিন্দ দাস, (ঘ) জ্ঞানদাস।

৭। 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের খন্ড সংখ্যা -

(ক) দুইটি, (খ) দিনটি, (গ) চারটি, (ঘ) পাঁচটি।

৮। ভারতচন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ হল -

(ক) বিদ্যাসুন্দর, (খ) অন্নপূর্না মঙ্গল, (গ) অন্নদা মঙ্গল, (ঘ) কালিকামঙ্গল।

৯। কবি ভারতচন্দ্র **রায়গুণাকর** সভাকবি ছিলেন -

(ক) মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের, (খ) মহারাজা রামনারায়ণের,

(গ) মহারাজা কীর্তিচন্দ্রের, (ঘ) মহারাজা বীর প্রতাপের।

১০। 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের তৃতীয় খন্ডের নাম -

(ক) কালিকামঙ্গল, (খ) মানসিংহ, (গ) বিদ্যাসুন্দর, (ঘ) ময়নামতী।

১১। 'ভাষাশিল্পের তাজমহল' 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য সম্পর্কে এমন মন্তব্য করেছেন -

(ক) প্রথম চৌধুরী, (খ) ঈশ্বরগুপ্ত, (গ) মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র, (ঘ) ভারতচন্দ্র রায়গুনাকর।

১২। কবি ভারতচন্দ্র নিজেই বলেছেন 'অন্নদামঙ্গল' আসলে -

(ক) অন্নপূর্ণ মঙ্গল, (খ) নূতনমঙ্গল, (গ) নবমঙ্গল, (ঘ) পূর্ণমঙ্গল।

১৩। কবি ভারতচন্দ্রকে '**রায়গুণাকর**' উপাধিতে ভূষিত করেন -

(ক) মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র, (খ) মহারাজা রামনারায়ণ,

(গ) মহারাজা বীর প্রতাপ, (ঘ) মহারাজ কীর্তিচন্দ্র।

১৪। 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে যে দেবীর মাহাত্ম প্রচার করা হয়, তা হল -

(ক) দেবী অন্নপূর্ণার, (খ) দেবী দুর্গার, (গ) **দেবী কালীর,** (ঘ) দেবী চন্ডীর।

১৫। ভারতচন্দ্র যে শতাব্দীর কবি ছিলেন -

(ক) সপ্তদশ শতাব্দীর, (খ) অষ্টাদশ শতাব্দীর, (গ) পঞ্চম শতাব্দীর, (ঘ) ষোড়শ শতাব্দীর।

১৬। ভারতচন্দ্র 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের রচনা শেষ করেন -

(ক) ১৭৫১ খ্রিষ্টাব্দে, (খ) ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে, (গ) ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে, (ঘ) ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে।

১৭। "আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে" - মন্তব্যটি -

(ক) অন্নদামঙ্গল কাব্যের, (খ) **অন্নপূর্ণা** মঙ্গল,

(গ) কালিকামঙ্গল কাব্যের, (ঘ) সারদামঙ্গল কাব্যের।

১৮। 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে যে ছন্দ ব্যবহার করা হল -

(ক) মুক্তক ছন্দে, (খ) মুক্তক ছন্দে, (গ) পয়ার ত্রিপদী ছন্দে, (ঘ) মাত্রবৃত্ত ছন্দে।

১৯। 'অন্নদামঙ্গল'-এ দেবী অন্নপূর্ণার পূজা প্রবর্তন করেন -

(ক) মহারাজা রামনারায়ণ, (খ) মহারাজ বীর প্রতাপ,

(গ) মহারাজ কীর্তিচন্দ্র, (ঘ) মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র।

২০। ভারতচন্দ্রের মৃত্যু হয় -

(ক) ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে, (খ) ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে, (গ) ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে, (ঘ) ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে।

এক একটি পূর্নাঙ্গ বাক্যে নীচের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর লেখো ঃ **মান — ১**

১। 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের রচয়িতা কে?

উঃ- অন্নদামঙ্গল' কাব্যের রচিয়তা হলেন - কবি ভারতচন্দ্র রায়গুনাকর।

২। ভারতচন্দ্র কার সভাকবি ছিলেন?

উঃ- ভারতচন্দ্র রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন।

৩। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কয়টি খন্ডে বিভক্ত?

উঃ- ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' তিনটি খন্ডে বিভক্ত।

৪। কবি ভারতচন্দ্র কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর ঃ .....

৫। 'অন্নদামঙ্গল' **কবে** রচিত হয়?

উত্তর ঃ .....

৬। "অন্নদামঙ্গল' কাব্যের খন্ড গুলির নাম লেখো।

উত্তর ঃ .....

৭। 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য সম্পর্কে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কী বলেছেন?

উত্তর ঃ .....

৮। কাকে যুগসন্ধিক্ষণের কবি বলা হয়?

উত্তর ঃ .....

৯। অন্নদামঙ্গল কোন্ ছন্দে রচিত হয়?

উত্তর ঃ .....

১০। কাকে 'নাগরিক কবি' আখ্যা দেওয়া হয়েছে?

উত্তর ঃ .....

১১। 'অন্নদামঙ্গল' সম্পর্কে কবি ভারতচন্দ্র কী বলেছিল?

উত্তর ঃ .....

১২। কখন দেবী অন্নদার পূজা করা হয়?

উত্তর ঃ .....

১৩। কে ভারতচন্দ্রকে **'রায়গুণাকর'** উপাধিতে ভূষিত করেন?

উত্তর ঃ .....

১৪। 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে কোন্ দেবীর **মাহাত্ম্য** প্রচার করা হয়েছে?

উত্তর ঃ .....

১৫। 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যটির রচনা কবে শেষ হয়?

উত্তর ঃ .....

১৬। 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যটি কতটি পর্যায়ে সম্পন্ন হয়েছে?

উত্তর ঃ .....

১৭। কবি ভারতচন্দ্র রায়গুনাকর 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে মহাশক্তিকে কোন রূপে দেখিয়েছেন?

উত্তর ঃ .....

১৮। কার মৃত্যুর মধ্যদিয়ে সমাপ্তি ঘটে এবং আধুনিক যুগের **সূচনা** হয়?

উত্তর ঃ .....

১৯। কবে কবি ভারতচন্দ্র **রায়গুণাকর** মারা যান?

উত্তর ঃ .....

২০। কবি ভারতচন্দ্র **রায়গুণাকর** কোন্ সময়ের কবি ছিলেন?

উত্তর ঃ .....

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখো ঃ **মান — ৬**

১। 'অন্নদামাঙ্গল' কাব্যের রচয়িতা হিসেবে কবি ভারতচন্দ্রের কবি প্রতিভা **মূল্যায়ণ** করো।

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

২। কবি ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। ৬

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

মধ্যযুগ

(ছ) চৈতন্য জীবনীকাব্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

আলোচ্য কবি -কৃষ্ণদাস কবিরাজ

মধ্যযুগে রচিত চৈতন্য জীবনী কাব্যগুলি বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট সম্পদ। বাংলা ভাষায় জীবনীসাহিত্য রচনার এই প্রথম উদাহরন। গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদাবলী বাদ দিলে এই চৈতন্যজীবনী কাব্যগুলি বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত - বৃন্দাবনদাসের শ্রীচৈতন্যভাগবত, কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত, লোচনদাসের চৈতন্যভাগবত, জয়ানন্দের কবিরাজের শ্রী চৈতন্যমঙ্গল, গোবিন্দদাসের কড়চা, চূড়ামনিদাসের গৌরাঙ্গবিজয়।

এই চৈতন্যজীবনী কাব্যগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হল শুধু মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে নয়, সমগ্র বাংলা সাহিত্যেরই একটি শ্রেষ্ঠ জীবনী-কাব্য। এত সুগভীর পন্ডিত্য, দার্শনিকতা, ভক্তিশাস্ত্রে অতন্দ্র নিষ্ঠা, শুধু সে যুগের কেন এ যুগের কতগুলি গ্রন্থে পাওয়া যাবে তা আলোচনা সাপেক্ষ।

ক) সঠিক উত্তর বাছাই করো ঃ (✔) **প্রতিটি প্রশ্নের মান — ১**

১। চৈতন্য জীবনীর আদি গ্রন্থ বলা হয় -

(ক) চৈতন্য চন্দ্রোদয়, (খ) শ্রী শ্রী কৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃতম্,

(গ) চৈতন্যমঙ্গল, (ঘ) শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত।

উঃ- (খ) শ্রী শ্রী কৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃতম।

২। বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতের পূর্ববর্তী নাম ছিল -

(ক) চৈতন্যচরিতামৃত, (খ) চৈতন্যচন্দ্রোদয়, (গ) চৈতন্যমঙ্গল, (ঘ) গৌরাঙ্গবিজয়।

৩। 'চৈতন্যমঙ্গল' কাব্যের রচয়িতার নাম -

(ক) বৃন্দাবন দাস (খ) লোচনদাস

(গ) জয়ানন্দ (ঘ) কৃষ্ণদাস কবিরাজ

৪। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল যত খন্ডে সমাপ্ত -

(ক) ৯টি, (খ) ৩টি, (গ) ৪টি, (ঘ) ৫টি।

৫। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের মোট অধ্যায় সংখ্যা -

(ক) ৬০টি, (খ) ৬১টি, (গ) ৬২টি, (ঘ) ৬৩টি।

৬। চূড়ামনিদাসের গৌরাঙ্গবিজয়ের অপর নাম -

(ক) আদিমঙ্গল, (খ) আনাদিমঙ্গল, (গ) ভুবনমঙ্গল, (ঘ) অন্নদামঙ্গল।

৭। কৃষ্ণদাস কবিরাজের জন্ম স্থান -

(ক) বর্ধমান জেলার ঝামটপুর গ্রাম, (খ) বেদগ্রাম,

(গ) আমপপুর গ্রাম, (ঘ) ফুলুয়া গ্রাম।

খ) পূর্ণাঙ্গ বাক্যে উত্তর লেখো ঃ **প্রতিটি প্রশ্নের মান — ১**

১। চৈতন্য জীবনী সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ কোন্‌টি?

উঃ- কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

নিজে করো

১। শ্রীচৈতন্যের পিতৃভূমি কোথায়?

উত্তর ঃ .....

২। শ্রীচৈতন্যের পিতা ও মাতার নাম কী?

উত্তর ঃ .....

৩। চৈতন্যের বাল্যনাম কী ছিল?

উত্তর ঃ .....

৪। চৈতন্যদেব কার কাছ থেকে মন্ত্রদীক্ষা নিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন?

উত্তর ঃ .....

৫। চৈতন্যদেব কত বছর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন?

উত্তর ঃ .....

৬। চৈতন্যদেবের জন্ম ও তিরোধানের সময়কালে নির্দেশ করো।

উত্তর ঃ .....

৭। 'চৈতন্য চন্দ্রোদয়' কার লেখা?

উত্তর ঃ .....

৮। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত কয় খন্ড ও অধ্যায়ে সমাপ্ত হয়?

উত্তর ঃ .....

৯। লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল কয় খন্ডে রচিত?

উত্তর ঃ .....

১০। লোচনদাসের মতে চৈতন্যদেবের তিরোধান কীভাবে হয়?

উত্তর ঃ .....

১১। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের রচনাকাল নির্দেশ করো?

উত্তর ঃ .....

১২। শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত কয় খন্ডে সমাপ্ত হয়?

উত্তর ঃ .....

১৩। কৃষ্ণদাস কবিরাজ কোন্ খন্ডটি সবিস্তারে বর্ণনা করেন?

উত্তর ঃ .....

১৪। গোবিন্দ দাসের চৈতন্যজীবনী কাব্যটির নাম কী?

উত্তর ঃ .....

১৫। চূড়ামণিদাসের গৌরাঙ্গ বিজয় কোথায় থেকে প্রকাশিত হয়?

উত্তর ঃ .....

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ **প্রতিটি প্রশ্নের মান — ৬ (১৫০ শব্দের মধ্যে)**

১। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে প্রথম চৈতন্য জীবনীকারের গ্রন্থটি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করো।

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

২। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ চৈতন্যজীবনী কাব্যটি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করো।

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

আরাকান রাজসভার কবি ও কাব্যচর্চা

আরাকান রাজ্যের অবস্থান মূলত ব্রহ্মদেশের উত্তর-পূর্ব সীমানায়। একসময় বাংলার পূর্ব উপকূলে চট্টগ্রাম বন্দরে আরবদেশীয় মুসলমানদের উপনিবেশ গড়ে ওঠে। তাদের অনেকেই বাংলা ভাষাকে মাতৃভাষা রূপে গ্রহণ করেন। মূলত আরকানের মগজাতিরা ছিলেন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। তাদের রাজা ও ছিলেন **মগ** জাতীয় বৌদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে তাদের উৎসাহ ও পৃষ্টপোষকতায় কয়েকজন মুসলমান কবি বাংলা সাহিত্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন দৌলত কাজী ও সৈয়দ আলাওল।

আরাকানের কাব্যচর্চার উল্লেখযোগ্য বিষয় হল সাহিত্যিক চিন্তাধারার নতুনত্ব। মধ্যযুগের সাহিত্য ধারায় অধিকাংশ জায়গা জুড়ে রয়েছে দেবতার মাহাত্ম্য বিষয়ক রচনা আমরা যদি মঙ্গলকাব্য, অনুবাদ সাহিত্য কিংবা জীবনী সাহিত্যগুলি বিশ্লেষণ করি, তাহলে দেখা যায় **সবগুলির** মূলে রয়েছে ঐশ্বরিয় ভাবনা। সেখানে মানব চরিত্র ও তাদের দুঃখ-দুর্দমার কাহিনি বর্ণিত হলেও, সেগুলি কখনও ঐশ্বরিক চিন্তাধারাকে অতিক্রম করতে পারেনি। সেইদিক থেকে বিচার করলে আরাকানের সাহিত্য কীর্তি একটি নবধারার সংযোজন। **কারণ** আরকান সাহিত্যগুলি মূলে রয়েছে মানব-মানবীর প্রণয়াখ্যান, সেখানে দেববাদ প্রধান্য বিস্তার করতে পারেনি। এখানে ভক্তি কথার বদলে প্রেমের সংগীত, দেবতার বদলে মানুষের কামনা বাসনার অভিব্যক্তিই প্রধান।

দৌলত কাজী ঃ- দৌলত কাজী আরাকান রাজসভার একজন শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর কাব্যের নাম 'সতী ময়নামতী' বা 'লোরচন্দ্রানী' কাব্যটির দুই তৃতীয়াংশ রচনার পর তিনি মারা যান। দৌলত কাজী 'সতী ময়নামতী' কাব্যটির বিষয়বস্তুর দিক থেকে বাংলা সাহিত্যের এক নবতর সংযোজন। **সবকিছুর উর্ধ্বে** গিয়ে মানব মানবীর প্রণয়কাহিনিকেই তিনি এই কাব্যে প্রাধান্য দিয়েছেন। এই দিক থেকে কাব্যটি যথেষ্ঠ গুরুত্বপূর্ণ। কবি সুফি মতাবলম্বী ছিলেন। তিনি আরাকান রাজ্যের সমরসচিব আশরাফ খানের পৃষ্ঠপোষকতায় ও নির্দেশে তিনি ১৬২১ থেকে ১৬০৮ খ্রী: মধ্যবর্তী সময়ে 'সতীময়নামতী' কাব্যটি রচনা করে থাকবেন। দৌলত কাজীর 'সতীময়নামতী' কাব্যের বাকী অংশ আরাকান রাজসভার অন্য কবি সৈয়দ আলাওল আরাকান রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী সুলেমানের আদেশে সুদীর্ঘ কুড়ি বছর পরে ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে সমাপ্ত করেন। দৌলত কাজী মূলত হিন্দী কবি মিয়া সাধনের '**মৈনা কো সত্**' কাব্যের কাহিনির অনুসরণে 'সতী ময়নামতী' কাব্যটি রচনা করেন।

সৈয়দ আলাওল ঃ - আরাকান রাজসভায় দৌলত কাজীর পরে যে কবির স্থান, তিনি হলেন সৈয়দ আলাওল। অনেকে তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলমান কবি নামেও অভিহিত করে থাকেন। সৈয়দ আলাওল বিচিত্র বিষয়কে কেন্দ্র করে তাঁর সাহিত্য প্রতিভার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। আরাকান রাজ থিরিথু ধম্মা বা শ্রীসুধর্মা ও রাজমন্ত্রী মগন ঠাকুরের আরবি ও ফারসী থেকে অনুদিত চারটি গ্রন্থ এবং হিন্দি থেকে অনুদিত একটি। তাঁর রচিত কাব্যগুলি হলো যথাক্রমে -

(ক) '**সয়ফুলমূলক** বদিউজ্জমাল' (১৬৫৮-৬০)

(খ) 'হপ্তপয়কর' (১৬৬৫)

(গ) 'তোহফা' (১৬৬৩-৬৪)

(ঘ) সেকান্দারনামা' (১৬৬৩)

ঙ) 'পদ্মাবতী' (১৬৬৪)

তাঁর রচিত কাব্যগুলির মধ্যে একমাত্র 'পদ্মাবতীর' জন্যই তিনি প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন। তিনি এই কাব্যে মহম্মদ জয়সীর 'পদুমাবৎ' কাব্যের হুবহু অনুবাদ করেননি। তিনি করেছেন এর **ভাবানুবাদ।**

কবির আত্মপরিচয় থেকে জানা যায় যে, ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে চট্টগ্রামে তাঁর জন্ম। আনুমানিক ১৬০৮ থেকে ১৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। কবির পিতা **ফতেহাবাদের** মজলিস কুতুবের মন্ত্রী ছিলেন। জলদস্যুদের হাতে তাঁর পিতার মৃত্যু ঘটে। তিনি ছিলেন সুনিপুন যোদ্ধা।

সঠিক উত্তর নির্বাচন করো :- (✔) **মান - ১**

১। মধ্যযুগীয় বাংলাসাহিত্যে মানব-মানবীর প্রণয়াখ্যান প্রথম স্থান পায় -

(ক) চন্ডীমঙ্গল, (খ) ধর্মমঙ্গল, (গ) মুসলমান সাহিত্যে, (ঘ) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

উঃ- (গ) মুসলমান সহিত্যে।

২। দৌলত কাজীর কাব্যটির নাম হল -

(ক) হপ্ত পয়কর, (খ) তোহফা, (গ) পদ্মাবতী, (ঘ) সতী ময়নামতী।

৩। আলাওল রচিত কাব্যটি হল -

(ক) সেকান্দার নামা, (খ) সতীময়নামতী, (গ) চন্ডীমঙ্গল, (ঘ) ধর্মমঙ্গল।

৪। 'সতী ময়নামতী' বা 'লোরচন্দ্রীনা ' কাব্যের দুই-তৃতীয়াংশ রচনা করেন -

(ক) সৈয়দ আলাওল, (খ) দৌলত কাজী, (গ) নারায়ণ দেব, (ঘ) কাশীরাম দাশ।

৫। দৌলত কাজী কার নির্দেশে 'সতী ময়নামতী' কাব্যটি রচনা করেন -

(ক) আশারাফ খান, (খ) সুলেমান, (গ) শ্রী সুধর্মা, (ঘ) মগন ঠাকুর।

৬। দৌলত কাজীর 'সতী ময়নামতী' বা 'লোরচন্দ্রনী'র বাকি অংশ রচনা করেন -

(ক) ১৬২০-১৬৩৮ খ্রী:, (খ) ১৬২৫-১৬৩৫ খ্রী:, (গ) ১৬৭৮-১৬৭৯ খ্রী:, (ঘ) ১৬১০-১৬১৫ খ্রী:।

৭। 'সতী ময়নমতী' বা 'লোরচন্দ্রানী'র বাকি অংশ রচনা করেন -

(ক) আশরাফ খান, (খ) সুলেমান, (গ) দৌলতকাজী, (ঘ) সৈয়দ আলাওল।

৮। সৈয়দ আলওল রচিত উল্লেখযোগ্য কাব্যটি হল -

(ক) সয়ফুল মূলক বদিউজ্জমাল, (খ) হপ্তপয়কর, (গ) তোহফা, (ঘ) পদ্মাবতী।

৯। **যার নির্দেশে সৈয়দ আলাওল 'লোরচন্দ্রানী'র বাকি অংশ রচনা করেন** -

(ক) আশরা খান, (খ) সুলেমান, (গ) শ্রী সুধর্মা, (ঘ) মগন ঠাকুর।

১০। 'সতী ময়নামতী'র দুই-তৃতীয়াংশ লেখার কত বছর পর আলাওল বাকি অংশ রচনা করেন -

(ক) দশ বছর, (খ) কুড়ি বছর, (গ) পনেরো বছর, (ঘ) পঁচিশ বছর।

১১। আলাওল 'সতী ময়নামতী'র বাকি অংশ রচনা করেছিলেন -

(ক) ১৬৫০ খ্রিঃ, (খ) ১৬৬০ খ্রিঃ, (গ) ১৬৫৯ খ্রী, (ঘ) ১৬৮০ খ্রীঃ।

১২। আলাওল রচিত 'পদ্মাবতী'-কাব্যের রচনা কাল -

(ক) ১৬৪৫ খ্রীঃ, (খ) ১৬৪৬ খ্রীঃ, (গ) ১৬৫০ খ্রীঃ, (ঘ) ১৬৪৭ খ্রীঃ।

পূর্ণাঙ্গ বাক্যে উত্তর লেখো ঃ মান — ১

১ আরাকান রাজ্যের অবস্থান কোথায় ছিল?

উঃ- আরাকান রাজ্যের অবস্থান মূলত ব্রহ্মদেশের উত্তর-পূর্ব সীমানায়।

২। আরাকানের মুসলিম সাহিত্যের নতুনত্ব কি ছিল?

উত্তর ঃ .....

৩। আরাকান রাজসভার দুজন শ্রেষ্ঠ কবির নাম লেখো।

উত্তর ঃ .....

৪। দৌলত কাজী তাঁর 'সতী ময়নামতী' কাব্যের কতটুকু রচনা **করতে পেরে** ছিলেন?

উত্তর ঃ .....

৫। দৌলত কাজীর 'সতী ময়নামতী' কাব্যের কাহিনি কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে?

উত্তর ঃ .....

৬। আলাওল **কোন্ কোন্** ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন?

উত্তর ঃ .....

৭। আলাওলের পিতার মৃত্যু **কীভাবে** হয়?

উত্তর ঃ .....

৮। 'সয়ফুলমূলক বদিউজ্জমাল' কাব্যটি কার লেখা?

উত্তর ঃ .....

৯। 'হপ্তপয়কর' কাব্যটি কত খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়?

উত্তর ঃ .....

১০। '**সেকান্দারনামা**' কাব্যটি কার লেখা?

উত্তর ঃ .....

১১। 'পদ্মাবতী' কাব্যের কাহিনি কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে?

উত্তর ঃ .....

১২। 'ময়নাসৎ' কাব্যটি কার লেখা?

উত্তর ঃ .....

১৩। 'পদুমাবৎ' কাব্যটি কার লেখা?

উত্তর ঃ .....

রচনধর্মী প্রশ্নোত্তর ঃ- **মান - ৬**

প্রশ্ন ঃ- মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ধারায় আরাকান রাজসভার কবিদের রচনার বিশিষ্ঠতার পরিচয় দাও।

উঃ- আরাকান রাজসভার কবিদের উল্লেখযোগ্য দিক হল চিন্তাধারার নতুনত্ব। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ জায়গাজুড়ে রয়েছে দেববাদ। এই দেববাদের অন্তরালে মানব-মানবীর জীবন সংগ্রাম সাহিত্যিক রূপ পেলেও, তা দেববাদকে অতিক্রম করতে পারেনি। সেইদিক থেকে বিচার করলে আরাকানের সাহিত্য কীর্তি একটি নবধারার সংযোজন। আরাকানের সাহিত্য কীর্তির মধ্যে ভক্তি কথার বদলে প্রেমের সংগীত, দেবতার বদলে মানুষের কামনা বাসনার অভিব্যক্তিই প্রধান রূপে ধরা দিয়েছে।

ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে দেবতার **মাহাত্ম্য** কিংবা দেবকল্প মানুষের জীবন কাহিনিই স্থান পেয়েছে। চর্যাপদ থেকে শুরু করে অনুবাদ সাহিত্য কিংবা মঙ্গলকাব্য বা জীবনী সাহিত্য, প্রতিটি পর্বেই সাহিত্যিকগণ দেববাদকেই প্রধান্য দিয়ে এসেছেন। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতে নতুন সুর ধ্বনি হতে শুরু করে আরাকানের মুসলিম সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে। সাহিত্যিকগণ প্রথম দেববাদের **ঊর্ধ্বে** ওঠে মানব-মানবীর দুঃখ, বেদনা, চাওয়া-পাওয়া ইত্যাদি মানবিক অনুভূতিগুলিকে প্রাধান্য দিতে শুরু করলেন। দৌলত কাজীর 'সতী ময়নামতী' কিংবা আলাওলের 'পদ্মাবতী' প্রভৃতি কাব্যে ঘোষিত হল মানবতার গান।

রচনাধর্মী প্রশ্নগুলি লেখো ঃ **মান - ৬**

১। আরাকান রাজসভার পরিচয় দাও। এই রাজসভার কবি সৈয়দ আলাওলের জীবন ও কবি প্রতিভার পরিচয় দাও।

২+৪=৬

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

২। আরাকান রাজসভার পরিচয় দাও। আরাকানের কাব্য মধ্যযুগের গতানুগতিকতা ভেঙে কীভাবে মানবজীবনকে প্রধান স্থান দিয়েছিল আলোচনা করো। ২+৪=৬

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৩। দৌলত কাজীর পরিচয় দাও। কবির কাব্য প্রতিভা সম্পর্কে কিছু জানিয়ে তাঁর কাব্যের অভিনবত্ব বিষয়ে তোমার অভিমত ব্যক্ত করো? ২+৪=৬

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৪। সৈয়দ আলাওলের কবি প্রতিভার পরিচয় দিয়ে মধ্যযুগের বাংলা **সাহিত্যে** তাঁর স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য নিরূপন **করো**। ৬

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৫। দৌলত কাজীর পরিচয় দিয়ে তাঁর লেখা কাব্যের কাহিনি বর্ণনা করো। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই কাব্যটির গুরুত্ব আলোচনা করো। ২+৪=৬

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

শাক্ত পদাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়

আলোচ্য কবি ঃ রামপ্রসাদ সেন ও কমলাকান্ত ভট্টাচার্য

ভূমিকা ঃ- শাক্ত পদাবলী বাংলা সাহিত্য ধারায় এক নবতর সংযোজন। মধ্যযুগের ভক্তিবাদ-আশ্রিত সাহিত্যধারায় শাক্ত পদাবলীগুলি একটি ভিন্ন স্বাদের দ্যোতনা দেয়। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব একটি যুগান্তরকারী পরিবর্তন **এনে** দেয়। এই পরিবর্তন ছিল মূলত ভক্তি আশ্রিত, দেব-দেবীকে কেন্দ্র করে জনমানসের চিন্তাধারার এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। প্রাক্ চৈতন্যযুগের দেব-দেবীদের মধ্যে আমরা বরাভয়ের থেকে কুটিলতার প্রকাশই বেশি দেখি। সেখানে চিত্রিত **দেব-দেবীগণ** নিজের পূজা প্রচারের জন্য সবকিছুই করতে রাজি। কিন্তু চৈতন্য আবির্ভাবের পরে এই চিন্তাধারায় পরিবর্তন আসে, সেখানে দেব-দেবীগণ বরাভয় মূর্তিতে আবির্ভূত। মঙ্গলকাব্যের কুটিল স্বভাবা দেবীদের মধ্যেও মায়ের ছাপ সুস্পষ্ট, আমাদের আলোচ্য শাক্তপদাবলীও এর ব্যতিক্রম নয়। এই পদাবলীগুলিতে চিত্রিত কালী তার চন্ডীরূপ পরিহার করে জননী রূপে ধরা দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে **বঙ্কিমচন্দ্রের** 'আনন্দমঠ'-এর সত্যানন্দের উক্তি **স্মরণীয়।** তিনি মহেন্দ্রকে একটি কালীমূর্তি দেখিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন -

"কালী - অন্ধকার সমাচ্ছন্না কালিকাময়ী, হৃতসর্বস্বা, এইজন্য নগ্নিকা।

আজি দেশে সর্বত্রই শ্মশান - তাই মা কঙ্কালমালিনী। আপনার শিব

আপনার পদতলে দলিতেছেন - হয়ে মা।"

সমাজজীবন ঃ- 'শাক্ত পদাবলী' সাহিত্য আমরা কালীর যে রূপ পাই তা আলোচ্য উক্তির ভিন্নরূপ। শাক্ত পদাবলীগুলিতে কালী জননী, কন্যা রূপেই ধরা দিয়েছেন। যা তাৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার নিরিখে একটু আলাদা। শাক্ত পদাবলী সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে রয়েছে দুঃখ-দুর্দশা, সামাজিক অবক্ষয় ও মোগল শাসনের ক্ষয়িষ্ণু ইতিহাস। একদিকে মোগল শাসকের ভিত্তি তখন একেবারে শিথিল- জীর্নদশাপ্রাপ্ত। অন্যদিকে সমাজ জীবনে দারিদ্র্য, হতাশা, ও বঞ্চনার ইতিহাস। একদিকে **বর্গীর** আক্রমণ ও অন্যদিকে মগ ও বিদেশী পর্তুগীজ জল দস্যুদের নৃশংস অত্যাচার। সবমিলিয়ে জনমানসে দেখা দিয়েছিল প্রবল বিশৃঙ্খলা।

সমাজজীবনের এই বিশৃঙ্খলার ছবি পদাবলী গুলিতে ধরা পড়েছে। এখানে আমরা ডিক্রি, ডিসমিস, কৃষিকাজ, তহবিল তদরূপ, হিসাবখাতা প্রভৃতি বৈষয়িক জীবনের নানা প্রসঙ্গ উত্তাপিত হতে দেখি। তা সত্ত্বেও পদাবলীকারগণ জীবনের প্রতি একটি ধনাত্বক দৃষ্টিভঙ্গি রেখে এই পদাবলী **সাহিত্যগুলি** নির্মাণ করেছেন। তাছাড়া গ্রামবাংলার একটি নিখুঁত ছবি এই পদাবলীগুরির মধ্যে ধরা পড়েছে। পদাবলীতে চিত্রিত মেনকা হিমালয়ের স্ত্রী না হয়ে, হয়ে উঠেছেন কোন বাঙালি গৃহস্থর জননী। আর গৌরী কোনো দেবী না হয়ে, হয়ে উঠছেন কোনো এক বাঙালী ঘরের বিবাহিতা মেয়ে। তিন দিনের জন্য গৌরীর বাবার বাড়িতে আসা, মেনকার, কন্যাকে কাছে পাওয়া **আকূতি।** বিজয়ায় করুণ হৃদয়ে গৌরীর পিতার গৃহ ত্যাগ। এসব কিছুই বাঙালি জীবনের বাস্তবচিত্র। মা মেনকার **আকূতি** আমাদের যেন বাঙালি ঘরের স্নেহবৎসল জননীর কথাই মনে করিয়ে দেয়। মা মেনকা স্বামী বলেছেন -

"গিরি, এবার উমা এলে আর উমা **পাঠাবো** না।

বলে বলবে লোকে মন্দ, কারো কথা শুনব না"।।

শাক্তপদাবলীর পদগুলি মাতৃহৃদয়ের স্নেহরসে সিক্ত। নবমীর নিশিভোর না হতেই শিব গৌরিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য হাজির। তখন মেনকার আর কিছু করার নেই। গৌরিকে বিদায় দিতেই হবে। মাতৃহৃদয়ের **করুণারই** বর্হিপ্রকাশ হতে দেখা যায় কমলাকান্তের পদে -

"ফিরে চাও গো উমা তোমার বিধুমুখ হেরি
অভাগিনী মায়েরে বধিয়া কোথা যাও গো।
এইখানে দাঁড়াও উমা বারেক দাঁড়াও মা
তাদের তপিত তনু **ক্ষণেক** জুড়াও গো।"

রামপ্রসাদ সেন ঃ- পদাবলীকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন রামপ্রদাস সেনও কমলাকান্ত ভট্টাচার্য তাঁদের মধ্যে আদি ও শ্রেষ্ঠ কবি হলেন রামপ্রসাদসেন। তাঁর জন্ম আনুমানিক **১৭২০-১৭২১** খ্রীষ্টাব্দে চব্বিশ পরগণার হালিশহরের কুমার হট্ট গ্রামে। তাঁর মৃত্যু হয় **১৭৮১** খ্রি: কবি তাঁর পিতার দ্বিতীয় পক্ষের সন্তান, কবির দুই পুত্র ও দুই কন্যা, একবার কলকাতার ধনী জমিদারের সেরেস্তার মহুরীগিরি করার সময় খাতায় - 'আমায় দে মা তবিলদারী, আমি নেমকহারাম নয় শঙ্করী' গানটি লেখেন। তার পরই তাঁর ভাগ্যের চাকা ঘুরে যায়। গানটি দেখে জমিদার মহোদয় তাঁর প্রতি সদয় হয়ে বৃত্তি দিয়ে সাধনার ব্যবস্থা করে দেন। তাছাড়া কবির পান্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে কৃষ্ণচন্দ্র ও আরও অনেক ভূস্বামী কবিকে জমিজমা ও বৃত্তি দেন। স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে সভাসদ্ করতে চাইলে কবি তা প্রত্যাখ্যান করে দেন।

রামপ্রসাদ শুধু গান লেখেই শান্ত হননি, তিনি তাঁর গানের একটি সুরও প্রচলন করেন। সেই সুর রামপ্রসাদী সুর নামে সঙ্গীতশাস্ত্রে অঙ্গীভূত হয়েছে। তিনি 'বিদ্যাসুন্দর' ও 'কৃষ্ণকীর্তন' নামে দুটি কাব্য রচনা করেন। তবে তাঁর কৃতিত্ব শ্যামাসঙ্গীতগুলোর মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। তিনি প্রায় তিন শতাধিক শ্যামাসঙ্গীত রচনা করেন। কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদকে 'কবিরঞ্জন' উপাধিতে ভূষিত করেন।

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য ঃ- রামপ্রসাদের পরে যে পদাবলীকারের নাম শ্রদ্ধার সাথে **গ্রহণীয়** তিনি হলেন বর্ধমান জেলার অধিবাসী কমলাকান্ত ভট্টাচার্য। তাঁর উপাধি বন্দ্যোপাধ্যায় হলেও ভট্টাচার্য উপাধিতেই **সমাধিক** পরিচিত। তাঁর ব্যাক্তি পরিচয় সম্পর্কে যতটুকু জানা যায়, তাহল কবির **নিবাস** ছিল বর্ধমান জেলার কালনা গ্রামে, জন্মসন সঠিক জানা যায়নি। তাঁর পান্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে বর্ধমান রাজ তেজসচন্দ্র তাঁকে গুরুপদে বরণ করেন এবং তিনি বর্ধমান রাজ্যের সভাপন্ডিত হন। কোটালহাটে কবির সাধনাপীঠ ছিল। তিনি পঞ্চমুন্ডির আসন স্থাপন করে কালী সাধনা করতেন।

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য 'সাধকরঞ্জন' নামে তন্ত্র সাধনা বিষয়ক একটি পুস্তক রচনা করেন। মূলত কমলাকান্ত ভট্টাচার্য ছিলেন অনেকটা আধুনিকযুগের পদবলীকার। তার সৃষ্ঠ পদাবলী গুলিতে সেই আধুনিকতার নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায়। রামপ্রসাদ ছিলেন কবি ও ভাবুক, আর কমলাকান্ত ছিলেন কবি, ভাবুক ও শিল্পী।

সঠিক উত্তর নির্বাচন করো :- (✔) **মান - ১**

১। 'শাক্ত পদাবলী'-তে মূল **কোন্** দেবীর গান করা হয়েছে?

(ক) মনসা, (খ) চন্ডী, (গ) কালী, (ঘ) শীতলা।

উঃ- (গ) কালী।

২। রাম প্রসাদ ছিলেন মূলত -

(ক) মনসামঙ্গলের কবি, (খ) রামায়ণের কবি, (গ) ধর্মমঙ্গলের কবি, (ঘ) শাক্ত পদাবলীর কবি।

৩। কমলাকান্ত ভট্টাচার্য ছিলেন মূলত -

(ক) চন্ডীমঙ্গলের কবি, (খ) মহাভারতের কবি, (গ) ধর্মমঙ্গলের কবি, (ঘ) শাক্ত পদাবলীর কবি।

৪। শাক্ত পদাবলীতে প্রাধান্য পেয়েছে মূলত -

(ক) রৌদ্ররস, (খ) উৎকঠ রস, (গ) বীর রস, (ঘ) বাৎসল্য রস।

৫। শাক্ত পদাবলীগুলি বিভক্ত হয়েছে -

(ক) চার ভাগে, (খ) ছয়ভাগে, (গ) দুই ভাগে, (ঘ) তিনভাগে।

৬। "এবার কালী তোমায় খাব" - গানটি হল -

(ক) রামেশ্বরের, (খ) গদাধর সেনের, (গ) কমলাকান্তের, (ঘ) রামপ্রসাদ সেনের।

৭। শাক্ত পদাবলীর আদি কবি হলেন -

(ক) কমলাকান্ত ভট্টাচার্য, (খ) রামপ্রসাদ সেন, (গ) গদাধর সেন, (ঘ) রামেশ্বর।

৮। কমলাকান্তের উপাধি ছিল -

(ক) ভট্টাচার্য, (খ) চক্রবর্তী, (গ) বন্দ্যোপাধ্যায়, (ঘ) দাশ।

৯। কমলাকান্ত যে উপাধিতে পরিচিতি লাভ করেন তা হল -

(ক) ভট্টাচার্য, (খ) চক্রবর্তী, (গ) বন্দ্যোপাধ্যায়, (ঘ) দেব।

১০। রামপ্রসাদকে 'কবিরঞ্জন' উপাধিতে ভূষিত করেন–

(ক) সিরাজদৌল্লা, (খ) কৃষ্ণচন্দ্র, (গ) কলিকাতার জমিদার, (ঘ) বর্ধমান রাজ তেজশচন্দ্র।

১১। রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীত গানের সংখ্যা প্রায় -

(ক) ৫০০, (খ) ২০০, (গ) ৩০০, (ঘ) ৪০০।

পূর্ণাঙ্গ বাক্যে উত্তর লেখো ঃ **মান — ১**

১। শাক্ত পদাবলীর আদি ও শ্রেষ্ঠ কবি কে?

উঃ- শাক্ত পদাবলীর আদি ও শ্রেষ্ঠ কবি হলেন রামপ্রসাদ সেন।

২। রাম প্রসাদ কত খ্রিঃ কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর ঃ .....

৩। রামপ্রসাদের কয় ছেলে ও কয় মেয়ে?

উত্তর ঃ .....

৪। রাম প্রসাদ সেন কোথায়, কার কাছে মহুরীগীরি করতেন?

উত্তর ঃ .....

৫। রামপ্রসাদী সুর কি?

উত্তর ঃ .....

৬। কে **রামপ্রসাদকে** সভাসদ রূপে পেতে চেয়েছিলেন?

উত্তর ঃ .....

৭। রামপ্রসাদ লিখিত কাব্যের নাম কী?

উত্তর ঃ .....

৮। 'সাধকরঞ্জন' কাব্যটি কার লেখা?

উত্তর ঃ .....

৯। 'সাধকরঞ্জন' কাব্যটি কী জাতীয় কাব্য?

উত্তর ঃ .....

১০। কমলাকান্তের নিবাস কোথায় ছিল?

উত্তর ঃ .....

১১। বর্ধমান **রাজার** নাম কী?

উত্তর ঃ .....

১২। বর্ধমানরাজ কাকে গুরুপদে বরণ করেন?

উত্তর ঃ .....

১৩। কমলাকান্ত কার সভপন্ডিত হন?

উত্তর ঃ .....

১৪। কমলাকান্তের সাধনাপীঠ কোথায়?

উত্তর ঃ .....

১৫। কমলাকান্তের প্রতিভা কোন্ পদগুলিতে প্রকাশিত হয়েছে?

উত্তর ঃ .....

রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর ঃ- **মান - ৬**

প্রশ্ন ঃ- শাক্তপদাবলীর আদি রচয়িতা রামপ্রসাদ সেনের পরিচয় দাও।

উঃ- রামপ্রসাদ সেন হলেন শাক্তপদাবলীর আদি ও শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর জন্ম আনুমানিক ১৭২০-১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে চব্বিশ পরগণার হালিশহরের কুমার হট্ট গ্রামে। একবার কলিকাতার এক ধনী জমিদারের সেরেস্তার মহুরীগিরি করার সময় খাতায় - 'আমায় দে মা তবিলদারি' গানটি লিখে জমিদারের নজরে আসেন। তার পর জমিদার ও অন্যান্য ভূস্বামীগণ রামপ্রসাদকে বৃত্তি দিয়ে সাধনা করতে সহায়তা করেন। রামপ্রসাদ সেন ছিলেন নির্লোভ প্রকৃতির মানুষ। স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে সভাসদ করার প্রস্তাব দিলে, তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে দেন।

রামপ্রসাদ ছিলেন কবি ও সাধক, তাছাড়া তিনি ছিলেন একজন ভালো গায়ক। তিনি রামপ্রসাদী সুর নামে একটি নতুন সুরের সৃষ্টি করেন। কবি 'বিদ্যাসুন্দর' ও 'কৃষ্ণকীর্তন' প্রভৃতি কাব্যও লিখেছিলেন। কিন্তু তাঁর রচিত শ্যামাসঙ্গীত গুলি যথেষ্ঠ কৃতিত্বের দাবী রাখে। রামপ্রসাদ প্রায় তিন শতাধিক শ্যামাসঙ্গীত রচনা করেন। পুরাণে বর্ণিত দেবী কালী তাঁর চন্ডীরূপ বর্জন করে মাতৃরূপে ধরা দিয়েছেন কবির শ্যামাসঙ্গীতগুলিতে। রামপ্রসাদের পদাবলীর একটি বড় **গুণ** এর সহজ সরল অনুভূতি। গুরুগম্ভীর ভাষা পরিত্যাগ করে সহজ সরল ভাষায় পদাবলীগুলি তিনি রচনা করেছেন। ধর্মীয় উদারতা তাঁর গানের একটি **লক্ষ্যণীয়** বৈশিষ্ট্য। তিনি জাতিবাদ, উচ্চ ও নিম্ন বর্ণ এসব কিছুর **ঊর্ধ্বে** উঠে একজন সন্তান রূপে মাতৃ আরাধনায় রত হয়েছেন। তাঁর গানগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, সে রয়েছে কেবল অনাবিল ভক্তি।

নিজে লেখো ঃ মান — ৬

১। রামপ্রসাদ সেনের শাক্তপদাবলীর **লক্ষণীয়** বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো।

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

২। সাধক কমলাকান্তের শাক্তপদাবলীর বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো।

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৩। আগমনী ও বিজয়ার গানে রামপ্রসাদের কৃতিত্ব সমধিক - এ সম্পর্কে তোমার মতামত দাও।

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৪। শাক্তপদাবলীগুলিতে তৎকালীন সমাজজীবন কীভাবে উঠে এসেছে আলোচনা করো।

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

নাটক

মুকুট

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নাট্যোল্লিখিত ব্যাক্তিগণ

অমরমানিক্য - মহারাজ

চন্দ্রমানিক্য - যুবরাজ

ইন্দ্রকুমার - মধ্যম রাজকুমার

রাজধর - কনিষ্ঠ রাজকুমার

ধুরন্ধর - ওই মামাতো ভাই

ইশা খাঁ - সেনাপতি

আরাকান রাজ

প্রতাপ, নিশানধারী **ভাট**, দূত, দৈনিক প্রভৃতি

উৎস ঃ- 'মুকুট' নাটকটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯০৮ খ্রিঃ রচনা করেন, এই নাটকটি "বালক" নামক একটি পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়। এই নাটকের বিষয়বস্তু ত্রিপুরার রাজ পরিবারকে কেন্দ্র করে রচিত হয়।

সার সংক্ষেপে ঃ- ত্রিপুরার মানিক্যবংশের ছোটো রাজকুমারের সঙ্গে সেনাপতির **ইশা** খাঁ মোটেই বনিবনা নেই, দুজনার কেউ কাউকে সহ্য করতে পারেন না। এমতাবস্থায় **ইশা** খাঁর প্রিয় শিষ্য ইন্দ্রকুমার আসে এবং উভয়েই রাজধরের সঙ্গে ঠাট্টা তামাশা করে। **কিছুক্ষণ** পর যুরাজ চন্দ্রমানিক্য সহ মহারাজ অনুচরসহ সেইস্থানে আসেন। স্থির হয় পরদিন অস্ত্রপরীক্ষা হবে, তিন রাজকুমারের মধ্যে যিনিই জিতবেন মহারাজ নিজের হিরে বসানো তলোয়ার তাঁকে দেবেন। রাজধরের মামাতো ভাই তথা সহচর **ধুরন্ধর** সেইস্থানে আসেন এবং ইন্দ্রকুমারের অস্ত্রশালায় গিয়ে তূণের প্রথম খোপ খেয়ে ইন্দ্রকুমারের নাম লেখা **তির** তুলে নিজের নাম লেখা **তির** রেখে আনবার জন্য ছোটকুমার রাজধর **ধুরন্ধরকে** আদেশ করে।

রাজধরের প্রবেশ। রাজধর জানায় যে তার শিকার যাবার অস্ত্রগুলি মরচে পড়ায় সে মেজকুমারের অস্ত্রাগারে এসেছিল। **মেজোবউ** তাকে তখন বন্দি করে আটকে রাখে। প্রতাপ ইন্দ্রকুমারকে সতর্ক করে দেয়। তিরন্দাজি পরীক্ষায় ইন্দ্রকুমার লক্ষ্যভেদ করলে ও শেষ পর্যন্ত যেহেতু **রাজধরের** নাম লেখা তিরটি লক্ষ্যভেদ করেছিল যে জন্য রাজধরকেই বিজয়ী ঘোষণা করা হয়।

মহারাজ বাধ্য হলেন **তাঁর** হিরে বসানো তলোয়ার রাজধরকে দিতে হবে। সেনাপতি **ইশা** খাঁ তখন অপর একটি অস্ত্রপরীক্ষার পরিকল্পনা করেন। তিনি জানান যে আরাকানরাজ ত্রিপুরা আক্রমন করতে আসছেন এমতাবস্থায় তিন কুমারকে পাঠানো হোক, তাদের বীরত্বের পরীক্ষা হবে।

রাজধর যুদ্ধক্ষেত্রে পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে দূরে অবস্থানরত। তার উদ্দেশ্য গোপনে হানা দিয়ে যুদ্ধ হয়।

ইন্দ্রকুমার এই ব্যবস্থায় খুশি তিনি যুদ্ধ জয়ের গৌরবটুকু একাই নিতে চান। এদিকে যুদ্ধক্ষেত্রে এক সময় **যুবরাজ** চন্দ্রমানিক্য অনভিজ্ঞের মত শত্রুসৈন্যের মাঝখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

রাজধর রাত্রের অন্ধকারে সৈন্য দিয়ে আরাকান শিবির আক্রমণ করে আরাকান রাজকে বন্দি করতে চান।

ইশা খাঁ যুবরাজের **নির্বুদ্ধিতায়** প্রবল ক্ষুদ্ধ হলেও ইন্দ্রকুমার দাদার পক্ষ নিয়ে তার পক্ষে সাওয়াল করলেন তারা রাজধরের কাপুরুষতায় হেসে উঠলেন।

রাজধর এই যুদ্ধে **অংশগ্রহণ** না করায় যুবরাজ ও ইন্দ্রমানিক্য খুশি হন। অন্যদিকে আরাকান রাজকে রাতের অন্ধকারে রাজধর বন্দি করেন আরাকানরাজ পরাজয় স্বীকার করে সন্ধিপত্র লিখে দিতে চাইলেন। রাজধর চাইল মহারাজের মাথায় মুকুট। আরাকানরাজ জানালেন রাজধরের এই দাবি অসম্মত এর ফলে আরাকানের সঙ্গে ত্রিপুরার শত্রুতাও চিরতরের জন্য বজায় থাকবে। রাজধর **চুক্তিপত্র** দেখা বিষয়ে জোর দিলেন।

পরদিন যুদ্ধ শুরু হতে না হতেই আরাকান সৈন্যদল সুবিধাজনক অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হয়। এর পর রাজধর ত্রিপুরা শিবিরে ফিরে এলে **ইশা** খাঁ ও ইন্দ্রকুমার তার ব্যবহারের নিন্দাকরে। তবু যুবরাজ রাজধরকেই পরিত্রাতা বলে তাকে "মুকুট" পরাতে চাইলে ইন্দ্রকুমার শিবির ছেড়ে চলে যান। **ইশা** খাঁ মুকুটের অধিকার থেকে রাজধর কে বঞ্চিত করতে চাইলে রাজধর ও ক্ষুদ্ধ হয়।

অপমাণিত রাজধর **ধুরন্ধরকে** জানান যে আরাকানরাজ **ফিরে** না গিয়ে পুনরায় ত্রিপুরা আক্রমণ করার জন্য একটি পত্র দিতে চান। **ধুরন্ধর** তাকে এ বিষয়ে সাবধান করেন। হঠাৎ আরাকান শিবিরের আক্রমণে ত্রিপুরা শিবির হতচকিত এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রে সাংঘাতিক আহত হয়।

রণক্ষেত্রে **ইশা** খাঁ ও যুবরাজ মৃত্যুপন করে যুদ্ধ করতে সচেষ্ঠ হয়। উভয়েই বোঝেন তাদের জেতার তো আশা **ক্ষীণ**। যুদ্ধে ত্রিপুরার পরাজয় আসন্ন হয়ে পড়ে। **ইশা** খাঁ বীরবিক্রমে লড়াই করে নিহত হন। যুবরাজের হাতি রণক্ষেত্রে সম্ভাবনা দেখে অন্যত্র যাওয়ার সময়ে যুবরাজ পরে যান এবং মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ইন্দ্রকুমার এক সৈনিকের মুখে খবর পেলেন যুবরাজ অত্যন্ত আহত হয়ে কর্ণফুলির তীরে অপেক্ষা করছেন। কর্ণফুলির তীরে ইন্দ্রকুমার আফসোস করতে করতে এসে যুবরাজের সঙ্গে দেখা করলেন। যুবরাজ ইন্দ্রকুমারের জন্য আহত হয়েও অপেক্ষা করছিলেন। এই সময় রাজধর সেখানে এলেন। রাজধর জানালেন তিনি তার মুকুট যুবরাজকে অর্পণ করতে চান। যুবরাজ তা দিতে অঙ্গীকার করেন ও ইন্দ্রকুমারকে অর্পণ করেন। ইন্দ্রকুমার অত্যন্ত ক্ষুদ্ধ হলেন রাজধরের আগমনে কিন্তু যুবরাজের সামনে তিনি কিছুই বললেন না। রাজধর তখন যুবরাজকে প্রনাম করলেন ও মুকুট অর্পন করলেন ইন্দ্রকুমারকে। ইন্দ্রকুমার তা যুবরাজের পদতলে সমর্পন করেন **অর্থাৎ** প্রকারান্তরে মৃত্যুর আগে রাজধর ও ইন্দ্রকুমারের মধ্যে বিরোধ মিটিয়ে দিয়ে যান।

১। অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর উত্তর :- **মান - ১**

ক) মুকুট নটকটি কে রচনা করেন?

উঃ- বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

খ) 'মুকুট' নাটকটি কবে রবি ঠাকুর রচনা করেন?

উঃ- ১৯১৮ খ্রি: কবি ঠাকুর রচনা করেন।

গ) কী থেকে 'মুকুট' নাটকটি কবে উপস্থাপন হয়েছে?

উঃ- **ছোটগল্প** থেকে 'মুকুট' নাটকটি উপস্থাপন হয়েছে।

৪। রবীন্দ্রনাথের মুকুট নাটকের উল্লিখিত ত্রিপুরার মহারাজের নাম কী?

উঃ- অমরমানিক্য নাটকের উল্লিখিত মহারাজের নাম ।

৫। **ইশা** খাঁ কে ছিলেন?

উঃ- ত্রিপুরার সেনাপতির নাম ছিল **ইশা** খাঁ।

৬। ত্রিপুরার যুবরাজের নাম কি ছিল?

উত্তর ঃ .....

৭। রাজধর কে ছিল?

উত্তর ঃ .....

৮। ত্রিপুরার মধ্যম রাজকুমারের নাম কি ছিল?

উত্তর ঃ .....

৯। রাজধরকে **ইশা** খাঁ ঠাট্টা করে কি নামে ডাকত?

উত্তর ঃ .....

১০। রাজধরের ভবিষ্যত সম্পর্কে **ইশা** খাঁ মন্তব্য কী ছিল?

উত্তর ঃ .....

১১। **ধুরন্ধর** কে ছিল?

উত্তর ঃ .....

১২। ত্রিপুরার রাজপরিবার **কোন্** বংশের ছিল?

উত্তর ঃ .....

১৩। রাজপুত্রদের মধ্যে কে শিকারে পারদর্শী ছিলেন?

উত্তর ঃ .....

১৪। "মুকুট" নাটকের প্রথম অনুচরের নাম কি ছিল?

উত্তর ঃ .....

১৫। **কোন্** নদীর তীরে পূর্ণিমার রাতে বাঘ জল খেতে আসত?

উত্তর ঃ .....

১৬। ধুরন্ধ -এর সঙ্গে রাজধরের কী সম্পর্ক ছিল?

উত্তর ঃ .....

১৭। অস্ত্রপরীক্ষা বিজয়ীকে মহারাজ কী **পুরস্কার** দেবেন বলে ঘোষণা করেন?

উত্তর ঃ .....

১৮। ইন্দ্রকুমারের **কোন্** জিনিসটির প্রতি রাজধরের লোভ ছিল?

উত্তর ঃ .....

১৯। কে রাজধরকে অস্ত্রশালায় বন্দি করে ফেলেন?

উত্তর ঃ .....

২০। "মুকুট" নাটকের তৃতীয় অনুচরের নাম কী ছিল?

উত্তর ঃ .....

২১। রাজধর **কীসের** বিচারের প্রার্থনা করলেন?

উত্তর ঃ .....

২২। রাজধরকে কে অপমান করলেন?

উত্তর ঃ .....

২৩। রাজধর **ধুরন্ধরকে** কী কাজের দায়িত্ব দিয়েছিল?

উত্তর ঃ .....

২৪। ভাগ্যবদল করার জন্য রাজধর কি করছিল?

উত্তর ঃ .....

২৫। প্রতাপ কোন্ যুগের কথা বলেছিল?

উত্তর ঃ .....

২৬। রাজধরের অস্ত্রগুলো কী হয়েছিল?

উত্তর ঃ .....

২৭। রাজধর কেন অস্ত্রশালায় প্রবেশ করেছিল?

উত্তর ঃ .....

২৮। কার অস্ত্রশালায় রাজধর প্রবেশ করেছিল?

উত্তর ঃ .....

২৯। নাগপাশ কী ছিল?

উত্তর ঃ .....

৩০। অস্ত্র পরীক্ষায় প্রথমে কে **তির** নিক্ষেপ করেছিল?

উত্তর ঃ .....

৩১। অস্ত্রপরীক্ষায় কে পরাজয় স্বীকার করেছেন?

উত্তর ঃ .....

৩২। কোন্ রাজা ত্রিপুরার আক্রমণ করার জন্য এসেছিলেন?

উত্তর ঃ .....

৩৩। ত্রিপুরার রাজ্যের দেবী কে?

উত্তর ঃ .....

৩৪। কে রাজকুমারদের অস্ত্রপরীক্ষা নিচ্ছিলেন?

উত্তর ঃ .....

৩৫। যুবরাজের স্বভাব কী রকম ছিল?

উত্তর ঃ .....

৩৬। আরাকান রাজা কে ছিলেন?

উত্তর ঃ .....

৩৭। আরাকান রাজার শিবির কোথায় ছিল?

উত্তর ঃ .....

৩৮। 'মুকুট' নাটকের দ্বিতীয় দূতের নাম কী ছিল?

উত্তর ঃ .....

৩৯। "খেলার পরীক্ষা চুকেছে", এবার কাজের পরীক্ষা হোক" -
"এখানে কীসের পরীক্ষার কথা বলা হয়েছে?

উত্তর ঃ .....

৪০। 'মুকুট' নাটকটি প্রথম কোন্ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?

উত্তর ঃ .....

৪১। "নিজের সম্মান আমি নিজেই রাখতে পারব" -
এই লাইনটির উক্তিটি কার?

উত্তর ঃ .....

৪২। রাজধর কতজন সৈন্য সঙ্গে রাখতে চেয়েছিলেন?

উত্তর ঃ .....

৪৩। কোন্ রাজ্যের সঙ্গে মহারাজ অমর মানিক্যের যুদ্ধ হয়েছিল?

উত্তর ঃ .....

৪৪। রাজধরের ষড়যন্ত্রের তার সঙ্গী কে ছিল?

উত্তর ঃ .....

৪৫। "বড় তামাসার কথা" - এখানে তামাসা বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

উত্তর ঃ .....

৪৬। কে অস্ত্রশিক্ষার সেনাপতিকে সন্তুষ্ট করতে পারে নি?

উত্তর ঃ .....

৪৭। **পূর্ণিমা** রাত্রে গোমতী নদীতে কে জল খেতে আসবে?

উত্তর ঃ .....

৪৮। আরাকান রাজার ভাইয়ের নাম কী ছিল?

উত্তর ঃ .....

৪৯। রাজধর কাকে বেশী ভালবাসত?

উত্তর ঃ .....

৫০। যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুকে **কীসের** সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে?

উত্তর ঃ .....

৫১। আরাকান রাজা রাজধরকে কী উপহার দিতে দিয়েছিলেন?

উত্তর ঃ .....

৫২। মহারাজ তার পুত্রদেরকে অস্ত্রপরীক্ষার কোথায় পাঠিয়ে ছিল?

উত্তর ঃ .....

৫৩। "ক্ষত্রীয়দের মনে স্পর্দ্ধা থাকা চায়" - উক্তিটি কার ছিল?

উত্তর ঃ .....

৫৪। **ধুরন্ধর** ও রাজধরের সম্পর্কে কী সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে?

উত্তর ঃ .....

৫৫। যুবরাজের দ্বারা পাঠানো দূতের সংখ্যা কত ছিল?

উত্তর ঃ .....

৫৬। যুবরাজের রক্ষা কর্তা কে ছিলেন?

উত্তর ঃ .....

৫৭। **ধুরন্ধর** কাকে নির্বোধ ভাবতেন?

উত্তর ঃ .....

৫৮। কে যুবরাজকে বীর বলতেন?

উত্তর ঃ .....

৫৯। যুদ্ধক্ষেত্রে কার খবর পাওয়া যাচ্ছিল না?

উত্তর ঃ .....

৬০। রাজধরের পালায়নের কে খুশি হয়েছিলেন?

উত্তর ঃ .....

৬১। **ইশা** খাঁ কোন দিকে লড়াই করছিল?

উত্তর ঃ .....

৬২। রাজধর কাকে পরাজয় শিকার করার জন্য বলেছিল?

উত্তর ঃ .....

৬৩। রাজন কাকে বলা হয়েছে?

উত্তর ঃ .....

৬৪। কোথায় যুদ্ধের আয়োজন শুরু হয়েছিল?

উত্তর ঃ .....

৬৫। আরাকান রাজকে মুক্তির জন্য কে মূল্য দিতে চেয়েছিল?

উত্তর ঃ .....

৬৬। আরাকান রাজকে রাজধর কী করতে চেয়েছিল?

উত্তর ঃ .....

৬৭। কাকে বন্দি করার কথা বলা হয়েছে?

উত্তর ঃ .....

৬৮। কে আরাকান রাজ্যের পর রাজা হলেন?

উত্তর ঃ .....

৬৯। আরাকান রাজার **ভাইয়ের** নাম কী ছিল?

উত্তর ঃ .....

৭০। রাজধর কি উপহার চাইলেন?

উত্তর ঃ .....

৭১। কে যুদ্ধ অবসনের কথা এনেছিল?

উত্তর ঃ .....

৭২। কারা সন্ধির নিশান উড়িয়েছেন?

উত্তর ঃ .....

৭৩। কে **ইশা** খাঁর কবরে মাটি দিয়েছিল?

উত্তর ঃ .....

৭৪। কে যুবরাজের উপর অভিমান করেছিল?

উত্তর ঃ .....

৭৫। রাজধর কাকে পত্র নিয়ে পাঠালেন?

উত্তর ঃ .....

৭৬। কে আল্লাকে স্মরণ করতে বলেছেন?

উত্তর ঃ .....

৭৭। ইন্দ্রকুমারের কাছে কে ছিল পিতৃতূল্য?

উত্তর ঃ .....

৭৮। যুবরাজ কার কাছে মার্জনা চাইলেন?

উত্তর ঃ .....

৭৯। কে রণক্ষেত্র থেকে পালিয়েছিল ?

উত্তর ঃ .....

৮০। ত্রিপুরার তিন রাজপুত্রের নাম কী?

উত্তর ঃ .....

৮১। কে নিজেকে নরাধম বলেছিলেন?

উত্তর ঃ .....

৮২। যুবরাজ কোন্ গাছের তলায় বসেছিলেন?

উত্তর ঃ .....

৮৩। যুবরাজকে কোথায় **খুঁজে** পাওয়া গিয়েছিল?

উত্তর ঃ .....

৮৪। যুবরাজকে কে খুঁজছিল?

উত্তর ঃ .....

৮৫। ইন্দ্রকুমার কেন নিজের ধিক্কার দিলেন?

উত্তর ঃ .....

৮৬। **ইশা** খাঁ কি পরিনিতি হয়েছিল?

উত্তর ঃ .....

৮৭। যুবরাজ কার আপেক্ষা করছিল?

উত্তর ঃ .....

৮৮। যুবরাজ কোন্ নদীর তীরে ছিলেন?

উত্তর ঃ .....

৮৯। যুবরাজ কোন্ প্রহরে **ইশা** খাঁর কবর দেন?

উত্তর ঃ .....

৯০। রাজধরের ওপর **ইশা** খাঁর ক্ষোভের কারণ কি ?

উত্তর ঃ .....

৯১। রাজধর কাকে বন্দী করেছিল?

উত্তর ঃ .....

৯২। **ইশা** খাঁর রাজধরের আনিত "মুকুট কী" কোথায় নিক্ষেপ করেছিল?

উত্তর ঃ .....

৯৩। আরাকান সৈন্যদল কেন যুদ্ধ থামিয়ে দিয়েছিল?

উত্তর ঃ .....

৯৪। "না এই "মুকুট" আমি নিতে পারিনে?" - কে বলেছিল?

উত্তর ঃ .....

৯৫। "তুমি আসবে জেনেই দেরী করে বেঁচেছিলুম" - কে কথাটি কার উক্তি?

উত্তর ঃ .....

৯৬। "কে কার পায়ে "মুকুট" রাখল" -

উত্তর ঃ .....

৯৭। যুবরাজ "মুকুটটি" কাকে দিলেন?

উত্তর ঃ .....

৯৮। রাজধর কেন যুবরাজের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন?

উত্তর ঃ .....

৯৯। "মা কোল পেতেছেন" - এখানে মা বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?

উত্তর ঃ .....

১০০। পরাজয় তোমার হয়নি দাদা - আমারই পরাজয় হয়েছে" - উক্তিটি কার?

উত্তর ঃ .....

১০১। "আমি নরাধম, এ মুকুট তোমার পায়ে রাখলুম" - কথাটি কে বলেছেন?

উত্তর ঃ .....

১০২। "হ্যাঁ এবার হেরে জিতব" - বক্তা কে?

উত্তর ঃ .....

১০৩। মৃত্যুর সময় **ইশা** খাঁ কাকে স্মরণ করছিল?

উত্তর ঃ .....

১০৪। যুদ্ধে কার হার হয়েছিল?

উত্তর ঃ .....

১০৫। কার মতে মরা বাঁচা দুটি সোজা ব্যাপার?

উত্তর ঃ .....

১০৬। **ইশা** খাঁর দৃষ্টিতে যুবরাজ কীরূপ ছিল?

উত্তর ঃ .....

১০৭। যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু বলতে কী বোঝায়?

উত্তর ঃ .....

১০৮। ইন্দ্রকুমার যুবরাজের সঙ্গে অভিমান করে চলে যাবার ফল কি ছিল?

উত্তর ঃ .....

১০৯। মুকুট নাটকের বিষয় বস্তু **কোন্** পরিবারকে কেন্দ্র করে রচিত?

উত্তর ঃ .....

১১০। "অন্তর্যামী তোমার বিচার করবেন।" তোমার বলতে কার কথা বলা হয়েছে?

উত্তর ঃ .....

১১১। **ধুরন্ধরের** মতে "আগুন যদি লাগাতে হয় তাহলে ..... উক্তিটি সম্পূর্ণ করো।

উত্তর ঃ .....

রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর ঃ- **প্রতি প্রশ্নের মান - ৬**

প্রশ্ন : মুকুট নাটকের নামাকরণের সার্থকতা বিচার নিয়ে আলোচনা করো।

উঃ- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মুকুট' নাটকটি ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। নাটকটি রাজ পরিবারকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে। নাটকের প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে ত্রিপুরার সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত সুগভীর। ত্রিপুরার ইতিহাস অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচনা করেছিলেন - 'বিসর্জন' ও 'মুকুট'। মুকুট তার মাথায় থাকে যে সর্বেসর্বা, উপযুক্ত। তাই 'মুকুট' নাটকের ঘটনার নিরিখে নাটকের নামাকরণ যথার্থ ও তাৎপর্যপূর্ণ। ত্রিপুরার রাজা অমর মাণিক্যের তিন সন্তান যুবরাজ চন্দ্রমাণিক্য, ইন্দ্রকুমার এবং রাজধর। তির চালনার ক্ষেত্রে

রাজপুত্র ইন্দ্রকুমার সবচেয়ে বেশী দক্ষ ছিলেন। রাজধর ছিলেন কৌশলী, সব থেকে চালাক। তাই রাজধরের চালাকীতে ঠকে ইন্দ্রকুমার। প্রতিশোধের আগুনে জ্বলে রাজধর আরাকান সহসা রাজাকে আক্রমণের আহ্বান জানায়। এবং এহেন আক্রমণে **ইশাখাঁর** মৃত্যু হয়। যুবরাজ মরণাপন্ন হন। শেষ **মুহূর্তে** রাজধর নিজের ভুল বুঝতে পারেন এবং যুবরাজকে মুকুট প্রদান করেন।

সমস্ত নাটকটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, নাটকের ঘটনা প্রবাহ মুকুটকে কেন্দ্র করে। তাই এক্ষেত্রে 'মুকুট' নামাকরণটি যথাযথ ও সার্থক হয়েছে।

২। "আমার সম্মান যদি তোমার হাতে থাকবার ভার থাকত তবে কানাকড়ার দরে তাকে হাটে **বিকিয়ে আসতুম**। নিজের সম্মান আমি নিজেই রাখতে পারব" - ১+১+৪

(ক) এই বক্তব্যটি কার ছিল? (খ) এই বক্তব্যটি কেন করা হয়েছেল?

(গ) বক্তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো।

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৩। "এবারকার পরীক্ষায় আমি জিতব, ওর অহংকারটাকে **বিঁধে এফোঁড়-ওফোঁড়** করব" - ১+১+৪

(ক) এই উক্তিটি কার?

(খ) কার অহংকার **বিঁধে এফোঁড়-ওফোঁড়** করার কথা বলা হয়েছে?

গ) বক্তার চরিত্র নিয়ে আলোচনা **করো**।

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৪। **'ধিক!** তোমার হাত থেকে এ পুরস্কারের অপমান গ্রহণ করবে **কে?** ২+২+২

(ক) কে কাকে এই কথা বলেছে?

(খ) কোন পুরস্কারের কথা বলা হয়েছে?

(গ) এখানে পুরস্কার **গ্রহণ** করাকে অপমান করা, বলা হয়েছে?

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৫। "তবে চলুন, সন্ধিপত্র লেখার ব্যবস্থা করা যাক। ১+২+৩

(ক) উক্তিটি কার?

(খ) **কীসের** সন্ধি করা হয়েছে?

(গ) সন্ধির ফল কী ছিল?

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৬। হ্যাঁ, এবার হেরে জিতব। ইন্দ্রকুমারের অহংকারকে ধূলোয় না লুটিয়ে দিয়ে আমি ফিরব না।" ২+৪

(ক) বক্তা কে? এই নাটকের লেখক কে?

(খ) বক্তা কেন এবং **কীভাবে** ইন্দ্রকুমারে শায়েস্তা করতে চেয়েছিল?

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৭। আমি **নরাধম**, এ মুকুট তোমার পায়ে রাখলুম, এ তোমারই। ৩+৩

(ক) বক্তা নিজেকে **নরাধম** বলল কেন?

(খ) বক্তার চরিত্র নিয়ে যথাযথ আলোচনা করো।

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৮। **কীভাবে** রাজধর নিজের মুকুটটি যুবরাজকে সমর্পন করলেন। ৬

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৯। রাজধর ও ধুরন্ধরের সম্পর্ক নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করো। ৬

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

১০। ইন্দ্রকুমার কেন অভিমান করেছিল? এই ফল কি হয়েছিল? ইন্দ্রকুমারের অভিমান কি যথাযথ ছিল? - আলোচনা করো। ৬

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

১১। ত্রিপুরার তিন রাজকুমারের তিরন্দাজিতের পরীক্ষা **প্রেক্ষাপট** আলোচনা করো। ৬

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

১২। "মুকুট" নাটকটিকে ইতিহাসাশ্রিত নাটক বলা সমীচীন কিনা আলোচনা করো। ৬

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

অলংকার

অলংকার

কোনো বাক্য যখন পড়া হয়, তখন তার দুটি **জিনিস** আমাদের আকৃষ্ট করে। একটা হলো বাক্যের অন্তর্গত শব্দের ধ্বনি, যা আমরা শুনতে পাই এবং আরেকটা হলো শব্দের অর্থ, যা আমাদের মনোগোচর হয়। কোনো বাক্যকে অলঙ্কৃত করার অর্থ হলো শব্দের ধ্বনিরূপ এবং অর্থরূপকে অলঙ্কৃত করা। আর শব্দের ধ্বনিরূপ ও অর্থরূপকে সাজিয়ে তুলে কবি সাহিত্যিকরা দুই ধরনের অলঙ্কার সৃষ্টি করে থাকেন। যেমন - **শব্দালঙ্কার** ও অর্থালঙ্কার। আর আমাদের পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত শব্দালঙ্কার হলো চারটি। যেমন - অনুপ্রাস, যমক, বক্রোক্তি, শ্লেষ। আর **অর্থালঙ্কারও** চারটি। যেমন - উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, সমাসোক্তি।

নীচের শব্দলঙ্কার ও অর্থলঙ্কারের একটি করে উদাহরণ সহ সংজ্ঞা দেওয়া হলো :

অনুপ্রাস ঃ কোনো বাক্যের অন্তর্গত শব্দের ধ্বনির বা ধ্বনিগুচ্ছের বারংবার ব্যবহৃত হওয়ার ফলে যে অলঙ্কার সৃষ্টি হয়, তাকে বলে অনুপ্রাস।

উদাহরন ঃ "দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়"।

ব্যাখ্যা ঃ এখানে 'দিনান্তে', 'নিশান্তে' এবং 'পথপ্রান্তে' এই শব্দ তিনটিতে 'আন্তে' ধ্বনিগুচ্ছটি বারবার ব্যবহৃত হয়ে ধ্বনিগত সৌন্দর্য সম্পাদন করেছে।

উদাহরন ঃ "এ নহে কুঞ্জ কুন্দ কুসুমবঞ্চিত।"

ব্যাখ্যা ঃ এখানে 'কু' ধ্বনি পরপর তিনবার শব্দের প্রথমে ব্যবহৃত হয়ে এবং 'ঞ্জ' যুক্তধ্বনিটি দুইবার আবৃত্ত হয়ে বাক্যটির ধ্বনি মাধুর্য বাড়িয়েছে।

উপমা ঃ একই বাক্যে সাধারণ ধর্ম বিশিষ্ট দুটি ভিন্ন জাতীয় পদার্থের মধ্যে মিল অর্থাৎ সাদৃশ্য প্রদর্শন করা হলে উপমা অলঙ্কার হয়।

উদাহরন ঃ পদ্মের কালিমাসম ক্ষুদ্রতব মুষ্টিখানি।

ব্যাখ্যা ঃ 'পদ্মের কলিকা' ও 'মুষ্টি' দুটোই বিভিন্ন জাতীয় পদার্থ। কিন্তু পদার্থ দুটোর সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো 'ক্ষুদ্র'। **চরণটিতে** সাদৃশ্যবাচক 'সম' শব্দটির মাধ্যমে উপরিউক্ত শব্দদুটোর মধ্যে সাদৃশ্য প্রদর্শন করা হয়েছে।

নিজে করো ঃ **মান — ৩**

সংজ্ঞা লেখো এবং উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা করো ঃ

যমক, বক্রোক্তি, শ্লেষ, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, সমাসোক্তি।

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

সঠিক উত্তর বাছাই করো ঃ (✔) **মান — ১**

১। একই স্বরধ্বনি যুক্ত একই শব্দের পৃথক পৃথক অর্থে পুনরাবৃত্তিকে বলে -

(ক) অনুপ্রাস, (খ) শ্লেষ, (গ) যমক।

উঃ- যমক।

২। একটি শব্দ বাক্যমধ্যে একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হলে বোঝায় -

(ক) শ্লেষ, (খ) বক্রোক্তি, (গ) যমক।

৩। বক্তার বক্তব্য শ্রোতা কর্তৃক ভিন্ন অর্থে গৃহীত হলে বোঝায় -

(ক) যমক, (খ) অনুপ্রাস, (গ) বক্রোক্তি।

৪। "আনা দরে আনা যায় কত আনারস্" - অলঙ্কার কী ?

(ক) অনুপ্রাস, (খ) যমক, (গ) শ্লেষ।

৫। অনুপ্রাসের **শ্রেণি** বিভাগ হলো -

(ক) ৩টি, (খ) ৪টি, (গ) ৫টি।

৬। শব্দকে আশ্রয় করে সৃষ্ট অলঙ্কারকে বলে -

(ক) অলঙ্কার, (খ) শব্দালঙ্কার, (গ) অর্থালঙ্কার।

৭। বক্রোক্তি **শ্রেণি** হলো -

(ক) ৩টি, (খ) দুটি, (গ) কোনোটিই নয়।

৮। বর্ণনার প্রকৃতি অনুযায়ী উপমার কয়টি **শ্রেণি** কল্পনা করা হয় -

(ক) ৩টি, (খ) ৪টি, (গ) ৫টি।

৯। উপমা অলঙ্কারে কয়টি অঙ্গ থাকে -

(ক) ৩টি, (খ) ৪টি, (গ) ২টি।

১০। উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার কয় প্রকারের -

(ক) দুই প্রকারের, (খ) তিন প্রকারের, (গ) চার প্রকারের।

নির্মিতি অংশ

পত্ররচনা

মানবজীবনের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম যার মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করা যায় তা হল - চিঠি বা পত্র।

বিষয়ানুযায়ী চিঠি বা পত্রকে চারটি ভাগে ভাগ করা যায় -

(ক) ব্যক্তিগত পত্র, (খ) সামাজিক পত্র, (গ) বৈষয়িক পত্র, (ঘ) আবেদন পত্র।

১। ব্যক্তিগত পত্র ঃ

তোমার বন্ধুর কোনো সাফল্যের জন্য তাকে অভিনন্দন জানিয়ে একটি পত্র লেখো।

ধলেশ্বর, আগরতলা

১০/০৪/২০২১

প্রিয় বন্ধু সুমন,

আমি অত্যন্ত আনন্দিত হলাম এই শুনে যে, তুই এবার তোর বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম হয়েছিস। তোর এই কৃতিত্বের জন্য তোকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। যদিও আমি জানি সে, তোর একাগ্রতা ও কঠোর পরিশ্রমই হল এই সাফল্যের ফল। ভাবতে অবাক লাগে যে, তুই খেলাধূলা, গান বাজনা এবং অন্যান্য সব কিছু বজায় রেখেও পড়াশোনায় এই সাফল্য এনেছিস। এবং কখন ও অমনোযোগী **ছিলিনা**। তোর পড়ার পদ্ধতির মধ্যে ও আমি একটি শৃঙ্খলার ভাব **লক্ষ্য** করেছিলাম। পড়াশুনা করার আগে তোর মধ্যে আমি **লক্ষ্য** করতে পারতাম যা আমার কাছে খুব ভাল লাগত। তোর ঔ পরিকল্পনা গুলিই আজ তোকে চুড়ান্ত সফলতা এনে দিয়েছে এবং আশা করছি আগামী দিনে ও তুই এই ধারা ধরে রাখতে পারবি।

আজ আর বিশেষ কিছু লিখছিনা। বাড়ির **বড়োদের আমার প্রণাম** ও ছোটদের কে আমার স্নেহাশীষ জানাচ্ছি। তোকে আবার অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের **মতো** আমার পত্র এখানেই শেষ করছি।

ইতি

তোর রাজেশ

ডাকটিকিট
সুমন মিত্র
সুভাষ পার্ক, খোয়াই
খোয়াই ত্রিপুরা।

নিজে করো ঃ **মান — ৬**

১। বিদ্যালয়ে যাওয়ার পথে তুমি একটি দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে। এই দুর্ঘটনার বর্ণনা দিয়ে তোমার কাকার কাছে একটি পত্র লেখো।

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

২। তোমার গ্রামের একটি শীতের সকালের বিবরণ জানিয়ে শহরে তাকে তোমার ছোট ভাইয়ের কাছে একটি পত্র লেখো।

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৩। জগন্নাথ মন্দির ও পুরীতে সমুদ্র দেখার অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে তোমার প্রিয় বন্ধুকে একটি পত্র লেখো।

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

২। সামাজিক পত্র ঃ

প্রীতি ফুটবল ম্যাচ খেলার আমন্ত্রণ জানিয়ে চিঠি।

মাননীয় সম্পাদক মহোদয়,
কল্যাণ সংঘ
আগরতলা

সবিনয় নিবেদন

আমি আমার ক্লাবের পক্ষ থেকে আপনাদের সংঘকে একটি প্রীতি ফুটবল ম্যাচ খেলার জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

আশা করছি আপনারা আমাদের এই আমন্ত্রণ **গ্রহণ** করবেন। আসল কথা হল আমাদের ক্লাব আগামী **১৫ই** জুন পঁচিশ বৎসর **পূর্ণ** করবে এবং আমরা চাইছি এই দিনটিকে **উদ্‌যাপন** করার জন্য। খেলার সময় এবং বিভিন্ন ব্যবস্থাপনার জন্য একটি আলোচনা সভার জন্য ও আবেদন করছি, তাছাড়া এই আশ্বাস দিচ্ছি যে, আপনাদের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য আমার সবরকম ব্যবস্থা করব।

আপনার সম্মতিসূচক প্রত্যুত্তরের অপেক্ষায় রইলাম।

১০/০৩/২০২১
আগরতলা

ইতি
ভবদীয়
বাসুদেব রায়
সম্পাদক, ব্লু লোটাস ক্লাব।

নিজে করো ঃ **মান — ৬**

১। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কর্ম করে অবসর গ্রহণ উপলক্ষ্যে একটি বিদায় সংবর্ধনা পত্র রচনা করো।

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

২। বিদ্যালয়ে **সরস্বতী** পূজার জন্য একটি আমন্ত্রণ পত্র লেখো।

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৩। বৈষয়িক পত্র ঃ

নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের **ক্রমাগত** মূল্যবৃদ্ধি একটি চিন্তনীয় বিষয়। এই ভাবনাটি প্রকাশ করার জন্য সংবাদ পত্রের সম্পাদকের **কাছে** একটি পত্র লেখো।

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়,
দৈনিক সংবাদ
আগরতরা
পঃ ত্রিপুরা।

বিষয় ঃ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষের সমস্যা জানিয়ে আবেদন **পত্র।**

সবিনয় নিবেদন,

নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি বর্তমানে খুব গুরুত্ব পূর্ণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সংবাদপত্রে এ নিয়ে অনেক লেখা লেখি দেখা যাচ্ছে। গত দিনের সংবাদপত্রে একটি লেখা পড়ে খুব ভাল লাগল এবং সেখানে মানুষকে সচেতন করার জন্য বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ **গ্রহণ** করার কথা বলা হয়েছে।

বর্তমান কালে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি যেভাবে হচ্ছে তাতে সাধারণ মানুষজন খুবই অসুবিধার মধ্যে পড়েছে। এই দেশের অধিকাংশ মানুষ গবীর ও সাধারণ পরিবারের। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি হলেও মানুষের আয় সেরকম ভাবে বাড়ছে না। তাই সাধারণ মানুষজন রীতিমত বেকায়দায় পড়ে যাচ্ছে। আমি একজন সাধারণ মধ্যবিত্তের মানুষ হয়ে বুঝতে পারি যে, সাধারণ মানুষের কাছে এই সমস্যা কত বড়ো সমস্যা।

অতএব, মহোদয় আমার আপনার কাছে বিনীত নিবেদন এই যে, আমার ভাবনাটি আপনার সংবাদ পত্রের 'জনমত' বিভাগে যদি প্রকাশ করেন, তাতে আমি খুব আনন্দিত ও উৎসাহ **বোধ করবো।**

নমস্কারান্তে -
প্রিয়ংকা সাহা
রামনগর
আগরতলা
পঃ ত্রিপুরা।

১০/০৩/২০২১

নিজে করো ঃ **মান — ৬**

১। আগামী দিনে তোমার ছোট ভাইয়ের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হতে যাচ্ছে। কিন্তু স্থানীয় কিছু ক্লাব ও অন্যান্য সংস্থা কারণে অকারণে জোরে জোরে শব্দ ও মাইক ব্যবহার করে চলেছে। এতে তার পড়াশুনার খুব অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে। এর জন্য প্রতিকার প্রার্থনা করে ঐ এলাকার পৌরপিতাকে একটি পত্র লেখো।

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

২। বর্তমানে খাদ্যে ও ঔষধে রীতিমত ভেজাল মিশানো হচ্ছে। এর ফলে মানুষের **দারুণ** ক্ষতি হচ্ছে। এর জন্য প্রতিকার চেয়ে একটি পত্রিকা সম্পাদকের কাছে তোমার অভিমত জানিয়ে একটি পত্র লেখো।

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৩। তোমার অঞ্চলের গ্রীষ্মকালীন জলসমস্যা সম্পর্কে দৈনিক পত্রিকায় একটি চিঠি লেখো।

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

আবেদন পত্র ঃ

শিক্ষামূলক ভ্রমণে যাওয়ার জন্য অনুমতি ও আর্থিক সাহায্য চেয়ে বিদ্যালয় প্রধানের নিকট একটি আবেদন পত্র **লেখো** ঃ

মাননীয় প্রধান শিক্ষক মহোদয়,
বিবেকানন্দ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়
তেলিয়ামুড়া,
খোয়াই, ত্রিপুরা।

বিষয় ঃ **শিক্ষামূলক ভ্রমণে** যাওয়ার অনুমতি ও আর্থিক সাহায্য পাওয়ার জন্য আবেদন পত্র।

মহাশয়,

সবিনয় নিবেদন এই যে, আমি আপনার স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র। আমাদের শ্রেণির সকলের পক্ষ থেকে, আমার **শিক্ষামূলক ভ্রমণে** জন্য আগ্রহ প্রকাশ করছি। **ছাত্রজীবনে শিক্ষামূলক ভ্রমণের** গুরুত্ব অপরিসীম। তাই আমরা মেধা ও মানসিক উন্নতির জন্য ঐতিহাসিক **ঊনকোটি** ও পিলাক ভ্রমণের ইচ্ছা প্রকাশ করছি। যা দেখে আমরা ত্রিপুরার ইতিহাস ও নিদর্শন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পরব। তাই আপনার অনুমতির পাশাপাশি আর্থিক সহায়তার প্রার্থনা করছি।

অতএব, মহোদয়ের নিকট বিনীত নিবেদন এই যে, আমাদের **শিক্ষামূলক ভ্রমণে** যাওয়ার অনুমতি ও আর্থিক সহায়তা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করার জন্য মহাশয়ের কাছে অনুরোধ রাখছি।

বিনীত নিবেদক
আপনার একান্ত অনুগত
দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষ থেকে
অরিন্দম পাল।

নিজে করো ঃ **মান — ৬**

১। তোমার গ্রামে একটি ডাকঘর স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার বিষয় উল্লেখ করে ডাকঘর কর্তৃপক্ষের নিকট একটি আবেদন পত্র রচনা করো।

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

২। তোমার স্কুলে একটি লাইব্রেরি ও পাঠকক্ষের বন্দোবস্তের অনুরোধ জানিয়ে প্রধান শিক্ষরে কাছে একটি আবেদন পত্র লেখো।

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৩। তোমার এলাকার আবর্জনা একদম পরিষ্কার করা হয়নি। নোংরা ও দুর্গন্ধে এলাকাটি অস্বাস্থ্যকর হয়ে পড়েছে। এর প্রতিকার চেয়ে পৌরপিতার কাছে একটি আবেদন পত্র লেখো।

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

প্রদত্ত সংকেতানুসারে গল্প রচনা

গল্প সংকেত ঃ এক বৃদ্ধের দুটি পুত্র ছিল - পুত্রদের মধ্যে যে বেশি বুদ্ধিমান তাকেই তিনি সম্পত্তির দায়িত্ব দিতে চেয়েছিলেন। পুত্রদের মধ্যে বিবাদ বাঁধল। বৃদ্ধ প্রত্যেককে চারটি পয়সা দিলেন। চার পয়সার কিছু কিনে এসে ঘরটি ভরে দিতে হবে। বড়ো ছেলে খড় এনে মেঝেটি ঢেকে দিল। ছোটো ছেলে মোমবাতি এনে ঘরে জ্বেলে দিল। বৃদ্ধ বুঝলেন বুদ্ধি কার বেশি - ছোট ছেলেকে সম্পত্তি দিলেন।

শিরোনাম 'ন্যায় বিচার'

গল্প ঃ কাশীপুরের জমিদার হরিমোহন রায়ের প্রচন্ড প্রতাপ। তাঁর প্রতাপে বাঘে গরুতে একঘাটে জলখায়। তাঁর প্রজাদের টুঁ-শব্দ করার উপায় নেই। বাড়িতে ঝি-চাকর-দাসদাসীর অভাব নেই। তিনি নিজেই জমিদারির কাজকর্ম দেখাশোনা করেন। প্রাকৃতিক নিয়মে জমিদার বাবুর জীবনেও বার্ধক্য নেমে এল। আর ধীরে ধীরে বার্ধক্য গ্রাস করে নিল জমিদার বাবুর শরীর। তবে শরীরের জোর কমে গেলেও দাপট তার কমেনি এখনও। তিনি বুঝতে পারছেন সম্পত্তির ভার এবার ছেলেদের হাতে দিয়ে দেওয়া দরকার।

জামিদার হরিমোহন রায়ের দুই ছেলে রাজনারায়ন ও উদয়নারায়ন। বড়ো ছেলে রাজনারায়ন খুবই বিলাসপ্রিয়। সে সবসময় ভোগবিলাসে মত্ত। আর ছোটো ছেলে উদয়নারায়ন ভোগবিলাসে **বড়ো** হলেও সে কিন্তু রুচিশীল ও বিষয়জ্ঞান সম্পন্ন। জমিদারবাবু বেশ কিছুদিন ধরে ছেলেদের আচার-আচরণে নজর রাখছিলেন। কার উপর বিষয় সম্পত্তির ভার দেবেন, এ চিন্তায় তিনি অস্থির ছিলেন। জমিদারী রক্ষা করতে হলে সুন্দর আচার-ব্যবহার এবং বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন হয়। তাই পুত্রদের মধ্যে যে বেশি বুদ্ধিমান তার উপরই বিষয়সম্পত্তির দায়িত্ব তিনি দিতে চান। তাই তিনি চিন্তা করতে লাগলেন কীভাবে পুত্রদের বুদ্ধিমত্তার পরীক্ষা নেবেনে।

জমিদার হরিমোহন রায় একদিন ছেলেদের ডেকে বলেন যে, এখনতো তার বয়স হয়েছে, সবকিছু দেখাশোনা করার মতো শক্তি ও সামর্থ্য দুটোই কমে যাচ্ছে। তাই ছেলেদের উপর তিনি এবার জমিদারীর রক্ষার ভার দিতে চান। তবে তিনি একটি শর্ত রাখলেন যে, চার পয়সা দিয়ে যে একটি খালি ঘর ভরে দিতে পারবে তাকেই তিনি বিষয়সম্পত্তি হস্তান্তর করবেন। বাবার এই কথা শুনে দুভাই চারটি পয়সা নিয়ে বাজারের দিকে চলে যায়। বড়ো ছেলে রাজনারায়ণ কিছুক্ষণ পরে এক বোঝা খড় কিনে এনে ঘরের মেঝেতে ছড়িয়ে দিয়ে মেঝে ডেকে দিল। ঠিক তারপরেই ছোট ছেলে উদয়নারায়ণ একটি বড়ো মোমটি জ্বালিয়ে ঘরের মেঝেতে বসিয়েদিল। সমস্ত ঘর আলোয় ভরেগেল। বাবা জামিদার হরিমোহন বাবুর আর বুঝতে বাকি রইল না - ছেলেদের মধ্যে কে বেশি বুদ্ধিমান। এই বিশাল বিষয়সম্পত্তির ভার কার ওপর দিলে এই জমিদারীর শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে তা তিনি বুঝতে পরলেন। আর সেই মতো উকিল ডেকে সমস্ত বিষয় সম্পত্তি উইল করে ছোটো ছেলের হাতে তুলে দিলেন এবং বড়ো ছেলের জন্য মোটা অঙ্কের টাকা মাসোহারার ব্যবস্থা করলেন।

নিজে করো ঃ মান — ৬

১। একবৃদ্ধের চার পুত্র ছির - চার জনই প্রকৃত অলস -বৃদ্ধ মরে যাবার সময় বলে যান বাড়ির পাশে ছেলেদের জন্য মাটির নীচে গুপ্তধন পোঁতা আছে - চার ছেলে মাটি খুড়তে শুরু করে - গুপ্তধন পায় না - খুড়া মাটির উপর ফসলের বীজ ছড়িয়ে দেয় - চারিদেক ফসলে ভরে যায় - ছেলেরা আসল গুপ্তধন খুঁজে পায়।

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

২। **দক্ষিণা** হিসেবে একটি গরু পেয়ে এক ব্রাহ্মণ বাড়ি ফিরছিল - পথে লাঠি হাতে একজন লোক এসে গরুটা চাইল - নিরুপায় ব্রাহ্মণ গরুটা দিতে বাধ্য হল এবং বিনিময়ে যে লোকটির কাছে লাঠিটা চাইল - লাঠি নিয়ে ব্রাহ্মণ লোকটাকে পিটিয়ে তাড়াল।

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৩। যুদ্ধে পরাজিত এক রাজা পাহাড়ের গুহায় লুকিয়ে আছেন - একটি মাকড়সাকে দেখলেন বারবার জাল বুনে চলেছে - বারেবারে চারটি ছিঁড়ে যাচ্ছে - মাকড়সাটি বারবার চেষ্টা করছে - অবশেষে জালটি বুনতে সমর্থ হল - এবার তিনি জয়ী হলেন।

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৪। মুষলধারায় বৃষ্টি - বন্যাপ্লাবিত গ্রাম - প্রবল স্রোত - ভেলায় ভেসে যাচ্ছে দুটি শিশু- নিজের জীবন বিপন্ন করে তাদের উদ্ধার করে এক গৃহবধু।

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

প্রতিবেদন রচনা - মান ১০

প্রতিবেদন মূলত সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য রচিত হয়। কোনো বিষয় সঠিক ভাবে অনুসন্ধানের পর জনসাধারণকে অবগতি করার জন্য সংবাদপত্রে যে লেখনী প্রকাশিত হয়, সেটিই প্রতিবেদন। প্রতিবেদন শব্দের ইংরেজি পারিভাষিক অর্থ হলো Report. আর প্রতিবেদন যিনি লেখে তাকে বলা হয় প্রতিবেদক, যার ইংরেজি পারিভাষিক নাম Reporter. Report সম্পর্কে ইংরেজীতে বলা হয়েছে -

"Report is a spoken or written account of something heard, seen, done. studies etc. specially of that is published or broad-cast.

একজন প্রতিবেদক বা Reporter প্রতিবেদন লেখার সময়, সে সব বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখবে সেগুলি হল -

ক) প্রতিবেদনের ভাষা হবে সহজ সরল, যেন সবার বোধগম্য হয়।

খ) প্রতিবেদনে কোন অপ্রাসঙ্গিক কথা স্থান পাবে না।

গ) প্রতিবেদনে, প্রতিবেদকের নিজস্ব কোন অভিমত স্থান পাবে না।

ঘ) প্রতিবেদনেটি হবে নির্ভীক, নিরপেক্ষ, **পক্ষপাতদোষমুক্ত** ও বলিষ্ঠ।

ঙ) কোন প্রকার সমালোচনা কিংবা বিরূপ মন্তব্য এতে স্থান পাবে না।

চ) প্রতিবেদকের নিজস্ব ভালোলাগা, মন্দ-লাগা প্রভৃতি ব্যক্তিগত ধ্যানধারনা প্রতিবেদনে স্থান পাবে না।

ছ) প্রতিবেদনের ভাষা হবে মধ্যম। এতে খুব হাল্কা বা খুব গুরুগম্ভীর ভাষা ব্যবহার করা চলবে না।

জ) একটি সংক্ষিপ্ত বিষয়ানুগ শিরোনাম ও পরে সংবাদদাতা, স্থান ও তারিখ দিয়ে প্রতিবেদন শুরু হবে। সেই শুরুটাই গুরুত্বপূর্ণ। সূচনাংশকে বলা হয় ইনট্রো। খবরে অন্যান্য অংশের থেকে এর গুরুত্ব বেশী।

ঝ) তারপর সংবাদসংস্থা বা সংবাদাতার নাম ও তারিখ দিয়ে আরম্ভ করতে হবে ছোট অনুচ্ছেদ ইনট্রো।

ঞ) ইনট্রো হবে ছোট। এটা করার সঙ্গে সঙ্গে মূল ঘটনা সম্পর্কে পাঠকের একটি ধারণা তৈরি হবে।

প্রশ্ন ঃ- বাঘাযতীনের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার বিবরণ দিয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা করো।

শিরোনাম ঃ- শহীদ বাঘাযতীনের জন্মজয়ন্তী

উঃ- নিজস্ব সংবাদদাতা : ৮ই ডিসেম্বর, ২০২১, লালছড়া: খোয়াই: প্রতিবছরের মতো এবছরেও বাঘাযতীনের ১৪২ তম জন্মজয়ন্তী সামনে রেখে একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন মাননীয় বিধায়ক মহাশয়। তারপর নাচ, গান ও আবৃত্তিতে **অংশগ্রহণ** করে এলাকার ছেলেমেয়েরা। আবৃত্তিতে বিচারক ছিলেন **কলেজের** অধ্যাপিকা ড. শিপ্রা দত্ত মহোদয়া। সংগীতে বিচারক ছিলেন স্থানীয় সংগীতবিদ সুজিত দেব মহাশয়। সকল প্রতিযোগীতের জন্য টিফিনের ব্যবস্থা করা হয়। অনুষ্ঠান দেখার জন্য জনসাধারণের **ভিড়** ছিল **লক্ষ্যণীয়।**

নিজে করো ঃ **মান — ৬**

১। একটি পথ দুর্ঘটনার প্রতিবেদন রচনা করো।

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

২। স্থানীয় হাসপাতালের অব্যবস্থা ও রোগীদের দুরবস্থা নিয়ে প্রতিবেদন রচনা করো।

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৩। তোমাদের বিদ্যালয়ের বিতর্কসভা নিয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা করো।

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৪। তোমাদের বিদ্যালয়ের NSS ক্যাম্প নিয়ে একটি প্রতিবেদন করো।

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৫। তোমাদের বিদ্যালয়ের সাহিত্যবাসের নিয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা করো।

উত্তর ঃ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

নমুনা প্রশ্ন/একাদশ শ্রেণি

ক - বিভাগ

ক। সঠিক উত্তর বাছাই করো ঃ **১×১০=১০**

১। অম্বিকা পূজা হয় -

(ক) মাঘ মাসে, (খ) আশ্বিণ মাসে, (গ) চৈত্র মাসে, (ঘ) শ্রাবণ মাসে।

২। 'প্রার্থনা' কবিতায় কবির ভাবনায় 'চিত্ত' হবে -

(ক) ভয়মুক্ত, (খ) সংগ্রামী, (গ) উদাসীন, (ঘ) ভয়শূণ্য।

৩। নসীবাবুর পুত্রটির অকালে -

(ক) বিয়ে হল, (খ) মৃত্যু হল, (গ) পা ভাঙল, (ঘ) রোগে হল।

৪। হিন্দুমেলার কর্মকতারূপে নিয়োজিত ছিলেন -

(ক) নবগোপাল মিত্র, (খ) হরিগোপাল মিত্র, (গ) গৌরকিশোর ভট্টাচার্য, (ঘ) নবীন মিত্র।

৫। 'ডাইনি' গল্পে উল্লিখিত মাটির নাম -

(ক) ফুটিফাটার মাঠ, (খ) ছাতি-ফাটার, (গ) হাতিফাটার মাঠ, (ঘ) সকুলের মাঠ।

৬। 'ঘূর্ণমান পৃথিবী' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র -

(ক) শিবনাথ, (খ) শঙ্খনাথ, (গ) রুচিরা, (ঘ) টুনি।

৭। 'মুকুট' নাটকে যুবরাজের নাম -

(ক) রাজধর, (খ) অমর মানিক্য, (গ) চন্দ্রমানিক্য, (ঘ) ইন্দ্রকুমার।

৮। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের খন্ড সংখ্যা -

(ক) ১৩টি, (খ) ১৪টি, (গ) ১৫টি (ঘ) ১৬টি।

৯। "অন্নদামঙ্গল' কাব্যের রচয়িতা হলেন -

(ক) মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, (খ) ঘনরাম চক্রবর্তী, (গ) কবি ভারতচন্দ্র, (ঘ) নারায়ন দেব।

১০। "আনা দরে আনা খায় কত আনারস" _____ পংক্তিটিতে যে অলংকার ব্যবহৃত হয়েছে

(ক) যমক ও অনুপ্রাস, (খ) শ্লেষ ও উৎপ্রেক্ষা, (গ) যমক ও উৎপেক্ষা, (ঘ) অনুপ্রাস ও শ্লেষ।

খ - বিভাগ

খ। এক একটি পূর্ণাঙ্গ বাক্যে নীচের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দাও :- **১×১০=১০**

১১। 'বঙ্গভাষা' কবিতাটির উৎস কী?

১২। কবি একলা হয়ে কোথায় দাঁড়িয়ে ছিলেন?

১৩। "তুমি বসন্তের কোকিল, বেশ লোক" - বক্তা কে?

১৪। বুদ্ধের দন্ত মন্দির কোথায় অবস্থিত?

১৫। লেখক এস ওয়াজেদ আলি কত বছর আগে কলকাতায় এসেছিলেন?

১৬। শিবনাথদের ক্লাবের নাম কী?

১৭। **ইশা** খাঁ কে ছিলেন?

১৮। "না এ মুকুট আমি নিতে পারিনি" - বক্তা কে?

১৯। বাংলা ভাষায় প্রাচীনতম নিদর্শন কোনটি?

২০। 'শ্রী শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থটি কার লেখা?

গ - বিভাগ

নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও (৬ থেকে ৭০ শব্দের মধ্যে) ৩×৪=১২

২১। "ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত" - কোন্ কবিতার অংশ তাৎপর্য লেখো।

২২। "ইহা স্বাদেশিকের সভা" - **কোন্** সভার কথা বলা হয়েছে? উক্ত সভা সম্পর্কে লেখো।

২৩। রূপক অলংকারের উদাহরণ সংজ্ঞা দাও।

২৪। উদাহরণ সহ অনুপ্রাস অলংকার দাও।

ঘ - বিভাগ

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :- ৬×৭=৪২

২৫। "পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাস পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাস" - **কোন্** কবিতার অংশ? কে কাকে একথা বলেছে? কোন্ প্রসঙ্গে একথা বলা হয়েছে? ১+২+৩

অথবা

"মাতৃভাষা রূপে খনি, **পূর্ণ মণিজালে**" - কার লেখা? **কোন্** কবিতার অংশ? কবি মাতৃভাষাকে **খনিপূর্ণ মণিজাল** বলেছেন কেন? ১+৫

২৬। "চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ সেথা শির" - কার লেখা? 'যেথা' বলতে কোথায় বুঝিয়েছেন কবি? পংক্তিটির তাৎপর্য বুঝিয়ে দাও।

অথবা

"মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে" - কবিতার বিষয়বস্তু সংক্ষেপে লেখো।

২৭। "তুমি বসন্তের কোকিল, বেশ লোক" - উক্তিটি কার? **বসন্তের** কোকিলকে বেশ লোক বলার কারণ কী? বসন্তের কোকিলকে বক্তা কী কী করতে বলেছেন?

অথবা

"সেই Tradition সমানে চলছে" - কার লেখা? **কোন্** রচনায় অন্তর্গত? আলোচ্য **মন্তব্যটির** তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো।

২৮। ভারতবর্ষের সর্বজনীন পোশাক সম্পর্কে জ্যোতি দাদার উদ্যোগ, পরিকল্পনা ও কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত **বিবরণ** দাও।

অথবা

"জাতের গোলমাল ভারতবর্ষ হতে এখানে অনেক কম" - কার লেখা, লেখকের নাম কী? লেখকের এরূপ মন্তব্যের কারণ কী?

২৯। "পর্দাটা থেমে গেছে, তবু পৃথিবীটার দুলুনি থামছে না" - **কোন্** রচনার অংশ? আলোচ্য অংশটির সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করো।

অথবা

ডাইনি গল্প অবলম্বনে ডাইনি চরিত্রই আলোচনা করো।

৩০। "তোমার হাত থেকে এ পুরস্কারের অপমান গ্রহণ করবে কে" - কে, কাকে এই উক্তিটি করেছে? উল্লিখিত পুরস্কারটিকে অপমানজনক বলে নিন্দিত করা হয়েছে কেন?

অথবা

'মুকুট' নাটক অবলম্বনে রাজধর চরিত্রটি বর্ণনা করো।

৩১। চর্যাপদের সমাজ চিত্র আলোচনা করো।

অথবা

রামায়ণের অনুবাদক হিসেবে কৃত্তিবাস ওঝার কৃতিত্ব সংক্ষেপে আলোচন করো।

ঙ - বিভাগ

নিম্নলিখিত প্রশ্নটির উত্তর দাও (২০০ থেকে ২৫০ শব্দের মধ্যে) **১×৬=৬**

৩২। অস্বাভাবিক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদ জানিয়ে কোনো বাংলা সাংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য একটি পত্র রচনা করো।

অথবা

প্রবল বর্ষণ - এলাকা বন্যায় প্লাবিত - প্রবল জলস্রোত জীবন বিপর্যস্ত কাঠের টুকরোতে ভর করে ভেসে যাচ্ছে দুটি শিশু - তাদের উদ্ধার করে এক পুলিশ কর্মী।